শ্রীমনোমোহন বসু

মনোমোহন-গীতাবলী।

অর্থাৎ

বাবু মনোমোহন বসু-কৃত হাফ্‌আখ্‌ড়াই, কবি, নাটক, গীতাভিনয়, পাঁচালি প্রভৃতি বিবিধ গান।

কলিকাতা, ২০১ নং করন্‌ওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল্‌ লাইব্রেরির

অধ্যক্ষ শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন

গ্রেট ইডেন্‌ প্রেস্‌,

শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

মাঘ, সন ১২৯৩ সাল। ইং ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭।

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

মন্দ গ্রন্থের সমালোচনা কালে সমালোচক মহাশয়েরা প্রচারককে কদর্য্য সামগ্রী দ্বারা সাহিত্য-ভাণ্ডারের স্থান-পূরণ অপরাধে তিরস্কার করিয়া থাকেন। সেরূপ অপরাধ না ঘটে, তৎপক্ষে প্রকাশক মাত্রকেই সাবধান হইয়া চলা উচিত। কিন্তু এই "মনোমোহন-গীতাবলী" গ্রন্থ প্রচার জন্য আমাকে সেরূপ অপরাধী বা সেরূপে তিরস্কৃত হইতে হইবে বলিয়া আমার হৃদয় কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইতেছে না।

কেনই বা হইবে? যে মনোমোহন বাবুর গান—আ'জ্ বলিয়া নয়—দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবিধ আকারে বিবিধ প্রকারে প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গ-সমাজের মনোমোহন করিয়া আসিতেছে—বহুবাজারের রঙ্গ-ভূমিতে যাঁহার গান শুনিয়া গিয়া স্বর্গীয় বুধপ্রবর গুণগ্রাহী দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোমপ্রকাশে এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "আহা! কি মনোহর গানই শুনিলাম—যেমন ভাব, তেমনি রচনা, তেমনি সুর, তেমনি গাহনা! ইত্যাদি;" পাথুরিয়াঘাটায় বাবু যদুনাথ মল্লিক মহাশয়ের ভবনে যাঁহার সখীসম্বাদ শুনিয়া হাফ্-আখ্ড়ায়ের প্রকাশ্য সভা মধ্যেই বড়বাজারের ধনীপ্রবর (যিনি নিজে সুকবি ও সুভাবুক) বাবু ভোলানাথ মল্লিক মহাশয়ের দু গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পতিত হইতে দেখা গিয়াছিল; এবং যাঁহার উত্তরী কবি-গান শ্রবণে স্বর্গগত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রকাশ্য সভাস্থলেই মনোমোহন বাবুকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দিয়া স্বীয় তুষ্টি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই সুপরিচিত কবিবরের গীতি-মালা মাতৃভাষার গলদেশে পরাইতে কুণ্ঠিতই বা হইব কেন? বরং বঙ্গীয় সাহিত্যহ্রদে আর একটী সুধাস্রাবী সুধানাদী নির্ঝরিণী মিলাইয়া দিতে পারিলাম

বলিয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী ও কৃতার্থ বোধ করিতেছি। এক্ষণে গুণগ্রাহী পাঠক সাধারণের নিকট সমুচিত উৎসাহ পাইলেই শ্রম সার্থক হয়।

কবি-গানাদি যে প্রণালীতে পাঠ করিতে হয় এবং অন্যান্যবিধ গানাদি সম্বন্ধে যত কিছু বক্তব্য, সে সকলই এই গ্রন্থের মাঝে মাঝে ও টীকা টিপ্পনিতে প্রকটন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল হাফ্-আখ্ড়ায়ের জন্ম সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। অর্থাৎ পূর্ব্বতন অশেষবিধ জাতীয় সঙ্গীতামোদের মধ্যে উহার উৎপত্তি কি সূত্রে কিরূপে ঘটিল এবং এরূপ নামই বা কেন হইল, তাহা এই উপলক্ষে এস্থলে লিপিবদ্ধ না হইলে ভবিষ্যতে তাহার ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকুর লোপ সম্ভাবনা। কবি, কীর্ত্তন, পাঁচালি, বাউল প্রভৃতি বহু পূর্ব্ব হইতেই আছে, সুতরাং তত্তাবতের মূলানুসন্ধান বহু কৃচ্ছ্র-সাধ্য। তবে হাফ্-আখ্ড়ায়ের জন্মের পর "কবির" নামটী যে "দাঁড়া-কবি" হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে। কেননা, হাফ্আখ্ড়াইও এক প্রকার কবি, কিন্তু বসা। কাজেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থ পূর্ব্বকার কবি "দাঁড়া কবি" হইল।

সে যাহাহউক, হাফ্-আখ্ড়ায়ের জন্মাদি বিবরণ জ্ঞাত আছেন, এমন ব্যক্তি এখন নিতান্তই বিরল হইয়াছেন। এই জন্যই আমরা অনুরোধ করাতে মনোমোহন বাবু তাহার একটী সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখিয়া দিয়াছেন—তাঁহারই গীতি-পুস্তকের ভূমিকায় তৎপ্রকাশ কর্ত্তব্য বোধে পশ্চাতে তাহা প্রকটন করিতেছি।

কলিকাতা।
২০১ নং কর্ণ্ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
মাঘ, ১২৯৩ সাল।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
প্রকাশক।

হাফ্-আখ্ড়ায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(বাবু মনোমোহন বসু-কর্ত্তৃক লিখিত)

হাফ্-আখ্ড়ায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা বাগবাজার-বাসী স্বর্গগত সুবিখ্যাত বাবু মোহন চাঁদ বসু। তাঁহার প্রণীত সুর মাত্রই মনোমুগ্ধকর—নিতান্তই মধুময়। তাঁহার কৃত শব্দ-যোজনাও তেমনি মধুর ছিল। স্বজাতীয় সাধারণ-জন-রঞ্জক বিশুদ্ধ আমোদের শ্রীবৃদ্ধি পক্ষে তিনি যতদূর করিয়া গিয়াছেন, ততদূর যে কোনো এক ব্যক্তির দ্বারা আর কখনো হইয়াছিল, এমন স্মরণে আইসে না—অন্ততঃ কবি-শ্রেণীতে রাগরাগিণীর ক্রীড়াবিশিষ্ট এমন সুমিষ্ট সুর আর কেহ কখনই সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। আবার, তাঁহার সৌজন্য, নিরহঙ্কৃত সরল স্বভাব, সদাশয়তা ও শিষ্টালাপাদিও তেমনি মধুর ছিল। তৎকৃত মনোহর কার্য্য-সকল স্মরণ করিলে অন্তঃকরণ আহ্লাদে ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। যদি কেহ তাঁহার মধুর জীবন-বৃত্তান্ত প্রচার করেন, তিনিও আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই।

স্বয়ং মোহনচাঁদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া হাফ্আখ্ড়ায়ের জন্ম-বিবরণ যাহা জানিয়া লইয়াছিলাম এবং কবিবর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের মুখে ও লেখায় ও অন্যান্য সূত্রে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহারই সংক্ষিপ্তসার বিবৃত হইতেছে।

হাফ্-আখ্ড়ায়ের কথা লিখিতে গেলেই ফুল্-আখ্ড়ায়ের প্রসঙ্গ উঠে। যেহেতু পূর্ণ আখ্ড়ায়ের অর্দ্ধ বলিয়াই উহার নাম হাফ্-আখ্ড়াই হইয়াছে। ফুল্-আখ্ড়ায়ের আদ্য নাম সুদ্ধ "আখ্ড়াই" ছিল, হাফ্আখ্ড়ায়ের জন্মান্তে কাজেই "ফুল্" উপাধিযুক্ত হইল।

শুনা যায়, সার্দ্ধ শতাধিক বা প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুরের ভদ্র-সন্তানগণ দ্বারাই আখ্ড়াই গানের সূত্র হয়। কিন্তু সে আখ্ড়াইতে আর নিধুবাবুর সময়ের আখ্ড়াইতে নিতান্তই আকাশ পাতাল প্রভেদ। তাঁহারা যৎসামান্য টপ্পার সুরে জঘন্য অশ্লীল ভাষায় গাইতেন, আর নিধু-বাবুর সময়ে কি সুর, কি গান, সকলই চমৎকার—অতি চমৎকার!

শান্তিপুরের দেখাদেখি চুঁচুড়া ও পরে কলিকাতায় আখ্ড়াই-সংগ্রাম

প্রচলিত হইয়া উঠে—সকল বৰ্দ্ধিষ্ণু ভবনেই ইহা প্রায় হইত। কিন্তু সে সব পেসাদারি দল। মহারাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপুত্র মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের সময়ে রাজধানীতে এতদামোদের অত্যন্ত প্রাবল্য হয়। প্রথমোক্ত মহারাজার নিকট সঙ্গীত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কুলুইচন্দ্র সেন নামা জনৈক বৈদ্য থাকিতেন। এই মহাশয় আখ্‌ড়াই গানের এত শ্রীবৃদ্ধি ও নূতন সৃষ্টি করেন, যে তাঁহাকেই এক প্রকার ইহার জন্মদাতা বলিলেও বলা যায়। শুদ্ধ নানা প্রকার রাগরাগিণীযুক্ত সুর বলিয়া নয়, নূতন নূতন বাদ্যের বিকাশও তাঁহা হইতে হয়।

বঙ্গের সরিমিয়া মহাত্মা রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) তাঁহার নিকট ভাগিনেয় ছিলেন। বোধ হয়, মাতুলের নিকট শিক্ষা, উৎসাহ ও দৃষ্টান্ত পাওয়াতেই নিধুবাবু টপ্পার ন্যায় এই সঙ্গীতাংশেও মন প্রাণ ঢালিয়া দেন। নিধুবাবু ইহাকে যেরূপ সুমাৰ্জ্জিত, সুবৰ্দ্ধিত ও সুপ্রণালী-বদ্ধ করিয়া তুলেন, এমন আর—কি পূর্ব্বে কি পরে—কেহই পারেন নাই। তাঁহারই উদ্যোগে ১২১১ বঙ্গাব্দে প্রথম দুইটী সংশোধিত প্রণালীর সখের দলের সৃষ্টি হয়। এক পক্ষে বাগবাজার ও সভাবাজার, অপর পক্ষে পাথুরিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানের ধনী ও গৃহস্থ ভদ্রগণ। তুমুল ব্যাপার—সেরূপ জিগীষা-প্রণোদিত হুলুস্থূলু কাণ্ড ও ঘোর ঘটার আভাস এখনকার লোকের মনে ধারণা হওয়াই ভার। এক কথায়, সহর তোলপাড়! ক্রমে সকল ধনীপুরেই এই আমোদের অনুষ্ঠান হইল এবং অনেক ধনশালী প্রভৃতিরা আপনারা দলও করিলেন। শুনা যায়, অধিকাংশ স্থলেই বাগবাজারের জয় হইত। ইহা বিচিত্র নহে, যেহেতু যে পক্ষে মহা-প্রতিভাশালী কোকিলকণ্ঠ নিধুবাবু সুরদাতা, নিয়ন্তা ও শিক্ষয়িতা এবং যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য মহা-প্রতিভাশালী কোকিলকণ্ঠ মোহনচাঁদ বাবু প্রধান গায়ক, সে পক্ষের জয়ের কথা বলাই বাহুল্য—তবে গান বাজনা নাকি কিয়দংশে হাওয়ার কর্ম্ম, এই জন্যই যদি কখনো কিছু পরাজয় ঘটিত!

আখ্‌ড়াই সংগ্রামে উত্তর প্রত্যুত্তর ছিল না—যাহার ভাল সুর, ভাল গাহনা, ভাল বাজনা, তাহারই নিশান-লাভ ঘটিত। আ মরি! সে সুরই বা কি! সে বাদ্যই বা কি! সে গান ও গাহনাই বা কি! গুটীকতক শব্দমাত্রে

গান রচিত হইত, কিন্তু সেই অত্যল্প বাক্যের মধ্যে রাগরাগিণীর অদ্ভুত খেলা—প্রতি বাক্যে ভাঁজে ভাঁজে উত্থান, পতন, মধুবর্ষণ! যাহার কর্ণ-বিবরে তাহা একবার প্রবেশ করিয়াছে, সে কি আমরণ আর ভুলিতে পারে? আমি যদিও আসরে শুনি নাই—হয় তো তখন জন্মি নাই, কি হয় তো তখন দুগ্ধপোষ্য বালক—কিন্তু অভিজ্ঞ গায়কগণের মুখে উহার গান যাহা শুনিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট! ভাল ভাল বহু গায়ক এক বৎসর ধরিয়া নিয়ত আখ্‌ড়া দিয়া শিখিতেন, তবে আসরে নামিতেন—তাহাও দুই তিন বার গুপ্ত পরীক্ষার পর।

বাদ্যের কথাই বা কি বলিব—তেমন ঢোল-বেহালা-বাদক আর নাই—আর হইবেও না। যদি বাহুল্যের ভয় না থাকিত, তবে সবিস্তার পরিচয় দিয়া সন্তৃপ্ত হইতাম। যদি কেহ সবিশেষ জানিতে চাহেন, তবে যেন ঈশ্বর বাবু লিখিত ৺ রামনিধি গুপ্তের জীবন চরিত পাঠ করেন। উত্তর-পশ্চিম মুলুকের বড় বড় গায়ক বাদকেরা (গোলাম্ আব্বাস পর্য্যন্ত) শুনিয়া অবাক্ হইতেন—বাঙ্গালীর গুণপনায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া মর্ম্মোদ্ভেদের অসামর্থ্য স্বীকার করিতেন।

প্রত্যেক দলের একটী ভবানী-বিষয়, একটী খেঁউড়, একটী প্রভাতী এবং মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব সাজ-বাদ্যেই রাত্রি কাটিয়া প্রচুর বেলা হইয়া পড়িত। ঢোল, তানপুরা, বেহালা, মন্দিরা, মোচঙ্গ, খরতাল, সিটি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ছিল। তদ্বাদে জলতরঙ্গ, সপ্তস্বরা, বীণা, বেণু, সেতারাদি এবং চুঁচুড়ার দলে হাঁড়ি কলসী পর্য্যন্ত বাজিত। হাফ্ আখ্‌ড়াইতেও শেষোক্ত বাদ্য বাদে আর সমস্তই প্রায় ব্যবহৃত হয়।

আখ্‌ড়াই তো এইরূপ ছিল; এক্ষণে হাফ্‌আখ্‌ড়াই কি সূত্রে জন্মিল, তাহা বলিব।

নিধুবাবু প্রাচীন হইয়া পড়িলেন এবং অন্যান্য প্রধান উদ্যোগী অনুরাগী-গণকে মৃত্যু অপসারিত করিল; ইহাতেই বোধ হয় বহু কৃচ্ছ্র সাধ্য আখ্‌ড়াই আমোদ বন্ধ হইয়া গেল। পূর্ব্ব হইতেই দাঁড়া-কবির প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন আরো হইল—মোহনচাঁদ বাবুর যোগ ও সুর পাইয়া আরো উন্নত হইল। এইরূপ চলে, একদা কোনো ধনশালী মল্লিক বাবুদের ভবনে (নাম ভুলি-

য়াছি) বাগবাজারের সহিত যোড়াসাঁকোর কবি-যুদ্ধ হয়। মোহনচাঁদ বাবু নিজে যান নাই, কিন্তু নিজের (বাগবাজারের) দলকে অতি পরিপাটিরূপে প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছেন। বাগবাজারের সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ জয় হইল—মোহনচাঁদ বাবুর মধু-ম্রক্ষিত সুরের প্রশংসায় আসরে ধন্য ধন্য রব উঠিল।

সংগ্রাম শেষে যৎকালে সহস্র লোকের মুখে মুখে প্রতিষ্ঠা-বাদের কোলাহল চলিতেছে, তৎকালে বাগবাজার দলের জনৈক কর্ত্তা ব্যক্তি, যিনি দলের প্রধানোদ্যোগী, ধনী এবং সম্পর্কে মোহনচাঁদ বাবুর খুড়া, তিনি প্রশংসার স্রোতে উদ্বেলিত হইয়া মহোৎসাহের বেগে সেই প্রকাশ্য সভাস্থলে সগৌরবে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন. "বাপ্ সকল ! আ'জ্ এ বা কি শুন্‌লেন্—এই বার যা শোনাবো, তা কখনো শোনেন নি—সে এক অদ্ভুত নূতন জিনিষ !" সকলে বলিল "কি ? কি ?" তিনি উত্তর দিলেন, "তা এখন ব'ল্‌বো না—বাদী পক্ষ শুনিয়া ফেলিবেন—ঘরে যাই আগে, বাবাজীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কিসে কি প্রণালীতে যুদ্ধ হবে, পরে তাঁদের ব'লে পাঠাব।" সভা ভাঙ্গিল—সকলেই মহা আশায় আশান্বিত হইয়া তৃষিত চাতকবৎ সেই নূতনের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

মোহনচাঁদ বাবু সে দিন কিছু অসুস্থ, এজন্য সকাল সকাল আহার করিয়া স্বীয় অন্তঃপুরে শয়নে ছিলেন। খুড়া মহাশয় সেই ফেরত-সজ্জায় অন্দরে গিয়া "বাবা কৈ—বাবা কৈ রে ?" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। মোহনচাঁদ বাবু ত্রস্ত আসিলে সম্পূর্ণ জয়ের সংবাদ সহিত নিজের বড়াই করা প্রভৃতি তাবৎ শুনাইলেন। মোহনচাঁদ শুনিয়া অবাক্—ভয়ার্ত্ত ও চিন্তিতের ন্যায় কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, "আপনি কি করিয়াছেন—হঠাৎ এমন প্রতিজ্ঞা কেন করিয়া আইলেন ? অদ্ভুত নূতন কি হইতে পারে ? না ভাবিয়া চিন্তিয়া একি করিয়া ফেলিলেন ?" খুড়া বলিলেন "বাবা ! অত শত জানিনে—ব'লে তো এয়েছি, এখন মান রাখ—যা ভাল হয় কর—মা সরস্বতী যখন কণ্ঠে ব'সে বলিয়েছেন, তখন সেই মাই তোমাকে পথ দেখাবেন, তাতে ভুল নেই ! আমি খেয়ে দেয়ে আ'স্‌ছি, তুমি প্রস্তুত থাকো, আ'জ্‌ই তোমাকে বাগানে নে যাব—যতক্ষণ কোনো পন্থা বা'র্ ক'র্ত্তে না পার, ততক্ষণ বাড়ী আ'স্‌তে পাবে না !"

খুড়া এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। মোহনচাঁদ বাবু গালে হাত দিয়া

বসিলেন। কথামত কার্য্য হইল—কয় ঘণ্টা পরেই ভাইপোকে লইয়া খুড়া বাগান-যাত্রা করিলেন। সে দিন আর প্রত্যাগমন ঘটিল না—যতক্ষণ না উপায় হইল, ততক্ষণ ছাড়া ছাড়ি নাই! সেই রাত্রে বা তৎপরবর্ত্তী রাত্রে, (ঠিক্ মনে নাই) যখন সকলে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, কেবল মোহনচাঁদ জাগ্রত—সরোবরতীরে উপবিষ্ট—তখনই উপায় উদ্ভাবিত হইল! বোধ হয় এইরূপ মানসিক গতি-ক্রিয়াতে হইয়া থাকিবে যে, "আখ্ড়াই এখন হওয়া ভার, বিশেষ তাহা তো পুরাতন—একটা নূতন কিছু চাই—তবে কেন আখ্ড়ায়ের অনুকরণে হাফ্আখ্ড়াই করি না? রাগ রাগিণীর অত নৈপুণ্যময় খেলা ও অত ভাঁজ ছাড়িয়া দিই, অথচ তাহাদের সরল সুপ্রকাশও রাখা যাউক—অথচ দাঁড়া-কবি হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হউক—অথচ তাহার ন্যায় ইহাতে উত্তর প্রত্যুত্তর চলুক! ইত্যাদি।"

তাহাই হইল—আনন্দের সীমা নাই—বিশেষ খুড়া মহাশয়ের! ক্রমে সুর হইল; ক্রমে আখ্ড়া বসিল; ক্রমে বাদীদলকে জানানো হইল যে "ঢোল তানপূরাদি লইয়া বসিয়া উত্তর প্রত্যুত্তরের সহিত সংগ্রাম হইবে।"

ইতিপূর্ব্বে যোড়াসাঁকোর বাবু রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় এবং পাথুরিয়াঘাটার বাবু রামলোচন বশাক দুই একবার বসিয়া কবি-যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপ্রযুক্ত কেহ কেহ ভ্রম ক্রমে বলিতেন, মোহনচাঁদের পূর্ব্বেও হাফ্-আখ্ড়াই এক প্রকার হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা কথাই নহে—তাঁহারা পেসাদারি কবি-সুরে গাইয়াছিলেন—কবি গাওয়াই তাঁহাদের অভিপ্রায়—হাফ্-আখ্ড়ায়ের ভাবাভাস মাত্রও তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পশ্চাতের বর্ণনাতেই পাওয়া যাইতেছে।

বাগবাজার ও যোড়াসাঁকো, উভয় দলেরই আখড়া বসিল; কিন্তু বাগবাজারের আখড়া, আপনাদের বহুবিস্তৃত পাড়ার মধ্যে এমন গুপ্ত স্থানে বসিল যে, চতুর্দ্দিগে যতদূর পর্য্যন্ত গানের আওয়াজ যাওয়া সম্ভব, ততদূর এবং তদধিক সীমা-স্থান পর্য্যন্তও আপনাদের বিশ্বাসী লোক ব্যতীত, ঘরের কথা প্রকাশ করে, এমন এক ব্যক্তিরও বাস ছিল না অথবা পাড়ার কর্ত্তারা তেমন কাহাকেও থাকিতে দিলেন না। একে তো পল্লী মধ্যে কোনো চৌড়া সদর রাস্তা ছিল না, তাহাতে তৎকালে চৌচাপটে বিশাল বসুবংশ প্রভৃতি

অধিবাসীগণের মধ্যে বিশেষ ঐক্য-ভাব থাকাতে তাঁহারা পাড়ার মধ্যে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন। সুতরাং ভাড়াটিয়া কিম্বা যাহার উপর কিছু মাত্র সন্দেহ জন্মিতে পারে, এমন লোক মাত্রকেই উঠাইয়া দেওয়া হইল এবং গলি সকলের মোড় ও অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে শক্ত (ভদ্র) পাহারা বসিল—আখ্‌ড়ার পল্লী অথবা কেল্লার মধ্যে বিনা অনুমতিতে পক্ষীটীরও প্রবেশাধিকার রহিল না!

ওদিগে যোড়াসাঁকোর দলাধ্যক্ষ মহাশয়েরা "বাগবাজারে কি কাণ্ড হইতেছে" জানিবার নিমিত্ত মহা ব্যাকুল হইয়া গুপ্তচর পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু চরের সাধ্য কি, নিকটস্থ হয়! ক্রমশঃ বহুবার বিফলযত্ন হওনের পর বহুবাজার-বাসী জনৈক ভদ্র যুবককে তাঁহারা হস্তগত করিলেন। ঐ ব্যক্তির মাতুলালয় বাগবাজারের আখ্‌ড়া-বাড়ীর সন্নিহিত। যুবা সন্ধ্যার সময় মামার বাড়ী গিয়া উপস্থিত; মাতুলাদির সহিত আলাপের পর বাটীর মধ্যে মাতামহীর নিকট গিয়া জলযোগ ও কথোপকথনে কালহরণ করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে মাতুলাদি সন্দিগ্ধ ও ভীত হইয়া পাড়ার কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দিলেন; কর্ত্তারা আসিয়া সৌজন্য সহকারে ভাগিনেয় বাবুকে বাটীর বাহিরে আনিয়া স্বভবনে (বহুবাজারে) ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন; যুবক অসুখের ভানে সে রাত্রি মামার বাড়ী থাকিবার ইচ্ছা এবং তাহার প্রতি সন্দেহ করা অনুচিত, ইত্যাদি ভাব জানাইয়া ক্রমে অভিমান ও ক্রোধ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে লাগিলেন—মাতুলকে সম্বোধনপূর্ব্বক "আ'জ্ যদি আমায় তাড়াইয়া দেও, আপনাদের সঙ্গে এই পর্য্যন্ত" এ কথাও জানাইলেন এবং তাঁহার মাতামহী শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে রাখিবার জন্য বিস্তর অনুনয় বিনয় ও কোপ-প্রকাশ করিলেন। তথাপি কিছুতেই কিছু হইল না—তাঁহার মাতুল বলিলেন "বাবা! তোমার হঠাৎ অসুখ হইয়া থাকে তো চল, গাড়ি করিয়া আমি তোমাকে তোমার বাড়ী রাখিয়া আসি!" যুবক রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন!

সখের গাহনার এমন একটা রীতি আছে, যে গাহনার পূর্ব্বে দলের কর্ত্তাপক্ষ অপর দলের আখ্‌ড়ায় গিয়া সৌজন্য, আত্মীয়তা ও লৌকিকতা প্রদর্শনের সহিত অধীত সুরাদি শুনিয়া আইসেন। যোড়াসাঁকোর দলা-

ধ্যক্ষগণ সেই উপলক্ষ করিয়া বাগবাজারের দলের ব্যাপার সমস্ত দেখিতে শুনিতে আইলেন। কিন্তু বাগবাজারে পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা হইয়া আছে! অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতেই ধার্য্য ছিল, ঐরূপ সময়ে পূর্ব্বকার একখান দাঁড়া-কবির সুর বেতালে বেসুরে ও চ্যাঁ ভ্যাঁ প্রণালীতে গাইয়া শুনাইয়া দিবেন! তাহাই হইল—যোড়াসাঁকোরা ফিরিয়া গিয়া এই বলিয়া দম্ভ করিতে লাগিলেন "এই নূতন অদ্ভুত কাণ্ড—কোনো চিন্তা নাই—ছাই আর ভস্ম!—বরং আমাদের দল তার চেয়ে মিলশুদ্ধ গায়, ইত্যাদি।" এদিগে বাগবাজারের "খুড়া মহাশয়" প্রভৃতি ঐরূপে প্রতিপক্ষীয়গণকে বঞ্চনা করিয়া গাল টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন!

গাহনার দিন আসিল—সঙ্গীত-সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বাগবাজারের আসর—প্রথমে তাঁহাদিগকেই গাইতে হইল। সারদা-বিষয় উভয় পক্ষে এক রকম তো হইয়া গেল। সখীসম্বাদের সময় সাজ বাজনার পর স্বয়ং মোহনচাঁদ-প্রমুখ বাগবাজারের দল যেই মাত্র চিতানের প্রথম চরণ গাইয়া ছাড়িয়া দিল, অমনি বাহবার চোটে বোধ হইল বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়ে! ক্রমে পর-চিতেন, ফুকা, ডবল্ ফুকা (এই ডবল ফুকা কবিগানের মধ্যে পূর্ব্বে মোটে ছিল না) মেল্‌তা, মহড়া ইত্যাদি পর পর যত গাওয়া হইতে লাগিল, ততই অভূতপূর্ব্ব গগণস্পর্শী প্রশংসার ধ্বনি পুনঃপুনঃ উত্থিত হইল! তখনকার ভাব বর্ণনে লেখনী সম্যগ্ অসমর্থ—সকলেই বিস্মিত, পুলকিত এবং অনুরাগে উত্তেজিত। প্রতি পক্ষীয় দল এককালে হতজ্ঞান; তাঁহারা আসরে নামিতেই আর অসম্মত! সেই মূর্ত্তিমান রাগ-পূরিত চমৎকার সুর ও অপূর্ব্ব গাহনার পর তদ্বিরুদ্ধে আপনাদের অতি নিকৃষ্ট দাঁড়া কবির সুর লইয়া কোন্ মুখেই বা নামেন!

কিন্তু না নামিলেও সভামধ্যে লজ্জা অসীম;—বাগবাজারের দল উঠিয়া গেল, আসর শূন্য রহিল, কেহই নামে না, মহা গণ্ডগোল বাঁধিল। চতুর্দ্দিগ্ হইতে শ্লেষাত্মক বাহবা—টিট্‌কারীর বাহবা পড়িতে লাগিল! সহরের বড় বড় লোক আমোদ ভঙ্গ ভয়ে অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া যোড়াসাঁকোর দলকে আসরে নামাইলেন। তাঁহারা ভগ্ন-হৃদয়ে যাহা গাইলেন, তাহাতে এবং সে আসরে দাঁড়াকবির সুরে যাহা হওয়া সম্ভব, পাঠক মহাশয়েরা বুঝিতেই

পারিতেছেন—লিপি বাহুল্য ভয়ে অধিক লিখিলাম না। কেবল, তদ্দিনের ঐ গাহনার বর্ণনায় ঈশ্বর বাবু প্রভাকর পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহা এই ;—

"মোহনচাঁদ আখ্ড়াই ভাঙ্গিয়া হাফ্-আখ্ড়ায়ের নূতন ধরণের সুর করিয়া যৎকালে বড়বাজারস্থ বাবু রামসেবক মল্লিক মহাশয়ের ভবনে শীত কালে এক শনিবারের রাত্রিতে গাহনা করিলেন, বোধ হয় তৎকালে প্রশংসার শব্দে বাটীর থাম পর্য্যন্ত কাঁপিয়াছিল, সেবারে যোড়াসাঁকো ও পাতুরেঘাটার সংযোজিত মহাশয়েরা সৎপূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পরে সেই দৃষ্টান্তানুসারে সুর প্রস্তুত করণে শিক্ষিত হইলেন, তথাপি তাঁহারা অদ্যাবধি তদ্বৎ উৎকৃষ্টরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।"

তবু মোহনচাঁদ বাবু প্রথম প্রথম হাফ্-আখ্ড়ায়ের যে সুর করিয়াছিলেন, তাহা তত ভাল হয় নাই—ক্রমে তাহার এত উৎকর্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, তাহার তুল্য নাই, মূল্য নাই—কিন্তু তথাপি সেই আদ্যাবস্থার সুরেই ঐরূপ মনোমোহন করিয়াছিল! তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার কৃত সুর মাত্রেই কেমন যে একটা মধুরতা, তাহা আর কাহারো সুরেই নাই।

সে যাহাহউক, এইরূপে তো হাফ্-আখ্ড়ায়ের সৃষ্টিতে সর্ব্ব-মনোরঞ্জন হইল—দেশ বিদেশে মহা ঘোষণাও তো ধাবমান হইল—মোহনচাঁদ বাবুও তো দেব সদৃশ পূজ্য ও আদরণীয় হইয়া উঠিলেন, কিন্তু নিখুঁত সুখ কাহারো ভাগ্যে ঘটে না—মোহনচাঁদ গুরুর কোপে পড়িলেন,—নিধু বাবু হাফ্-আখ্ড়াইয়ের সংবাদ শুনিয়া মহা কুপিত হইলেন। তিনি বলিলেন "কি! আমার এত সাধের—এত অসীম বিদ্যাবত্তার পদার্থ যে 'আখ্ড়াই', তাহাকে ঐ মূর্খটা কি না ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কবির গানে দাঁড় করাইল—অমূল্য নিধি লইয়া বানরের গলায় পরাইল—এমন আখ্ড়াইকে কি না 'ফুল্' ও 'হাফ্' করিয়া তুলিল!" ফলতঃ নিধু বাবু দাঁড়া কবির উপর বড়ই চটা ছিলেন।

শিষ্য এই কথা শুনিয়া অতি দীন ও কুণ্ঠিত ভাবে গিয়া গুরুর পদতলে পড়িলেন। প্রথমে তো গুরুজী কথাই কহেন না, শেষে অনেক অনুনয় বিনয় সহকারে শিষ্য এই বলিয়া তাঁহার ক্রোধশান্তি করিলেন যে "আগে দয়া করিয়া হাফ্-আখ্ড়াই জিনিষটা কি, তাহা স্বকর্ণে শুনুন, তবে বিরূপ

হইতে হয় হইবেন।" বাবু বলিলেন (তৎকালে তাঁহাকে কেহই নিধু বাবু বলিত না—শুদ্ধ বাবুই বলিত—বাবুর বাড়ী, বাবুর সুর, বাবুর টপ্‌পা, ইত্যাদি।) বাবু বলিলেন "আচ্ছা, গাও।" মোহনচাঁদ উত্তর দিলেন "আজ্ঞা, তা হবে না, আমি একা গাইব না, আপনি ভাবিবেন, ছোঁড়া মিহি ক'রে মিষ্ট সুরে গেয়ে ভুলালে—তা হবে না—যেমন দলশুদ্ধ আসরে গাই, সেই পূরাদলে মায় বাদ্যের পূরা সঙ্গত আপনার বৈঠকখানায় আসিয়া গাইব।" পূরাদলেই শুনানো হইল। আদ্যন্ত অত্যন্ত অভিনিবেশে শুনিয়া তেহারাণ সমাপ্ত হইতে না হইতে বাবু পরমাগ্রহে সবাষ্পনয়নে উঠিয়া মোহনচাঁদকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে বার বার হৃদয়ে লইয়া এবং পুনঃ পুনঃ শিরশ্চুম্বনাদি দ্বারা সন্তোষ জ্ঞাপন পূর্ব্বক অবশেষে আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ সহিত হাফ্ আখ্‌ড়াই প্রচলনের নিমিত্ত অকপটে অনুমতি দান করিলেন। তদনুসারে মোহনচাঁদ বাবু পূর্ব্ব কথিতানুরূপ হাফ্-আখ্‌ড়ায়ের অশেষবিধ শ্রীবৃদ্ধি করিয়া তুলিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় এই রাজধানীতে এই সঙ্গীত-সংগ্রামের চূড়ান্ত আমোদ হইয়া গিয়াছে—বহু বহু পল্লীতে অতি প্রসিদ্ধ দল সকল ছিল এবং নামজাদা বড় বড় দোহার ও বাদকগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কত ধনকুবের ইহার দল প্রস্তুত করণে পরস্পরের টক্করা টক্করিতে বিপুল অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেন। কিন্তু প্রায় সকলেই মোহনচাঁদ বাবুকে গুরু বলিয়া মান্য করিতেন।

কিন্তু হায়! জগতের সকল বিষয়েরই উত্থান, বৃদ্ধি ও পতন আছে! তদনুসারে এক্ষণে ইহার পতনাবস্থা—কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কাহারো কাহারো বিশেষ যত্নে ইহার স্থবিরাবস্থার আমোদও দেখা যাইত, ক্রমে ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজানুকরণ প্রভৃতি নানা কারণে রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া হাফ্-আখ্‌ড়ায়ের অন্তিম দশা যে উপস্থিত, তাহা এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

সূচি পত্র।

(সর্ব্বশুদ্ধ গানের মোট সংখ্যা ৬৩৪ এবং ছড়া ১৪টী)

মনোমোহন-গীতাবলী।

প্রথম স্তবক।

ঈশ্বর-বিষয়ক।

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ। তাল জলদ তেতালা।

[তরুণ বয়সে ভ্রমণকালে রচিত]

আমি যথা তথা যাই, বিভু, তব গুণ গাই।
দেখিয়ে তোমার* ভব, নয়ন জুড়াই॥
কি স্বদেশে কি সুদূরে, একস্থানে কিম্বা ঘুরে,
নিরখি যা তব পুরে, বিচিত্র সব্ তাই! ১॥

ভীষণ ভূধর রাজ্য, ভীষণ জলধি কার্য্য,
তবু তায়্ হেরি আশ্চর্য্য, মাধুর্য্য সদাই! ২॥

তরুহীন্ মরু ভীষণ, তরুময়্ বন তেমন,
চারু ভাব্ তবু কেমন, সে ভীষণে পাই! ৩॥

নদ নদী হ্রদ দরী, একতানে প্রাণ ভরি,
তব মহিমা মাধুরী, গাইছে সবাই! ৪॥

---

* স্পষ্ট ্ হসন্ত চিহ্ন ভিন্ন এই প্রকারের যত শব্দ (এই পুস্তকের সর্ব্বত্রই) অজন্ত উচ্চারণে গাইতে ও পড়িতে হইবে।

বিহঙ্গ পতঙ্গ গান, সর্ব্বত্র সুধা সমান,
জুড়াতে পথিক প্রাণ, তুল্য তার নাই! ৫॥

এ বিভব, ভবধব! মানব তরে কি সব?
ভাবিয়া এ দয়া তব, আপনা হারাই! ৬॥

এই ক'রো ভব ঘুরে, নাহি হই ভব-ঘুরে,
নিত্য-চিন্তামণি-পুরে, যেতে যেন পাই! ৭॥

রাগিণী কেদারা। তাল ঢিমা তেতালা।

"সংসার অসার" বাণী, শুনি নাথ! যথা তথা।
কিন্তু এ সংসার, পিতঃ! তোমারি নিয়মে পাতা।
এ দেহে এ মায়া মোহ, কে দিলে প্রণয় স্নেহ?
যা হ'তে মানব-গেহ, এ মধুর ভাবে গাঁথা! ১।

অনিত্য সংসার সত্য; কিন্তু যে বুঝে মাহাত্ম্য,
না হ'য়ে তাহে উন্মত্ত, সারার্থ সাধে সর্ব্বথা! ২।

মায়াতে সে ছায়া মত— রত অথচ বিরত—
সংযত হৃদে সতত, পোষে দারা সুত সুতা! ৩।

দেহ নাথ! দাসে বল, ধর্ম্মে না হ'য়ে বিকল,
গার্হস্থ্য পালি বিমল, না ভুলি পরম পিতা! ৪।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল জলদ তেতালা।

বড়ই সৌভাগ্য মানি, আমারে ক'রেছ দীন—
রূপ-হীন, গুণ-হীন, সামর্থ্য-অর্থ-বিহীন!

দিতে যদি রত্ন ধন, মোহে মত্ত হ'তো মন,
ভুলিত তোমার ধ্যান, হ'য়ে গর্ব্বের অধীন! ১।

অথচ ক'রেছ ধন্য, নহি নিতান্ত নিরন্ন,
তা হ'লে জীবিকা জন্য, ব্যস্ত হ'য়ে যেতো দিন! ২।

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ। তাল চৌতাল।*

ভাব নিত্য নিরঞ্জন, সত্যরূপী সনাতন।
অরূপ অনুপ স্বস্বরূপ, নিখিল অখিল কারণ॥
অব্যয় অক্ষয় অভ্রান্ত, অজরামর অশ্রান্ত,
অনাদি পূর্ণ অনন্ত, পরমাত্মা পুরঞ্জন॥ ১॥

মানস-কমল-দলে, পবিত্র ভকতি জলে,
অপদ-শ্রীপদ-তলে, কররে অর্পণ।
প্রণয়-পীযূষ-পূরিত, সধর্ম্ম সাধু চরিত,
উদ্দেশে কর অর্পিত, মঙ্গল হবে সাধন॥ ২॥

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ। তাল চৌতাল। †

ত্বংহি আদি কারণ, সর্ব্বসাক্ষী সনাতন, রূপহীন,
নিত্য, নিরাময়, জগজ্জীবন, নিরঞ্জন!
সদা শিব সদানন্দ-রূপ; মহা-ব্যোম-বপু, অনুপ;
সৃজন পালন লয়—ত্রিগুণ—ত্রিনয়ন;
ব্যাপ্তি নামে ভুজ অনন্ত, সুশোভন!১॥

---

* প্রণয় পরীক্ষা নাটকের মঙ্গলাচরণ গীত।

† সতী নাটকের ঐ ঐ।

সর্ব্ব জীবে সম-দরশন, পাপি-হৃদয়-তাপ-হরণ!
শান্তি-শিরসি-জটাস্থিত করুণা-গঙ্গা ধারণ!
জপ-তপ-ধ্যান-জ্ঞানাতীত; গুপ্ত-ভাব-ফণি বেষ্টিত;
মহিমা বিষাণ বিশ্বে বাদিত, নিনাদিত;
নাস্তিকতা মোহ গরল বিনাশন! ২॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল ঠুংরি।

ওহে অন্তর্যামি! মনঃ প্রাণেশ্বর!
বাক্যে কি কহিব নাথ! জান তো মম অন্তর!
সদা তুমি চিত-গামী, তবে কেন মিছা আমি,
অন্তরের প্রতিরূপ শব্দেতে করি নির্ভর? ১॥

দেখহে হৃদয় খুলি— স্তরে স্তরে ভাব তুলি—
থাকে দোষ, ত্যজি রোষ, নিজ গুণে ক্ষমা কর! ২॥

মনের বাসনা যাহা, যদি ভাল বুঝ তাহা,
ইচ্ছা হয়্ পূরাও পিতঃ! নতুবা তাহে সংহর! ৩॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

সুখেতে, দুখেতে, তুমি সখা।
ডাকিতে না জানি তোরে, আপ্‌নি এসে, (নিজ গুণে)
আপ্‌নি এসে দে মা দেখা!

কিসে ভাল কিসে মন্দ, সন্দ ক্রমে লাগে ধন্দ,
মনে প্রাণে সদাই দ্বন্দ্ব, খুলে দে মা, (দয়া ক'রে)
ভেঙে দে মোর্ হৃদের্ ধোকা! ১॥

দর্শন্ শাস্ত্রে কি ছাই লেখে, প্রচারক্ সব্ মিছে বকে,
তর্কের্ কাজ নয়্ ধ'র্ত্তে তোকে, হৃদয়্ নৈলে (ও সরল্)
হৃদয়্ নৈলে কেবল্ ঠকা! ২ ॥

দ্বিতীয় স্তবক।

হাফ্ আখ্ড়াই।

কলিকাতাস্থ হোগলকুঁড়িয়া পল্লীতে ৺ শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের ভবনে সন ১২৭৪ সালের শ্রীশ্রীপঞ্চমী পূজার রজনীতে হাফ্ আখ্ড়াই সঙ্গীত সংগ্রাম হয়। এক পক্ষে কাঁশারী পাড়ার ও অপর পক্ষে শ্যাম্‌পুকুরের সৌখিন দল। মনোমোহন বাবু প্রথমোক্ত দলের জন্য নিম্নলিখিত গান কয়টী রচনা করিয়াছিলেন।

এস্থলে বলা উচিত, উক্ত সংগ্রামে কাঁশারী পাড়ার সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ জয় হইয়াছিল—যেমন গান, তেমনি গাহনা, উভয়ই চমৎকার। হাফ্ আখ্ড়াই সংগ্রামে এমন সুন্দর গাহনা ইদানীন্তন আর কুত্রাপি হয় নাই। অধিক কি, একথা প্রতিপক্ষীয় শ্যামপুকুরের দল আপনারাই স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রতিপক্ষীয় সম্প্রদায় নানা কারণে তাড়াতাড়ি করিয়া ২।৪ দিন থাকিতে দলবদ্ধ হয়েন, এজন্য যথোপযুক্তরূপে শিক্ষিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা বলিয়াই নয়, ফলিতার্থ কাঁশারী পাড়ার দল সে রাত্রে যেরূপ গাহিয়াছিলেন, এমন গলার মিল-শুদ্ধ, সুমিষ্ট, সুস্পষ্ট, উৎকৃষ্ট গাহনা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আর কোনো দলে কখনই শ্রুত হয় নাই—তাঁহারা নিজেও আর কখনো তেমনটী পারেন নাই।

১ম সখীসম্বাদ।

মহড়া।*

দোহাই মহারাজ্, অবিচার্ ক'রো না।
কেন পরের্ ধন্ হ'রে অক্রূর্ দিলে না ?
শ্যাম্! রাজাধিরাজা নাম্, শুনেছি গুণধাম্,
স্বচক্ষে দেখিব আ'জ্ ;
তোমার্ এ রাজ্যে দস্যু ভয়্, উচিত্ তার্ দণ্ড হয়্,
কি দণ্ড দিবে হে তায়্ বলনা ?

(খা'দ্)

আম্‌রা এসেছি আশ্বাসে, পূরাও মনেরি বাসনা॥

(ফুকা)

সুর-মনোলোভা, এই রাজ্‌সভা চমৎকার্।
তুমি নরপতি, ধর্ম্ম অবতার্! মহারাজ্ হে!
দুষ্ট দুর্জ্জন দমনে, শিষ্টের পালনে,
নিলে মথুরার্ সিংহাসনে রাজ্যভার্॥

(ডবল্ ফুকা)

দেখিব মাধব আ'জ্, কেমন বিচার্ ; ওহে মহারাজ্!
মনোচোরে ক'রে চুরি, যে এনেছে মধুপুরী,
শ্যাম্ হে! সে চোর র'য়েছে হরি, সভাতে তোমার্!

(মেল্‌তা)

কলঙ্ক নামে যেন রেখো না!

চিতেন।

ব্রজেতে বসতি করি, আম্‌রা সঙ্গিনী শ্রীরাধার্।
চিন্তে পার কি চিন্তামণি ? শঙ্কা করি—এখন্ ভূপতি মথুরার্॥

---

* গাইবার সময় অগ্রে চিতেন গাইয়া পরে মহড়া গাইতে হয়—পাঠকালেও সেই রীতি অবলম্বন করা আবশ্যক। কিন্তু লিপিবার কালে প্রথমে মহড়া পরে চিতেন লিপিবদ্ধ করাই চির-প্রথা, এই জন্যই তাহা করিলাম।

(ফুকা)

শুন গুণমণি, রাজনন্দিনী, ব্রজেতে ;
তোমার্ আসার্ আশে, আছে প্রাণেতে। শ্যামরায়্ হে!
প'ড়ে বিরহ বিপদে, শরণ্যে* শ্রীপদে,
দুখের্ কথা, শ্যাম্, এলেম্ তোমায়্ জানাতে॥

(ডঃ ফুকা)

বিচ্ছেদ তরঙ্গে রাই ভাসে অনিবার্—বিনা কর্ণধার্!
নাবিক দিয়েছে ভঙ্গ, কুটিল কাল ত্রিভঙ্গ, শ্যাম্ হে!
তুফানে ফেলিয়ে এলো যমুনারি পার্!

(মেলতা)

কি হবে—কে জুড়াবে যাতনা ?

ঐ গানের উত্তরে প্রতিপক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে যে গানটী গাওয়া হয়, তাহার ভাবার্থ এইরূপ ;—

"আমি ইহার কি বিচার করিব—ব্রজে ব্রজেশ্বরী রাধা আছেন, তিনি আমার, তোমাদের, ব্রহ্মাণ্ডের, সকলেরই, বিশেষতঃ প্রেম-রাজ্যেরও ঈশ্বরী, তাঁহার নিকট গিয়া প্রার্থনা জানাও, তিনি ইহার যে বিচার করিবেন, তাহাই হইবে, ইত্যাদি।"

এই উড়ানো উত্তরের উত্তরে মনোমোহন বাবুর গান এই ;—

২য় সখীসম্বাদ।

মহড়া।

ভাল, সুবিচার্ ক'ল্লে আ'জ্ ভূপতি!
এম্নি বিচার্ কি নিত্য কর শ্রীপতি?

---

* "শরণ্য" শব্দটী "শরণাগত" শব্দের অর্থে প্রায় সকল প্রাচীন কবি মহাশয়েরাই ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্যাম্! ছিলে হে ব্রজেতে, গোধন চরাতে,
নাম্ ছিল রাখালরাজ্!
এখন্ ত্যেজে সে রাখাল্ সাজ্, হ'য়েছ মহারাজ্,
পেয়েছ রাজত্ব পদ্ সম্প্রতি!
(খা'দ্)
এসে মথুরায়্, শ্যামরায়্, বড় রাখিলে সুখ্যাতি!
(ফুকা)
ব'ল্‌বো কি আর্ হরি, এখন্ বলিতে করি ভয়;
তোমার্ সেই রাখাল্ ভাব্ আজো সমুদয়্! মহারাজ্ হে!
নৈলে ত্যেজে রাই রূপসী, দাসী হয়্ মহিষী,
দেখে কাঁদি কি হাসি, নাহি স্থির হয়্!
(ডঃ ফুকা)
কি গুণে ভুলে হে শ্যাম্, হ'লে কুবুজার্?
মরি কি বিচার্!
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনে, জানিত জগত জনে, শ্যাম্ হে,
"কুঁজী-কৃষ্ণ" নামে এখন্, হবে কি প্রচার্?
(মেল্‌তা)
সুখে রও, আম্‌রা মরি নাই ক্ষতি!

চিতেন।

ব্রজেতে ছিলে হে যখন্, ছিল রাজত্ব রাই রাজার্!
কৃষ্ণ, যে তত্ত্ব উদয়্ হ'তো বৃন্দাবনে, হ'তো তখনি সুবিচার্!
(ফুকা)
বিচ্ছেদ্ রাজা এসে, ব্রজে ক'রেছে অধিকার্;
রাধার্ সে সম্পদ কিছু নাহি আর্! মহারাজ্ হে!
হ'য়ে নিতান্ত নিরুপায়্, এসে তাই মথুরায়্,
তোমায়্ জানায়ে ছিলেম্ দুখের্ সমাচার্!

(ভঃ ফুকা)

বিচারে পণ্ডিত শ্যাম্, তুমিহে যেমন্—বুঝেছি এখন্!
অন্তর বাহির তব, সমভাব দেখি সব, শ্যাম্ হে,
সকলি বিফল হ'লো—অরণ্যে রোদন্!

(মেল্তা)

বঞ্চনা নহে কৃষ্ণ রাজ্‌নীতি!

ঐ আসরে ইলা রাজার স্ত্রীর উক্তিতে নিম্নলিখিত খেঁউড় হইয়াছিল।

১ম খেঁউড়।

মহড়া।

ওহে মহারাজ্, কাঁচুলিতে আঁটা কেন বুক্?
একি দেখি অসম্ভব, গর্ব্ভেরি লক্ষণ তব,
কৈতে লাজ্—একি কাজ্, হ'লো হে!
ছি ছি কি ব'লে আর্ দেখাও কালামুখ্!

তেহারান।

লাজে ম'রে যাই, ও প্রাণ, তোমারে দেখিয়ে!

চিতেন।

ছ মাসে দিলে হে দেখা!
ওহে মহারাজ্, নব সাজে আ'জ্, কোন্ ভাবে সখা?

(ফুকা)

কেন আচম্বিত্, অনুচিত্, বিপরীত্, ভাব্ এমন্—
মনো দুখে, রৈলে অধোমুখে, ঢেকে চাঁদ্ বদন্?
দেখে হাসি পায়, ও প্রাণ—

(মেল্‌তা)

তোমার্‌ কোমর্‌-ঘেরা ঘাগ্‌রা কি কৌতুক্‌!

উত্তরে তাঁহারা কতকগুলি অশ্লীল ইতর কথা বলেন। তদুত্তরে মনোমোহন বাবুর দ্বিতীয় গান এই ;—

২য় খেঁউড়।

মহড়া।

কি হবে উপায়্‌—ছেলে হ'লে বাবা ব'ল্‌বে কায়্‌?
পুরুষ হ'য়ে নারী হ'লে, তুদিগের্‌ ভাব্‌ জেনে নিলে!
সরমে, মরমে, মরি হায়্‌!
দিলে কুলে কালী ছি ছি ধিক্‌ তোমায়্‌!

তেহারান।

লাজে ম'রে যাই, ও প্রাণ, তোমারে দেখিয়ে!

চিতেন।

হেসে আর্‌ বাঁচিনে শুনে!
ইতর্‌ নারীর্‌ প্রায়্‌, ইতর্‌ কথায়্‌ হায়্‌, আর্‌ জ্বালাও কেনে?

(ফুকা)

মনের্‌ হরষে, অনায়াসে, ন মাসে, খাবে সাধ্‌!
রাজ্যপতি, হবেন্‌ পুত্রবতী, প্রজাদের্‌ আহ্লাদ্‌!
কাব্য মন্দ নয়্‌—ও প্রাণ—

(মেল্‌তা)

আমার্‌ পতি হ'লো সতীন্‌ একি দায়্‌!

তৃতীয় খেঁউড় গাহিবার সময় হয় নাই, কিন্তু গান বাঁধা ছিল। তাহার চিতেন মনে নাই, কেবল মহড়াটী পাওয়া গেল। তাহা এই ;—

৩য় খেঁউড়।

মহড়া।

বাঁচালে আমায়—আমার্ হ'য়ে পোয়াতি হ'লে!
আঁতুড়্ ঘরে থা'কবে তুমি, তাপ্ দিব নাগ্ আপ্‌নি আমি—
ভাব্‌না কি, ঠাকুর্‌ঝি, হবে ধাই!
ভেলা বংশ রা'খ্‌লে ইন্দু-রাজ্‌কুলে!

সন ১২৮৬ সালের ১১ই মাঘ, শনিবার।

কলিকাতা বড়বাজারের ৺ রামমোহন মল্লিক মহাশয়ের ভবনে শ্রীশ্রীপঞ্চমীর রজনীতে ভবানীপুরের ও বাগবাজারের সৌখীন দলে হাফ্‌আখ্ড়াই সঙ্গীত-সংগ্রাম হয়। ভবানীপুরের আসর, বাগবাজারের উতর।

ভবানীপুরেরা প্রথমে যে সখীসম্বাদ গান, তাহার ভাব এই, যে, কৃষ্ণ যশোদার কোলে অচেতন, সেই কালে কোনো সখী যেন কুটিলাকে বলিতেছেন "আ'ন্‌লে কৈ কুটিলে গো সে জলে? প্রাণের্ কৃষ্ণধন্ বিনে প্রাণো জ্বলে। জল দেহ গো বাঁচাই নীল কমলে। ইত্যাদি।"*

উত্তরে মনোমোহন বাবুর কৃত নিম্নলিখিত গান বাগবাজারের দল গাহেন।

---

* উত্তরী গান যে তৎক্ষণাৎ বাঁধা হয়, তাহা পাঠক অবশ্যই জ্ঞাত আছেন।

১ম সখীসম্বাদের উত্তর।

মহড়া।

সখি জাননা, কৃষ্ণের প্রবঞ্চনা, প্রাণে ম'র্ব্বে না, সুধু ছল্।
চক্রী কুচক্র সঞ্চারে, বক্র সে যাহারে, সইরে, ছলে তাহারে;
প্রেমের্ সঙ্গিনী গোপাঙ্গনা, যে নারী কৃষ্ণপ্রাণা,
সে বিনা আ'ন্তে না পারিবে জল্!

চিতেন।

কমল নয়ন মুদি, কমলাঁখি আ'জ্ অচেতন্।
কৃষ্ণ ভিন্ন, এই বৃন্দারণ্য, সুখশূন্য, শুনে প্রাণ্ আমার্ উচাটন্॥

(ফুকা)

সবে প্রাণহীনা, প্রাণের্ কৃষ্ণ বিনা। গোপিনী সব্ আছে মলিনা॥
দহে বিরহে সমুদয়্, সুখহীন্ ব্রজময়্,
সইরে! হৃদয়্ দগ্ধ হয়্, দেখে প্রাণ্ আর্ বাঁচে না!

(ডবল ফুকা)

বারিহীন মীনের্ জীবন, যেমন;
তেম্নি তো আ'জ্ বৃন্দাবনে, নিরানন্দ সবাই প্রাণে,
সইরে! দ্বিগুণ্ আগুন্ জ্বলে, শুনে বৈদ্যেরি বচন!

(মেল্ তা)

সতীর্ জল্ ছলে জ্বালা দেয়্ কেবল্॥

তদুত্তরে ভবানীপুরের দল বলেন "যদি কৃষ্ণের ছল জান, তবে জল আনিতে গেলে কেন? ঐ দেখ, যাহাকে তুমি কুল-কলঙ্কিনী বলিয়া থাক, সেই রাধা জল আনিয়া কৃষ্ণের প্রাণ বাঁচাইল ও আপন সতীত্ব প্রমাণ করিল। ইত্যাদি।"

তদুত্তরে মনোমোহন বাবুর দ্বিতীয় গান এই ;—

২য় সখীসম্বাদের উত্তর।

মহড়া।

সখি কি কব, অবোধ মেয়ে সব, এরা কুহকে ভুলে যায়!
ভণ্ড বৈদ্য যে বুঝেছি, সব তত্ত্ব পেয়েছি, সই রে! চিহ্নে চিনেছি!
ক'ল্লে সংগোপন্ বাঁকা নয়ন্, ঢেকেছে কাল বরণ্,
কিন্তু তার্ ভৃগুচিহ্ন যায় কোথায়্?

তেহারান।

রাই যেমন্ সতী, কেবা জানে না, গোকুলে!

চিতেন।

না জেনে গিয়েছি আগে, শেষে বুঝেছি কালার্ ফাঁদ্।
রাধার্ কলঙ্ক ঘুচাতে, এই ছলা পেতে, আমার্ সঙ্গে আ'জ্ সাধে বাদ্॥

(ফুকা)

নিজে রোগী হ'য়ে, নিজে বৈদ্য সাজি। সুকৌশল্ ছল্, দেখালে আজি॥
যে জন্ শুনায়ে বংশী-রব্, ভুলায়্ এই গোপী সব্, সইরে,
নহে অসম্ভব্, তার্ কাছে এই ভোজ্ বাজি!

(ডবল্ ফুকা)

সতীর্ পরক্ শুনে হাসি পায়্—জল্ আনায়্!
ছিদ্র কুম্ভে এনে বারি, সতী হবে না কিশোরী, সইরে,
না পা'ল্লে কুটিলের্ তাতে সতীত্ব কেবা ঘুচায়্?

(মেল্তা)

কপটে ম'রে বাঁ'চ্লো ঘুচ্লো দায়্!

এই গানটি মজ্লিসে বিশেষরূপে প্রশংসিত হয়। এমন কি, মহা গুণজ্ঞ মৃত মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় সর্ব্বসমক্ষে ঐ

গানটি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে মনোমোহন বাবুকে অনুরোধ করেন।

বড়বাজারের ঐ হাফ্‌আখ্‌ড়াই সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া বাগবাজারের দল যেদিন কালীঘাটে কালী পূজা দিতে ও আমোদ আহ্লাদ করিতে যান, সেই দিন অর্থাৎ ১২৮৬। ২রা চৈত্রে হালদার মহাশয়দিগের অনুরোধে দেবীর সম্মুখে নাটমন্দিরে সন্ধ্যার পর (এক দলেই) হাফ্‌আখ্‌ড়াই গাওয়া হয়। তজ্জন্য উপস্থিত মতে মনোমোহন্ বাবু নিম্নলিখিত গানটি রচনা করেন। এই গান দ্বি-ভাবাপন্ন—কালীর সম্মুখে, এজন্য কালীর স্তব এবং সখীসম্বাদের সুর, এজন্য কৃষ্ণ বিষয়, এই মিশ্রিত ভাবে গান হয়।

মহড়া।

ওমা কালিকে, শ্যাম্‌কে রথে দেখে, প্রাণে মরে রাই বিষাদে।
আম্‌রা শরণ্যে শ্রীপদে, রাখ মা বিপদে, মাগো! হ'য়ে বরদে!
ব্রজে বিমল কালশশী, উজ্জ্বল দিবা নিশি,
অন্ধকার্ হবে গো তার্ বিচ্ছেদে!

তেহারান।

ঐ চলে কৃষ্ণধন মথুরায়্, কি হবে?

চিতেন।

বিমানে হেরিয়ে হরি, ব্রজসুন্দরী গোপী সব্;
চলে অধীরে, কাত্যায়নীর্ শ্রীমন্দিরে, করে কাতরে হাহা রব্!

(ফুকা)

শিরোমণি-হারা, যেন ভুজঙ্গিনী। নিরাশায়্ হায়্, আকুল প্রাণি ॥

বহে নয়নে অশ্রুজল্, লুণ্ঠিতা ধরাতল্, ঐ গো,

যেন ভূতলে প'ড়ে স্থিরা দামিনী!

(ডবল ফুকা)

ভক্তিভাবে পদ-কমলে, সকলে ;—

গদ গদ স্তুতিবাণী, রক্ষা কর ভবরাণী, মাগো,

প্রাণের্ হরি, অক্রূর্ মুনি, হ'রে ল'য়ে চলে ॥

(মেল্তা)

দে মা দে কৃষ্ণধন্ আ'জ্ ভিক্ষা দে!

সন ১২৮৩ সাল, পঞ্চম দোলের রাত্রি।

পাথুরিয়াঘাটাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মল্লিক মহাশয়ের ভবনে হাফ্আখ্ড়াই সঙ্গীত-সংগ্রাম। কাঁশারি পাড়ার ধর্ত্তা, যোড়াসাঁকোর উত্তর। মনোমোহন বাবুর রচিত ধর্ত্তা গীত এই ;—

১ম সখীসম্বাদ।

মহড়া।

মিছে মানে আর্ ম'জোনা মানিনি!

এবার্ মানে মান্ রবেনা কমলিনি!

সই, নারীর ভূষণ, সাধের রতন, মান ধন্ জানি গো রাই!

কিন্তু অনুকূল বঁধু যার্, অভিমান্ সাজে তার্,

সে সময়্ তোমার্ নয়্ বিনোদিনি!

(খা'দ্)

পেতে মায়া ফাঁদ্, কালাচাঁদ্, কিসে কি ঘটায়্ কি জানি!

(ফুকা)

মায়াধারী হরি, তাকি জাননা কিশোরি?

কালার্ কত ছলা—কত চাতুরী! শ্রীরাধে গো!

অতি কুটিল কপট, নিলাজ লম্পট,
তবু গতি নাই বিনা সেই বংশীধারী!
(ডবল ফুকা)
তাই বলি রেখোনা আর্, মনে অভিমান্—মান অপমান্!
মানের তরঙ্গ হেরে, আতঙ্কে যায়্ যদি ফিরে,
রাই গো! সবেনা তবে অন্তরে, বিদরিবে প্রাণ্!
(মেল্‌তা)
গরব্ তার্ রবে কি গরবিনি?

—

তেহারান।
তাই বলি কিশোরি গো, মানে আর্ ম'জোনা!

—

চিতেন।
বিমল বদন কেন ঘন বিষাদে ঘেরিল?
নিশা-নলিনীর্ প্রায়্ কেন কমলিনি, আঁখি-কমল মুদিল?
(ফুকা)
ঘন ঘন শ্বাস, যেন প্রবল সমীরণ্।
হাস্য রবিকিরণ্, হ'লো অদর্শন্! শ্রীরাধে গো!
ঘন গর্জ্জন—হাহাকার্, বর্ষণ—অশ্রুধার্,
খেলে দামিনী যেন স্বর্ণ অভরণ্!
(ডবল ফুকা)
হরিষে বিষাদ আ'জ্ কেন গো এমন্, বল কি কারণ্?
সুখের বসন্তে সখি, দুখের বরষা দেখি, রাই গো,
মনোরূপ শুকপাখী, দুখেতে মগন্!
(মেল্‌তা)
সাধে বাদ্ সাধো কেন সজনি?

জোড়াসাঁকোর দল "মান" ভাবাত্মক ঐ গান শুনিয়া প্রতারিত হইয়া চন্দ্রাবলী সংক্রান্ত গান ভাবিয়া যে উত্তর দেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই, যথা ;—

"তাকে যেতে বল গো তথা, গত বিভাবরী পোহালে যথা !" ফলতঃ প্রথম গানের মধ্যে "মানে আর ম'জোনা" এবং "এবার মান রবেনা" এবং এবার "সে সময় তোমার নয়" এবং "হরিষে বিষাদ" অদ্য কেন ঘটাও এবং "সাধে বাদ সাধো কেন" ইত্যাদি বাক্যাবলীর গুপ্ত ভাব গ্রহণ না করিয়াই তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনের মানের ভাবে উত্তর দিয়া ফেলিলেন ; সুতরাং হারিলেন। এই ভ্রম জন্মাইবার অভিপ্রায়েই সুকৌশলে প্রথম গান বাঁধা হইয়াছিল—সেই ভ্রমই জন্মিল। অমনি মনোমোহন বাবু নিম্নলিখিত গান দ্বারা ভূপতিত বৈরীকে চাপিয়া ধরিলেন—কাজেই সেই বৈরী তখন বাধ্য হইয়া "Surrendered at discretion" বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন !

দ্বিতীয় সখীসম্বাদ।

মহড়া।

বিনয় করি তাই অভিমান্ ত্যেজিতে।
পাছে সাধে বাদ্, নিরাশা হয়্ আশাতে॥
হায়! যে কাল রতনে, না হেরে নয়নে, দহিছ জীবনে, রাই,
শত বৎসর শূন্যকায়্, মণিহীন্ ফণি প্রায়্,
মানে তায়্ এলে কি আ'জ্ হারাতে ?

(খা'দ্)

আর্ কি নন্দলাল্, সে রাখাল্ ? এখন্ মহীপাল্, মহীতে !

(ফুকা)

আর্ কি তোমার্ হরি, আছে তোমার্ গো কিশোরি ?
আর্ কি রাধা ব'লে বাজায়্ বাঁশরী ? শ্রীরাধে গো !

এখন্ ষোড়শী রূপসী, কত তার্ মহিষী,
আর্ কি মানের দায়্ সা'ধ্‌বে তোমার্ পায়্ ধরি?
(ডবল ফুকা)
এ যদি বিনোদি তোর্ ছিল মনেতে—ম'জ্‌বি মানেতে;
কেন পাগলিনী হ'য়ে, কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে,
এলি সুধু কলঙ্কের্ হার্ গলায়্ পরিতে?
(মেল্‌তা)
কি ভাব্ তোর্ পারিনে রাই বুঝিতে!

তেহারান।
তাই বলি প্রভাসে রাই, মানে আর্ ম'জোনা!

চিতেন।
বিচ্ছেদে বিষাদে রাধে, একি বিপদে ফেলিলে—
প্রেম-উন্মাদে কি হ'য়ে উন্মাদিনী, এসব্ প্রলাপ ভাষিলে?
(ফুকা)
ভ্রমে বিধুমুখি, একি স্বপন দেখিছ?
এ যে সে গোকুল নয়্, তাকি ভুলেছ? শ্রীরাধে গো!
পেয়ে শ্রীপতির্ নিমন্ত্রণ্, দেখ্‌তে সেই হৃদয়্ ধন্,
ত্যেজে বৃন্দাবন্, প্রভাসে যে এসেছ!
(ডবল ফুকা)
প্রভাসে নিকুঞ্জ বন্, দেখ গো আবার্—একি চমৎকার্!
যেন সেই মাধবীকুঞ্জ, তেম্নি তরুলতা পুঞ্জ, রাই গো,
অলির্ তেম্নি রব গুঞ্জ, ব্রজের্ ভাব্ সবার্!
(মেল্‌তা)
আ'স্‌বেন্ শ্যাম্ ব্রজের্ ভাবে জুড়াতে।

[ঐ আসরে নীচের দুইটী খেঁউড়ও হয়]

প্রথম খেঁউড়।

(মৎস্যগন্ধার ভ্রাতৃজায়ার উক্তি)

মহড়া।

গুণের্ ব'ন্ তোমার্! দেবে নাকি ব'নের্ বে আবার্?
দ্বীপের্ মাঝে দিনের্ বেলা, পরাশর্ ঘটালে জ্বালা!
ছলে হ'ক্, বলে হ'ক্, পতি সেই!
এখন বদল্ ক'র্ব্বে নাকি সে ভাতার্?

(খা'দ্)

ঋষিকে দেও শুভ সমাচার্!

(ফুকা)

বিধবাকে বর্, পরাশর্, দিতে চায়্, কয়্ সবে!
সধবার্ বে, আপ্নার্ ভার্য্যার্ হবে, শুনে সুখ্ পাবে?
তোমার্ মান্ বা'ড়্বে!

(মেল্তা)

এমন্ সাধ্বী ভগ্নী ভাগ্যে ঘটে কার্?

তেহারান।

শুনে হাসি পায়্—সরমে ম'রে যাই!

চিতেন।

ষোড়শী ননদী আমার্—
প্রেমের্ পাথারে, খেয়া পার্ করে, দিনে শতবার্!

(ফুকা)

যৌবন্-তরী তার্, চমৎকার্, কর্ণধার্ পেয়েছে!
মৎস্যগন্ধা, ঘুচে পদ্মগন্ধা, তাই সে হ'য়েছে! সবাই জেনেছে!
পাড়ায়্ কানাকানি শুনি অনিবার্!

দ্বিতীয় খেঁউড়।

মহড়া।

প্রাণ্ ননদিনী—তপস্বিনী, আবার্ রাজ্‌রাণী!
বামুন্ যদি দাবি করে, দিও তবে পালা ক'রে;—
দিবসে, তাপসে, তুষিয়ে—
যেন রাজার্ কাছে কাটায়্ যামিনী!

(খা'দ্)

কেবল্ ভাব্‌না এই—তপোবনে যাবে কি ধনী?

(ফুকা)

একে কুঁড়ে ঘর্, বুড়ো বর্, নিরন্তর্, সেবা চাই!
আবার্ জ্বালা, পাকা চুল্ তার্ তোলা, ঘৃণায়্ ম'রে যাই!
ম'জ্‌বে না তায়্ মন্!

(মেল্‌তা)

তখন্ দুই ষাঁড়ে রণ্ বাঁ'ধ্‌বে অমনি!

তেহারান।

শুনে হাসি পায়্—সরমে ম'রে যাই।

চিতেন।

সম্প্রদান্ কোন্ গোত্রে হবে?
বুঝে অবস্থা, ইহার্ ব্যবস্থা, বল কে দেবে?

(ফুকা)

পুত্র দ্বৈপায়ন্, বিচক্ষণ্;—প্রাণধন্, ঠাকুর্‌ঝির্;
তারে ডেকে, শাস্ত্রের বিধান্ দেখে, গোত্র কর স্থির!
কি সৌভাগ্য হায়্!—
হ'লো কুরুকুলের বধূ জেলেনী!

সন ১২৮৭ সাল, ৬ই বৈশাখের রাত্রে।

পুনর্ব্বার বাবু যদুনাথ মল্লিক মহাশয়ের উক্ত ভবনে হাফ্ আখ্ড়াই।

এবার যোড়াসাঁকোর ধর্ত্তা। বাগবাজারের উত্তর।

(মনোমোহন বাবু উত্তর বাঁধেন)

যোড়াসাঁকোর দল হইতে যে আসরী গান গাওয়া হয়, তাহা নিতান্তই কবি-গানের নিয়ম বহির্ভূত; অর্থাৎ কাহার উক্তি ও কাহার প্রতি সম্বোধন, তাহা মোটেই গানে প্রকাশ ছিল না; ফলতঃ ইতর ভাষায় যাহাকে বলে "বিচ্‌মোল্লায় গলদ!" তাহাই ঘটিয়াছিল। সুতরাং এরূপ গানের উত্তর হওয়া অসম্ভব। তথাপি মনোমোহন বাবু সুকৌশলে উত্তর বাঁধিয়া যাহাতে আমোদ ভঙ্গ না হয়, এমন করিয়াছিলেন। পরে এই প্রসঙ্গে বিস্তর বাদানুবাদ উত্থাপিত হওয়াতে সহরের কয়জন সুপ্রসিদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, সুবিজ্ঞ ও গুণজ্ঞ মহাশয় উভয় পক্ষ হইতে মনোনীত হইয়া সালিসী সমিতি রূপে নিযুক্ত হন। তাঁহাদের স্বাক্ষরিত মীমাংসা (বা রায়) সংবাদপত্রে পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল। তদনুসারে সর্ব্বাংশেই বাগবাজারের জয় সিদ্ধান্ত হইয়া গোল চুকিয়া যায়। তাঁহারা স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এরূপ গানের উত্তরে যতদূর উত্তম গান বাঁধা সম্ভব, তাহা সমুচিতরূপেই হইয়াছে।

কিন্তু পাঠকমণ্ডলী আপনারা বিচার করিয়া দেখিবেন বলিয়া নিম্নে উভয় দলের গানই প্রকটিত হইতেছে, যথা;—

যোড়াসাঁকোর ধর্ত্তা গান এই;—

১ম সখীসম্বাদ।

মহড়া।

মাতঙ্গিনী আর মরালিনী, ধনীর গমনে পরাজয়্।

নারীর্ রূপেতে নারী মত্ত, জানিনে উহার্ তত্ত্ব, দেহ সত্য পরিচয়্।
রূপে এরূপ উজ্জ্বলা, চঞ্চলা চঞ্চলা, অবলা বিদেশিনী অসংশয়্।

চিতেন।

আচম্বিতে একি প্রাণসই করি দরশন্।
আমি'ও নারী চিন্তে নারি, কেও নারী, না জানি বিবরণ।
কিবা কামিনীর্ হাস্যানন্, লাজে পূর্ণশশী মেঘে অদর্শন্,
শতদল প্রায় যেন ত্নয়ন্।
কটিতে কেশরী মানে হা'র্, কিবা পীনোচ্চ কুচাকার্,
রূপে রক্ষা নাই তায়্ অলঙ্কার্, এমন নারী বুঝি নাহি আর্,
মদনের্ রতি রূপে তুল্য নয়্।

তেহারান।

বল গো বলনা কে প্রাণ সই?
রূপেতে হ'লো ভুবন্ আলোময়্!

পাঠক মহাশয়েরাই বিচার করুন, ইহা কি প্রশ্ন? "বল দেখি পাঁচ গণ্ডা কলার দাম কত?" এ অঙ্কের প্রস্তাবও যেমন, উক্ত গানও তেমন—কে কারে বলিতেছে, তাহা নির্ণয় করিয়া না দিয়া সহসা "এ সুন্দরী নারী কে?" ইহা কি প্রশ্ন? কয়টা করিয়া কলা পয়সায়, ইটী গোড়ায় ঠিক বলিয়া না দিলে যেমন ঐ অঙ্ক অঙ্কই নয়, তেমনি কাহার প্রতি কাহার উক্তি, গানে সেটি নির্দ্দেশ করিয়া না দিলে সে কবি-গানকে গানই বলা যায় না। ঐ গানটিকে সখীসম্বাদ বলিলেও হয়—অন্যবিধ গান বলিলেও বলা যায়। কেননা ইহাতে সখীসম্বাদের উপকরণ, (কৃষ্ণ, বৃন্দাবন বা রাধা

প্রভৃতি কাহারো নাম গন্ধ) কিছু মাত্র নাই ! তথাপি মনোমোহন বাবু এক রকম উত্তর দিয়া দ্বিতীয় গাম পর্য্যন্ত আসর বজায় রাখিয়াছিলেন। পাঠক মহাশয়েরা ইহাও দেখিবেন, যে ঐ আসরী গান (যাহা ঘরে বসিয়া বাঁধিয়া আনা) এবং মনোমোহন বাবুর উত্তরী গান, (যাহা তৎক্ষণাৎ বাঁধা) এ উভয়ের মধ্যে রচনা পারিপাট্যও বা কাহার কেমন ?

১ম সখীসম্বাদের উত্তর।

মহড়া।

সখি কৌশলে, কোনো কথার্ ছলে, দেখি পাই যদি পরিচয়্!
মরি ভাব্ যেন ঔদাস্য, মুখে তার্ সুহাস্য, সইরে! একি রহস্য!
নহে সামান্যা এ অবলা, প্রকাশি ষোল কলা,
ভ্রমিছে ভঙ্গী করি কি আশয়্?

তেহারান।

কি ছলে এলো সখি, না পারি বুঝিতে।

চিতেন।

আশ্চর্য্য মাধুর্য্য হেরে, সখি হ'তেছি সবিস্ময়্।
অতি রূপসী, অকলঙ্ক পূর্ণশশী, যেন ভূমে আ'জ্ ঐ উদয়্!
(ফুকা)
সিন্দূরেরো বিন্দু, ভালে মনোলোভা—
অরুণ প্রায়্, মরি কি শোভা!
প্রতি পলকে পলকে, দামিনী নলকে, সইরে,
রূপে ঝলকে, কোটি শশাঙ্কের্ প্রভা!
(ডবল ফুকা)
বিদেশিনী বটে, মিছে নয়্, জ্ঞান হয়্;

যেন কেবা ছদ্মবেশে, ছলিতে এলো এ দেশে,
না জানি কি করে শেষে, কি ভাবেতে উদয়্!
(মেল্তা)
যেন তায়্ চিনি চিনি মনে হয়্!

যোড়াসাঁকোর দ্বিতীয় সখীসম্বাদ।

মহড়া।

চক্রপাণি, ভা'ব্লেন্ নাহি জানি, রূপ ধ'রেছি কি প্রকার্।
হেরে কমলে নিজাকৃতি, পাইয়ে মহা প্রীতি, কহিলেন শক্তিরে—
তুমি যে সময় লীলা জন্যে, জন্মিবে বৃন্দারণ্যে,
অবিকল ধ'রো তখন্ এই আকার্॥

চিতেন।

যে কথা কহিলে প্রাণসই, সে কথা তো নয়্।*
ওযে গোলোকের্ আহ্লাদিনী, আদি শক্তি, পুরাণে এই কয়্॥
ক্ষীরোদমন্থনের্ সুধা লাগি, হ'লো দেবাসুরে মহা রাগারাগি,
আশুতোষ তায়্ হ'লেন্ বিষভাগী;
করিতে অমৃত সুবণ্টন্, হ'লেন মোহিনী নারায়ণ্,
মুগ্ধ হ'লো তায়্ সর্ব্বজন্, মদনারীর্ জাগিল মদন্,
নিষ্কামের হেরে অতি কাম্ বিকার্॥

তেহারান।

মোহিনী রূপিনী রাই ব্রজেতে।
স্বদেশ্ গোলোক্ এখন্ অন্ধকার্!

---

* ইটী ঘরে হইতে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন, তাই গাইলেন; কিন্তু "কি কথা নয়?" তাঁহারা যে কথা বলিয়াছিলেন, উত্তরে তাহাই বলা হইয়াছে, তবে আবার "নয়" কি?

(মনোমোহন বাবু কর্ত্তৃক)

দ্বিতীয় সখীসম্বাদের উত্তর।

মহড়া।

পূর্ব্ব কাহিনী, রাধার্ সকল্ জানি, সে কথায়্ কি ফল্ বলনা?
নিজে ভুবন্ মোহিনী হ'য়ে, ভোলার্ মন্ ভুলায়ে, সইরে! ব্রজের্ কালিয়ে,
রাধার্ তেম্নি রূপ্ নিরখিতে, ভক্তের্ আশ্ পূরাইতে,
যুগল্ রূপ্ বৃন্দাবনে জাননা?

তেহারান।

হায়্ রাধায়্ বিদেশী বলিলে কেমনে?

চিতেন।

যে কথা ক'য়েছি সখি, তোমার্ ভাব্ হ'তে অভাব্ নয়্!
তুমি ভ্রমেতে, কি বলিতে, কি বলিছ, কেবল্ সেই দুখে প্রাণে দয়্॥

(ফুকা)

ভিন্ন ভাবের্ কথায়্, ব্যথা দিলে প্রাণে—
মোহিনী রাই, কেবা না জানে?
গোপীর্ প্রধানা কিশোরী, তুমি আ'জ্ তায়্ হেরি,
তবে বিদেশী বলিলে গো কেমনে?

(ডবল ফুকা)

জানা'লে ভাব্ যেন চেননা—শ্রীরাধায়্—যেন জাননা!
জেনে শুনে এ চাতুরী, কেন ক'র্লে সহচরি, সই গো,
তাই তোমার্ ছল্ দেখে আমি ক'রেছিলেম ছলনা!

(মেলতা)

যন্ত্রণা দিতে কি এই মন্ত্রণা?

যোড়াসাঁকোর প্রথম বিরহ।

মহড়া।

ঘ'ট্‌লো কি বিষাদ্, সাধে বাদ্, সা'ধ্‌লে কে আমার্ ?
গা তোলো গা তোলো প্রাণ, কি দোষে বিচ্ছেদ-বাণ, মারিলে আমায়—
শরের যাতনায় প্রাণ রাখা ভার!

চিতেন।

মুদেছ খঞ্জন নেত্র মলিন বয়ান।
ফাটে বুক, দেখে তোমার মুখ, দুখে দহে প্রাণ॥
হেসে কথা কও, কেন রও, ধরাতলে আর্ ?
সোণার তনু, তাতে লাগে রেণু, অসহ্য আমার্ !
অঙ্গ স্পন্দহীন্, লাবণ্য মলিন্, দুর্দ্দিন অতি;
আমি কি ক্ষতি ক'রেছি কার্ ?

তেহারান।

ভুলিলে আমারে—প্রবোধ না মানে মন,
এখনি ত্যেজিব বিরহে এ জীবন, ও প্রাণ কি কব,
হেরি গৃহ শূন্যে শূন্যাকার॥ *

প্রথম বিরহের উত্তর।

মহড়া।

কেন ওহে প্রাণ্, সরল্ প্রাণে গরল্ দিতে চাও ?
রসিক্ নাগর্ তুমি যেমন্, পরিচয়্ তার্ পেলেম্ এখন্,
পীরিতি, কি রীতি, জাননা—
এত ছলের্ কথা বঁধু কোথা পাও ?

---

* এই বিরহ গানেও সেইরূপ—কে কারে বলিতেছে, কিছুই ঠিক নাই!

তেহারান।

অবলারে হায়, ও প্রাণো, এ নহে উচিত!

চিতেন।

কথাতে জ্বালাতে পটু, গুণের্ মধ্যে এই!

তোমার্ কথা, কি যে মুণ্ডু মাথা, খুঁজে পাইনে খেই!

(ফুকা)

কপট্ ছল্ কৌশল্—হলাহল্—আ'জ্ কেবল্ ঢা'ল্‌তেছ;

পেটে পেটে, ভাব্‌টী এঁটে সেঁটে, বচন্ ঝা'ড়্‌তেছ!

ওস্তাদি ধরণে, চ'ল্‌তে সাধ্!

বামনে চায় ধ'র্ত্তে চাঁদ্!

উঠ্‌লে ব্যাঙাচির্ ল্যাজ্ কুমীর্ হবে না!

বুঝেছি চাতুরী, রসরাজ! আর কেন জ্বালাও?

(মেল্‌তা)

তোমার্ মন্ বাঁধা যথা চ'লে যাও!

আর গান গাইবার সময় ছিল না—বেলা প্রায় ২টা বাজিল—সুতরাং বন্ধ হইল। কাজেই কাহার উক্তি প্রত্যুক্তিতে গান হইল, বুঝিতে না পারিয়া সহস্র সহস্র শ্রোতা নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমাদের কৌতূহলের উগ্রত্ব বশতঃ তাঁহাদের দ্বিতীয় বিরহের কাগজ চাহিয়া পড়িয়া দেখিলাম যে, সখীসম্বাদের অপেক্ষাও বিরহের ভাব আরো অপূর্ব্ব! মহাভারতে আছে, এক ঋষি-যুবক আপনার অর্দ্ধ পরমায়ু দানে স্বীয় মৃতা ভার্য্যা প্রমোদ্বরাকে পুনর্জীবিতা করিতে পারিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। এই বিরহ সেই ভাবের গান! অর্থাৎ ঋষিপুত্র দেবদূতকে সম্বোধন পূর্ব্বক "প্রাণ, প্রাণ" করিয়া চেঁচাইলেন!!—যথা;—

মহড়া।

"তুমি গুণযুত, দেবদূত, ওরে প্রাণ্, কি কব তোমায়!
যদি অর্দ্ধ আয়ু দানে, প্রেয়সী বাঁচে হে প্রাণে,
দিলেম আমি তায়—ওরে প্রাণ রে—প্রাণ—
কিন্তু স্ত্রী-বিয়োগ সহ্য নাহি যায়!" *

সন ১২৮৮ সাল, ১২ই মাঘ।

শ্রীশ্রীপঞ্চমীর রাত্রে শোভাবাজারস্থ ৮ মহারাজ রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে।

যোড়াসাঁকোর ধর্ত্তা। বাগ্‌বাজারের উত্তর।

(মনোমোহন বাবু উত্তর বাঁধেন)

এবারেও ধর্ত্তা গান কাহার্ উক্তি, তাহা গান মধ্যে স্পষ্ট প্রকাশ ছিল না; তবে "চরণে দাসী যেন স্থান পায়; দয়া দান করি হরি যাও কোথায়?" ইত্যাকারের বাক্যাবলীতে অনুমান হইল, যে, কুব্জার উক্তি। কিন্তু তথাপি কি জানি, যদি দ্বিতীয় গানে ঠকিতে হয়, এই ভয়ে মনোমোহন বাবু সে বিপদ বাঁচাইয়া নিম্নস্থ উত্তর বাঁধিলেন, যথা;—

১ম সখীসম্বাদের উত্তর।

মহড়া।

তোমার্ কল্পনা, মনের্ যে কামনা, বিফল্ হবে না, ভেবো না!
যদি পবিত্র অন্তরে, হৃদয় মাঝারে, সই রে, ভাব আমারে,
তবে নবীন নীরধরো, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী মোরো,
হেরিয়ে যাবে হৃদি-বেদনা!

---

* প্রথম গানটি মড়ার (মৃতা-স্ত্রীর) প্রতি! দ্বিতীয়টি দেবদূতের প্রতি সম্বোধন! কি বিচিত্র!! [এই গান সম্বন্ধে আরো অনেক কথা আছে, কিন্তু আর না—যথেষ্ট হইয়াছে!]

তেহারান।

আর্ তোমায় মনোদুঃখ রবেনা, ললনা!

চিতেন।

আমার নিগূঢ় ভাব, সব বুঝিবে কেমনে?

আমায় যে ভাবে, যেবা ভাবে, পাবে সে ভাবে সে জনে!

(ফুকা)

ভক্তের্, প্রেম-ডোরে সদা বাঁধা থাকি;

ভক্তাধীন্ নাম্, ধরি গো সখি!

ভক্ত হৃদয় অনুপম্, পবিত্র কুঞ্জধাম্, সই গো,

বসি অবিশ্রাম্, সে নিকুঞ্জে হই সুখী!

(ডবল ফুকা)

ভক্ত মম প্রাণ জীবন—জেনো সই—আমার্ জীবন!

ভক্ত জন্য অবতরি, যুগে যুগে রূপ ধরি,

দুষ্ট দর্প হরি, করি শিষ্টের পালন!

(মেল্‌তা)

সর্ব্বদা পূরাই ভক্তের্ বাসনা!

ইহার উত্তরে যোড়াসাঁকোর দল বলেন, যদি দয়া করিয়া সুন্দরী করিয়াছ, তবে ত্যাগ করিয়া যেয়োনা—"কমল পদে আমার্ কমল দেহ দিচ্ছি উপহার! ইত্যাদি।"

২য় সখীসম্বাদের উত্তর।

মহড়া।

এস প্রেয়সি! আমার্ বামে বসি, হবে মহিষী মথুরার্!

শত কিঙ্করী গৌরবে, চামর ঢুলাবে, সই রে, সবে সেবিবে;

সদা ভাসিবে রসোল্লাসে, বিলাসে সুখ রসে,
ইন্দ্রাণীর্ বিভব হবে তোমার্!

তেহারান।

আর্ কেন মিছা ভাবো, কুবুজা সুন্দরি!

চিতেন।

চন্দন কুসুম-মালা, কিবা অতুল্য উপহার্;
ভক্তি সংযোগে, সমর্পিয়ে অনুরাগে, প্রিয়ে বাঁধিলে মন্ আমার্!

(ফুকা)

শুন, গুণবতি! তোমার্ পুণ্য অতি—
ভুবনে সই, রাখিলে খ্যাতি!
ছিলে কুরূপা কিঙ্করী, হ'লে আ'জ্ সুন্দরী,
সইরে, যেমন্ পঙ্কেতে পঙ্কজিনীর্ উৎপতি!

(ডবল ফুকা)

সরল্ প্রেমে আমায়্ ভুলালে, সুন্দরি! আমায়্ ভুলালে!
কৃষ্ণ প্রেম্ চিনেছ তুমি, প্রেমের্ বশীভূত আমি,
সইরে! যেমন যতন্, মনের্ মতন্, তেম্নি ধন্ আ'জ্ পেলে!

(মেলতা)

পূরাব ত্রেতা যুগের্ সাধ্ তোমার্!

যোড়াসাঁকোর দল মন্দোদরীর উক্তিতে রাবণের প্রতি সুর্পনখার ভাবে খেঁউড় গাহিয়াছিলেন। তাহার উত্তর এই,—

খেউড়ের উত্তর।

মহড়া।

কথায়্ জ্বালালে, প্রাণ্ রে, জা'ন্লেম্ তুমি বড় কুঁদুলে।
আত্মছিদ্র গেলে ভুলে, লোভে ব্রহ্মরক্ত খেলে, *

---

* রাবণ দিগ্বিজয়কালে ঋষিদিগের রক্ত কলস পূরিয়া আনিয়া গৃহে রাখিয়া মন্দোদরীকে নিষেধ করিয়াছিল যে, এ কুম্ভ মোচন করিও না। কিন্তু স্ত্রী-জাতি-সুলভ কৌতূহলের

চলালে, মজালে, মজিলে!
শাস্তি দিতাম্ তোরে, নারী না হ'লে!

তেহারান।
এমন্ কথা আর্ প্রাণ্, এনোনা বদনে।

চিতেন।
কেন লো প্রেয়সি তোমার্ কুবুদ্ধি সঞ্চার্?
নিজ কুলে, ছি ছি কুচ্ছ তুলে, একে ক'ল্লে আর্॥
(ফুকা)
হ'য়ে রসিকে, প্রেমিকে—ব্যাপিকে হইলে।
মিছে দ্বন্দ্বে, আপন্ ঘরের্ নিন্দে, ক'র্ত্তে বসিলে॥
রসনায়্ কলঙ্ক ঘোষণা—আত্ম পর্ মান না—
(মেল্তা)
সতীর্ ধর্ম্ম ছেড়ে মর্ম্ম পোড়ালে!

পূর্ব্বলিখিত (শোভাবাজার রাজবাটীতে) সঙ্গীত-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া বাগবাজারের দল কয়েক দিবস পরে খড়দহের শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউর মন্দিরে যাইয়া পূজা দিয়া অন্যান্য উৎসবের সঙ্গে শ্যামসুন্দরের সম্মুখে হাফ্আখ্ড়াই গান করেন। তজ্জন্য মনোমোহন বাবু নিম্নলিখিত গান দুইটি প্রস্তুত করিয়া দেন।

বশবর্ত্তিনী হইয়া মন্দোদরী তাহা খুলিয়া দেখেন, অপূর্ব্ব পানীয়! নরশোণিতের ন্যায় রাক্ষস জাতির পক্ষে সুস্বাদু পানীয় আর কি? সুতরাং মন্দোদরী লোভসম্বরণে অসমর্থা হইয়া সেই ব্রহ্মরক্ত পান করেন। অমোঘ ব্রহ্ম-শোণিত পানের ফলে মন্দোদরী গর্ভবতী হইলেন! স্বামী স্থানান্তরে, অথচ গর্ভসঞ্চার, কি ভয়ানক কথা! ভয়-বিহ্বলা মন্দোদরী দূরদেশে গিয়া সেই গর্ভ পাত করেন; তাহাতেই ভূগর্ভে জনকরাজর্ষি সীতাকে প্রাপ্ত হন! ইহা মতান্তরের কথা।

সখীসম্বাদ।

মহড়া।

রাধা ব'লে অই, বাঁশী বাজে গো সই, কিসে ধৈর্য্য হই, এখন্ আর্?
শ্যামসুন্দর মাধবে, বসন্ত উৎসবে, সই রে! তুষিব সবে!
গাঁথি চিকণ বনমালা, সাজাব চিকণ্ কালা,
পূরাব মনোসাধ্ আ'জ্ সবাকার্!

তেহারান।

ঐ বাজে মোহন্ বাঁশী বিপিনে, চল্ গো সই!

চিতেন।

সরস বসন্ত ঋতু, উদয়্ হইল গোকুলে।
মন্দ মলয় সমীরণে, বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ-প্রেমাকুল্ সকলে॥

(ফুকা)

যত তরুলতা, শোভে নব দলে।
আকুল্ হয়্ প্রাণ্, রসাল্ মুকুলে॥
কিবা কুহরে পীকবর্, সিহরে কলেবর্,
সইরে! অলি নিরন্তর্, গুঞ্জরে ফুলে ফুলে!

(ডবল ফুকা)

কি বিমল শশী গগনে; সখিরে, দেখ গগনে।
বিগলিত সুধারাশি, মরি কি সুখের নিশি, সইরে!
হেরিতে শ্যাম্ কাল শশী, চল কুঞ্জবনে॥

(মেল্তা)

এ সময়্ গৃহে কি রয়্ মন্ আমার্?

খেঁউড়।

মহড়া।

হ'লো বিষম্ দায়্—ভদ্র নাই আর্ নিয়ে সুভদ্রায়্!
আত্ম সুখেই থাক মত্ত, সমত্ব ব'ন্ না লও তত্ত্ব,
আবেশে, মরে সে, দেখ সে;
রসের্ বান্ এসেছে যেন ছুঁড়ীর্ গায়্!

তেহারান।

লাজে ম'রে যাই—বুঝালে বুঝে না!

চিতেন।

বিনোদী প্রমোদী ভদ্রা, ননদী আমার্।
স্মর-শরে, নব যৌবন্ জ্বরে, ঘোর্ বিকার্ আ'জ্ তার্॥
ঘটিল প্রমাদ্, প্রেমোন্মাদ্, অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর্!
অঙ্গদাহ, ক্ষণে ক্ষণে মোহ, কাঁ'প্‌ছে থরথর্!
কুল-লাজ-ভয়্ ত্যেজেছে—ধৈর্য্য জ্ঞান্ হ'রেছে!
পার্থ, পিস্‌তুতো ভাই, তারে ভ'জ্‌তে চায়্!

১৩ই কার্ত্তিক, সন ১২৯১ সাল।

বাগবাজারস্থ শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল বসু মহাশয়ের ভবনে
৺ জগদ্ধাত্রী পূজার রাত্রে হাফ্ আখ্ড়াই সঙ্গীত সংগ্রাম।

ভবানীপুরের দলের ধর্ত্তা। বাগবাজারের দলের উত্তর।

মনোমোহন বাবু উত্তর বাঁধেন।

ভবানীপুরের দল মানের ভাবে সখী-সম্বাদ গাইয়াছিলেন।
তাহাতে বলিয়াছিলেন "ভক্তের জন্য রাধে! তোমার সাধে বাদ

সাধিয়া দোষী হইয়াছি। যাহাহউক, তজ্জন্য অপরাধ লইও না, মার্জ্জনা কর, দুর্জ্জয় মান সমাধান কর, ইত্যাদি।”

(বাগবাজারের দল হইতে শরতের সুরে)

১ম সখীসম্বাদের উত্তর।

মহড়া।

তবে, আমি কি ভক্ত নই বঁধু তোমার্?
বাঁকা শ্যাম্, শুন গুণধাম্, এ কেমন্ ভাব্ তোমার্?
ভক্তের্ কারণে দাসীর্ সাধ, রা'খ্‌লে না কালাচাঁদ,
ভা'ব্‌লে না কি গতি হবে রাধার্?

তেহারান।

নিতান্ত হরি, কিশোরী তোমার্!

চিতেন।

শ্রীরাধা বলিয়ে বংশীরব্ হ'য়েছে যে দিন্;
সেই হ'তে বিক্রীতা রাধে, তব রাঙা পদে, নিতান্ত প্রেমাধীন্।

(ফুকা)

রাধার্ কে আছে, বঁধু, তোমা বিনে?
প্রাণ মন্, জীবন যৌবন্, সমর্পণ্, চরণে!
বাঁকা শ্যাম্ হে! কভু জানিনে, ত্রিভুবনে, অন্য জনে!

(ডবল ফুকা)

গুণমণি জেনো সার্—
মম মান্ অপমান্, সকলি তব স্থান্, শ্যাম্ হে,
তুমি না রাখিলে মান্, কে রাখিবে আর্?

(মেল্‌তা)

মান্ বিনে কি আছে আর্ অবলার্?

ভবানীপুর এতদুত্তরে বলেন "মানের পণতো রাখিতে পারিলে না—মানের গর্ব্ব তো খর্ব্ব হ'লো—যা হউক কথা কহিলে, তাহাই মঙ্গল, ইত্যাদি।" বিজ্ঞ লোক বলেন, এরূপ উত্তর সখী সম্বাদ গানে নিতান্ত অনুপযুক্ত এবং মানভঞ্জন দর্শনে কৃষ্ণের মুখে রাধার প্রতি এরূপ উক্তি নিতান্ত অস্বাভাবিক ও তৎকালের অনুপযোগী। যদিও তাঁহারা আপত্তি তুলিয়াছিলেন যে "মনোমোহন বাবু দুর্জ্জয় মানে রাধাকে যে কথা কহাইলেন, তাহাও তো শাস্ত্র বিরুদ্ধ।" কিন্তু তদুত্তরে ইহা বলা যায় যে, যখন হউক, রাধার মান তো ভাঙ্গিয়াছিল, মনোমোহন বাবু-কৃত এই মানভঞ্জন নয় সেই সময়ের কথাই হইল। বিশেষতঃ আলঙ্কারিকেরা ও প্রধান প্রধান কবিগণ নায়ক দ্বারা পায় ধরা পর্য্যন্তই মানের অবসান কাল নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন—এমন কি, ওস্তাদি দলের সুপ্রসিদ্ধ বাঁধনদারেরাও এই-রূপ মানের গানে ঠিক এইরূপ উত্তরই দিতেন। অন্য কে, এই ভবানীপুরের দলে যিনি গান-রচয়িতা এবং যিনি এই মানের ধর্ত্তা গান বাঁধিয়াছিলেন, সেই গোপাল বাবু স্বয়ংই (বা তাঁহার পূজ্য-পাদ পিতা ঠাকুর) একদা এই ধাতুর মানের গানের উত্তরে ঠিক এইরূপেই শ্রীরাধাকে কথা কহাইয়াছিলেন। তাহা তাঁহার প্রচা-রিত সঙ্গীত পুস্তকেই আমরা দেখিয়াছি। নন্দ বাবুর বাটীস্থ উক্ত আসরে উক্ত গোপাল বাবু স্বীয় গানে কবি জয়দেবের "দেহি পদ পঙ্কজ মুদারং" প্রভৃতি বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া কৃষ্ণকে স্পষ্ট পায় ধরাইয়াছেন। এ অবস্থায় কোন্ অরসিক বাঁধনদার রাধাকে কথা না কহাইয়া থাকিতে পারে? নিম্নস্থ উত্তর-গানের মধ্যেও কথা কহার কারণটি মনোমোহন বাবু খুলিয়া দিয়াছেন। উত্তরটি কি চৌচাপটে অতি সুন্দর হইয়াছে, তাহা পাঠক দেখিবেন।

২য় সখীসম্বাদের উত্তর।

মহড়া।

আসি হৃদয়ে উদয়্ হও হে হৃদয়্ ধন্!
ধরি পায়্, যেন এমন্ দায়্, আর্ আমায়্ ফেলো না!
এস, যুগল্ রূপ্ ধরি হরি, দাঁড়াই আ'জ্ ভঙ্গী করি,
নিরখি, যুড়া'ক্ আঁখি, গোপীগণ!

তেহারান।

নিকুঞ্জ শোভা করহে এখন্!

চিতেন।

পলকে প্রলয় হয় জ্ঞান্, বিচ্ছেদে যাহার্;
এত কাতর্ হেরিয়ে তারে, ধৈর্য্য ধরিবারে, পারে কি মন্ আমার্?
(ফুকা)
প্রেম-দাসীরে সা'ধ্‌লে পায়ে ধরি!
অশ্রুধার্, হেরি অনিবার্, কিসে আর্, প্রাণ ধরি!
বাঁকা শ্যাম্ হে! আর্ কি ছার মান্, হৃদয়ে স্থান্, পায়্ শ্রীহরি?
(ডবল ফুকা)
মানে আবার্ কিসের্ পণ্?
নিকুঞ্জে এনে, হায়্! ডুবালে নিরাশায়্, শ্যাম্ হে,
দুর্জ্জয়্ মান্ হ'লো তায়্, ত্যেজিলাম্ এখন্!
(মেলতা)
কুল মান্ শ্রীপদে সব্ সমর্পণ!

ভবানীপুরের দল শকুনির প্রতি শকুনির স্ত্রীর উক্তিতে খেঁউড় গাহেন; ভাব এই—তোমার ভগ্নী একবার অজা বিবাহ করিয়াছিলেন, এখন আবার কি বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বিবাহ করিবেন?

খেঁউড়ের উত্তর।

মহড়া।

একি রোগ্ তোমার্, মিছে সন্দে সতীর্ নিন্দে গাও!
ছিদ্র পেলে হও উন্মত্ত, কুতত্ত্ব তোলো অকথ্য,
এই আপ্শোষ্, স্বভাব্ দোষ্, গেল না;
লোকের্ কুচ্ছ গেয়ে উচ্চ হ'তে চাও!

তেহারান।

গান্ধারী সতী, কৃষ্ণেরি বচন্!

চিতেন।

সরল্ কথায়্ গরল্ তুলে, প্রাণ্, কেন আর্ জ্বালাও?
জেনে শুনে, তবু স্বভাব্ গুণে, কুভাব্টি ঘটাও!
(ফুকা)
জাননা কি তার্, ব্যবহার্? ত্রিসংসার্ সতী কয়্!
তুচ্ছ পাপে, ঋষির্ অভিশাপে, কুলোক্ এই রটায়্!
সে কথা ভুলিয়ে, প্রেয়সি! ছলনা করিয়ে—
এমন্ ভারত্ ছাড়া কথা * কোথায়্ পাও?

* গান্ধারীর প্রতি পূর্ব্ব জন্মে ঋষির অভিশাপ ছিল যে, বিবাহ রাত্রে বিধবা হইবে। তৎপ্রতিবিধানার্থ তাঁহার পিতা গান্ধাররাজ গোপনে নাকি অজার সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ দিয়াছিলেন। এই যে কথাটি, ইহা মত.ন্তরের বর্ণনা, মহাভারতে নাই, এই জন্য কৌশলে বলা হইল "ভারত-ছাড়া কথা!" ইহার অন্য অর্থেও এস্থলে ইহা বেস খাটিয়াছে।

মনোমোহন বাবু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সখের সম্প্রদায়ের আখ্‌ড়ায় গাইবার নিমিত্ত যে সকল হাফ্ আখ্‌ড়াই গান রচনা করিয়াছেন, তাহা সংখ্যা নির্দ্দেশ ক্রমে ক্রমশঃ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

১

[কাঁশারি পাড়ার দলের জন্য, ১২৭৪ সালে]

বসন্তের স্থরে সখীসম্বাদ।

মহড়া।

কুঞ্জে সুখেতে থাক হে, বসন্ত!
যদি গোকুলে আ'স্তে পার শ্রীকান্ত।
সেই শ্রীপতি বিহীনে, শ্রীমতী শ্রীহীনে, বিপিনে পড়িয়ে ঐ;
তোমায় দেখিলে ঋতুরাজ্, অনর্থ হবে আ'জ্,
ব্রজরাজ্ বিনা করে কে শান্ত?

(খা'দ্)

ওহে বসন্ত, হও ক্ষান্ত, করি মিনতি একান্ত।

(ফুকা)

গুণ গুণ স্বরে, যত গুঞ্জরে মধুকর্;
প্রাণে সহেনা হে, দহে কলেবর্! ঋতুরাজ্ হে!
একে কোকিলের্ কুহুস্বর্, করিছে জর জর্;
তাহে পঞ্চশর্, হৃদে হানে ফুলশর্!

(ডবল ফুকা)

বিরহে, কি রহে আর্ সুখবাসনা? ওহে ঋতুরাজ্!
আম্‌রা কুলজা অবলা, একে তো বিরহ জ্বালা, সই হে,
জ্বালার্ উপরে জ্বালা, আরো দিওনা!

(মেল্‌তা)

অবলায় ব'ধোনা হে নিতান্ত!

চিতেন।

সুখের বসন্ত ঋতু, তুমি এ ব্রজে কেন আর্?
কৃষ্ণ ভিন্ন, এই বৃন্দারণ্য, সুখশূন্য, মান্য রাখিবে কে তোমার্?

(ফুকা)

আশা দিয়ে হরি গেছে করিয়ে ছলনা।
আশায় নিরাশ্ হ'লো, কৃষ্ণ এলোনা। ঋতুরাজ্ হে!
রাধার্ ঘ'টেছে যে দশা, জীবনে নাই আশা,
ব্রজের্ এ দশায়, তোমার্ আসা সাজে না!

(ডবল ফুকা)

তুমি হে সুখের কাল্, জানি চিরকাল্! ওহে ঋতুরাজ্!
গোকুলে আসিতে যখন্, সরসে তুষিতে তখন্, সব্ হে,
গিয়েছে সে দিন এখন্, ভেঙেছে কপাল্!

(মেল্‌তা)

এ সময় ক'রোনা আর্ প্রাণান্ত!

২

[বাগবাজারের দলের জন্য, মাঘ ১২৮৬]

(দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কালে কৃষ্ণের উক্তি—বসন্তের সুরে)

মহড়া।

আমি অলক্ষ্যে, তোমায় ক'র্ব্বো রক্ষে, বিপদ্ রবে না—ভেবো না!
যত কাতর অন্তরে, ডাকিছ আমারে, সই রে, হৃদি বিদরে!
দুষ্টের্ ছলনা প্রবঞ্চনা, যত তার্ কুমন্ত্রণা,
এখনি ঘুচাব সব্ যন্ত্রণা!

তেহারান।

এই এলেম্ সখি, তব স্মরণে—ভেবো না।

চিতেন।

বিপদে সম্পদে যেবা, আমায়্ একান্তে ডাকে সই!
হৃদয়্ মাঝে তার্ বাঁকা সাজে, উদয়্ হ'য়ে, আমি নিতান্ত তারি হই!
(ফুকা ইত্যাদি পূর্ব্বে লিখিত কোনো গানে আছে, এজন্য লিখিলাম না)

৩

[ঐ দলের জন্য ঐ সময়ে উত্তরী, মাথুর]

মহড়া।

সাধে কি সখি, রাধায়্ ভুলে থাকি, আছে ছিদামের্ অভিশাপ্।
শত বৎসরে শাপান্ত, সেই যুগ্ যুগান্ত, সই রে, হবে প্রাণান্ত!
বল কি করি সহচরি, উপায়্ তো নাহি হেরি,
শাপান্ত বিনা যাবেনা সন্তাপ্!

তেহারান।

রাই বিনে প্রাণে আমি আমি নই—জেনো সই!

চিতেন।

বচন কৌশলে ছলে, প্রাণ দহিলে প্রাণ সই!
আমি যথায়্ রই, কিন্তু আমার্ নিত্য ভবন্, সেই বৃন্দাবন্ ছাড়া নই!
(ফুকা)
ব্রজের্ লীলা খেলা, যখন্ পড়ে মনে; শূন্যময়্ সব্ হেরি নয়নে!
আহা! নিকুঞ্জ নিধুবন্, লীলার্ স্থল্ গোবর্দ্ধন্,
সই রে! গোষ্ঠে গোচারণ্, যমুনারি পুলিনে!
(ডবল ফুকা)
ধারা বহে সদা নয়নে—নির্জ্জনে—যখন্ নির্জ্জনে!
প্রাণেশ্বরী রাধা বিনে, আমি যেমন্ জলি প্রাণে,
সই রে, তেমনি তো রাই বৃন্দাবনে, দহে নিশি দিনে!
রাজ্য ভোগ্ মিছা—কেবল্ মনস্তাপ্!

৪

[ঐ দলের জন্য ঐ সময়—উত্তরী গান।]

(কালীয় দমনের ভাব—কালীয় নাগের স্ত্রীর প্রতি কৃষ্ণের উক্তি)

মহড়া।

একি প্রাণে সয়্? এমন্ নিষ্ঠুর্ নিদয়্, নাগের্ প্রাণ্ দণ্ড উচিত হয়্!
তোমার্ স্তুতিবাদ্ সুমিষ্ট, শুনিয়ে সন্তুষ্ট, সই রে, হ'লেম্ যথেষ্ট!
কিন্তু অনিষ্টকারী দুষ্ট, প্রাণে যে দিলে কষ্ট,
অরিষ্ট নষ্ট আ'জ্ না ক'র্লে নয়্!

তেহারান।

আ'জ্ আমি দিব তারে প্রতিফল্—এখনি!

চিতেন।

সরলে সরল আমি, খলের্ প্রতি সই, সরল্ নই!
অতি কপট, নট শঠ খলমতি, তোমার্ পাপিষ্ঠ পতি অই!

(ফুকা)

ব্রজরাখাল্ গণে, এসে গোচারণে; পিপাসায়্ সব্ তাপিত প্রাণে,
আসে জলাশে কালীদয়্, বিষধর্ দুরাশয়্,
সই রে, বধে বিষময়্ জল দানে জীবনে।

(ডবল ফুকা)

প্রাণের্ সমান্ আমার্ রাখাল্ গণ্—গোকুলের্—যত গোপালগণ্,
তাদের্ সঙ্গে চরাই ধেনু, কানু হ'য়ে বাজাই বেণু,
সইরে, তাদের্ মুখের্ উচ্ছিষ্ট বৈ, তৃপ্ত হয় না জীবন্!

(মেল্‌তা)

সেই রাখাল্ প'ড়ে সব্ ঐ শবময়!

৫

(পূর্ব্বোক্ত গানেরই পাল্‌টা)

উত্তরী ২য় সখীসম্বাদ।

মহড়া।

তোমার্ বচনে, তবে রাখি প্রাণে, যদি ছাড়ে সে হিংসা ছল্।
যদি স্বকুলের্ চাও কুশল্, চ'লে যাও রসাতল্,
সই রে, ত্যেজি এই জল্।
নইলে প্রচণ্ড ফণা দণ্ড, ক'র্ব্বো তার্ খণ্ড খণ্ড,
রা'খ্‌বোনা নাগের্ বল্ আর্ হলাহল্!

তেহারান।

তাই বলি, দলে বলে চ'লে যাও, এখনি!

চিতেন।

ব্রজের বালক প্রাণে, স্থধু বাঁ'চলে তো হবে না—
এই কালিন্দীর্ কাল জলে, ফণিফুলের্ কেউ আর্ থাকিতে পাবে না।

(ফুকা)

মধুর্ শ্রীবৃন্দাবন্, আমার্ লীলা ভবন্। কুঞ্জবন্ তায়্ যেন নন্দন্ বন্॥
দেব-দুর্ল্লভা যমুনা, নদীতে প্রধানা, সই রে,
তার মাঝে কি বিষ দহ হয়্ শোভন্?

(ডবল ফুকা)

দেব নর পশু পক্ষীকুল্, তৃষ্ণাকুল্, হ'য়ে জীবকুল্;
যে করে পান্ সে জীবন, তখনি হারায়্ জীবন, হায়্ রে,
নিদারুণ্ বঞ্চনা হেন, করিব আ'জ্ নির্ম্মূল্!

(মেলতা)

যেমন্ কাজ্, দিব তার্ আ'জ্ প্রতিফল্!

৬

(ঐ দলের জন্য ঐ সময়ে)

খেঁউড়।

মহড়া।

করি পরিহার্, অবলারে করহে উদ্ধার্।
অন্ধকূপে প'ড়ে আছি, থর থর কাঁপিতেছি,
ধর কর্, গুণাকর্, নরেশ্বর্;
হ'লো দেবযানী অধিনী আ'জ্ তোমার্!

তেহারান।

সঁপিনু তোমায়্, ও প্রাণ, জীবন যৌবন্!

চিতেন।

রমণী রঞ্জন তুমি—পুরুষ রতন্।
চন্দ্রবদন্; বিনি চন্দ্র কিরণ্, অঙ্গেরি বরণ্!
(ফুকা)
মন্মথ-মোহন্, কি নয়ন্, কটাক্ষে মোহে মন্।
দিবাপতি, জিনি দেহ জ্যোতি, ভূপতি লক্ষণ্॥
মৃগেরি সন্ধানে ভ্রমণ—অনুমান্ করি হেন—
(মেল্‌তা)
মম ভাগ্য গুণে বনে অভিসার্!

৭

সন ১২৮৬ সাল। ১৩ই ফাল্গুন্।

(কাঁশারি পাড়ার হাফ্ আখ্ড়াই দলের নিমিত্ত)

বসন্তের স্বরে সখীসম্বাদ।

মহড়া।

নবীন্ সন্ন্যাসী কেন হে সাজিলে?
হ'য়ে বিবাগী, কোথায়্ হরি চলিলে?
হায়্, নয়ন-রঞ্জন, দলিত অঞ্জন, সে কাল বরণ নাই;
কেন বিভূতি মাখিয়ে, শ্রীঅঙ্গ ঢাকিয়ে,
সজল জলদরূপ্ লুকালে?

(খা'দ্)

ত্যেজি পীতাম্বর্, পীতাম্বর্! কেন বাঘাম্বর্, পরিলে?

(ফুকা)

ডিমি ডিমি স্বরে, করে ডম্বুর্ আ'জ্ বাজিছে;
সদা ঢুলু ঢুলু আঁখি ঢুলিছে; ব্রজনাথ্ হে;
কিবা জটিল জটাধর্, সেজেছ নটবর্,
যেন নিজে হর্, ব্রজে উদয়্ হ'য়েছে!

(ডবল ফুকা)

বদনে ববম্বম্ রব্, শুনি অবিশ্রাম্—ত্যেজে রাধার্ নাম্!
মোহন্ বনমালা ফেলে, রুদ্রাক্ষ হার্ দোলে গলে,
শ্যাম্ হে, ধূতুরা আর্ বিল্বদলে, শোভা অনুপম্!

(মেল্তা)

গোকুলে একি রূপ্ আ'জ্ দেখালে!

তেহারান।

এ বেশে, এ বয়সে, কোথায়্ যাও বলনা?

চিতেন।

কমল বদন কেন, দেখি মলিন্ আ'জ্ ব্রজরাজ্?
ব্রজের্ মোহন্ বেশ্ ত্যজ্য করি, বংশীধারি, কেন ধ'রেছ নূতন্ সাজ্?

(ফুকা)

কেন যেতে যেতে, অমন্ ক'রে হে, ফিরে চাও?
ও কেউ দেখ্‌বে ব'লে, যেন শঙ্কা পাও! ব্রজনাথ্ হে,
নাহি চন্দ্রাস্যে সুহাস্য, ভাব্ যেন ঔদাস্য, একি রহস্য, এ দাসীরে ব'লে যাও?

(ডবল্ ফুকা)

মধুর অধরে নাই মধুর্ বাঁশরী, কেন মুরারি?
চরণে নাই নুপূর্ বেড়া, কটিতে নাই পীত ধড়া,
শ্যাম্ হে, শিরে শিখিপুচ্ছ চূড়া, নাহি হেরি হরি!

(মেল্‌তা)

রাখাল্‌রাজ্ রাখাল্ সাজ্ কি ত্যেজিলে?

৮

সন ১২৮৮ সাল, ৭ই মাঘ।

বসন্তের সুরে সখীসম্বাদ।

মহড়া।

জেনো নিতান্ত, বিনা রাধাকান্ত, রাধার্ গতি নাই সখি আর্।
কৃষ্ণ-চরণে প্রাণমন্, কুলমান্ এ যৌবন্, সই রে, সকল্ সমর্পণ্;
হৃদি আকাশে কাল শশী, উজ্জ্বল দিবা নিশি,
নয়নে সে বিনে সব্ অন্ধকার্!

তেহারান।

সেই কালা কুল-মান-প্রেমাধার্, শ্রীরাধার্!

চিতেন।

সাধে কি, গোকুলে সখি, কালা কলঙ্কী হ'য়ে রই ?
অঙ্গ শিহরে; মনোহরে, বংশীস্বরে, উদাস্ করে প্রাণ্, প্রাণ সই !

(ফুকা)

দাঁড়ায়ে ঐ দেখ, তমাল্ তরু মূলে ! হেরিলে রূপ্, নয়ন ভুলে !
গলে দুলিছে বনহার্, মরি কি শোভা তার্ ! সই রে !
কত সুধা রস্ মধুর্ হাসিতে গলে !

(ডবল ফুকা)

দলিত অঞ্জন বরণ—চিকণ—কাল বরণ !
কুটিল কটাক্ষ ফাঁদে, কামিনী কুরঙ্গী বাঁধে, সই রে,
কুল মান ভয় বধে, করি আকর্ষণ !

(মেল্তা)

ডুবেছে কালার্ প্রেমে মন্ আমার্ !

৯

কার্ত্তিক, ১২৯১ সাল।

[বাগবাজারের দলের নিমিত্ত]

শরতের সুরে সখীসম্বাদ।

মহড়া।

কপট্ কর্ণধার্, সখি, বুঝেছি কথায়্ !
সরসে, মধুর্ সম্ভাষে, সুহাসে, রসায়্ মন্ !
তাহে ত্রিভঙ্গ বাঁকা ঠাম্, শ্রীঅঙ্গ রসধাম্, অনঙ্গ মূর্ত্তিমান্ আ'জ্ যমুনায়্ !

তেহারান।

নয়ন রঞ্জন্ সই, কি কাল বরণ্ !

চিতেন।

প্রখর প্রবাহ সখি আ'জ্ যমুনার্ জলে।
পেয়ে প্রবল্ পবন সঙ্গ, করি নানা রঙ্গ, তরঙ্গ উথলে॥

(ফুকা)

ভয়ে কাঁপে প্রাণ্, সখি একি তুফান্!
দেখ সই, তরী টলে ঐ, হেরে হই হতজ্ঞান্! প্রাণ সই রে!
নবীন্ মাঝি তায়্, কি দায়্ ঘটায়্, যায়্ কুল মান্!

(ডবল ফুকা)

আমায়্ বলে "শুন রাই! অঙ্গে তোর্ নীলাম্বর্,
ভেবে তায়্ নীরধর্, সমীরণ্ ভয়ঙ্কর্, বহিতেছে তাই!"

(মেল্‌তা)

বিবসন্ ক'র্ত্তে চায়্ গো, একি দায়্!

১০

[ঐ সময়ে ঐ দলের নিমিত্ত ঐ ঐ উত্তরী]

মহড়া।

তোমায়্ অলক্ষ্যে, ক'র্ব্বো রক্ষে, ভেবো না!
করুণা, আরো ক'রো না; যন্ত্রণা, রবে না;
তুমি প্রধানা ব্রতদাসী, পবিত্র গুণরাশি, সাধ্য কার্ ক'র্ব্বে তোমার্ লাঞ্ছনা?

তেহারান।

দুর্জ্জন দমন্, করিব এখন্!

চিতেন।

কাতরে আমারে বারেবার্ করিছ স্মরণ্; প্রাণসই রে!
সখি, আমি সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্ব অন্তর্যামী, বুঝেছি বিবরণ্!

(ফুকা)

আরো নাহি ভয়, আমি হ'লেম্ উদয়!

দুরাচার, শত্রু যে তোমার্, হবে তার্ পরাজয়! প্রাণ সই রে!

খলের্ ছলনা, কুমন্ত্রণা, সব্ হবে লয়!

(ডবল ফুকা)

গুণবতি জেনো সার্—তব মান্ যদি যায়, অপমান্ আমার্ তায়,

ভক্ত যায় ব্যথা পায়, কষ্ট তায় আমার্!

(মেলতা)

ভক্তাধীন্ হরি আমি জাননা!

১১

[ঐ কালে ঐ ঐ ঐ]

মহড়া।

সখি, সাধে কি, রাধায় ছেড়ে আমি রই?

জাননা, দৈব ঘটনা; যন্ত্রণা, তাইতে সই;

আছে ছিদামের্ অভিশাপ্, তাই এত মনস্তাপ্,

শাপান্ত বিনা মিলন্ উপায় কৈ?

তেহারান।

অঙ্গ আধা, সই, শ্রীরাধা আমার্!

চিতেন।

একে তো দহিছে মন্ আমার্, বিরহে রাধার্! প্রাণসই রে!

তাহে দ্বিগুণ আগুন যেন, তব বাক্যবাণ, কেন সই হান আর্?

(ফুকা)

এই রাজ্য পদ্, বিপদ্ রাধা বিনে!

শুন সই, স্বরূপ্ তোমায় কই, রাধা বৈ, জানিনে—প্রাণ সই রে!

আমি যথায় রই, রাই ছাড়া নই, জেনো মনে!

(ডবল ফুকা)

ব্রজে যেমন্ দহে রাই; তেম্নি এই মথুরায়,

দহে তার্ শ্যামরায়্, মরমে মরি হায়্, উপায়্ কিছুই নাই!

(মেল্‌তা)

কি কব, আমি যেন আমি নই!

১২

[ঐ সময়ে ঐ ঐ ঐ]

মহড়া।

প্রিয়ে, ভেবো না, পূরাব আ'জ্ বাসনা!

সুহাসে, মধুর্ সম্ভাষে, সন্তোষে, বিলাসে,

নিশি বঞ্চিব প্রেমোল্লাসে, তুষিব নানা রসে, প্রেমাশে কোনো ত্রুটি হবে না।

তেহারান।

এখনি চল, নিকুঞ্জে তোমার্!

চিতেন।

তোমার মধুর বচনে, জুড়ালো জীবন্! প্রাণসই রে!

প্রেমের্ অধীন্ চিরদিন্ আমি, সর্ব্ব-চিত-গামী, বুঝেছি তোমার্ মন্!

(ফুকা)

তুমি বিরজা ছিলে গোলোক্ পুরী।

অসীমা, তোমার্ মহিমা, উপমা না হেরি! প্রাণ সই রে!

রূপে ত্রিসংসার্, কে আছে আর্, তুল্য করি?

(ডবল ফুকা)

তব গুণে মুগ্ধ মন্। অনুরাগ্ যে তোমার্,

তায়্ আবার্ অভিসার্, প্রেম্ ডোরে মন্ আমার্, করিলে বন্ধন্!

(মেল্‌তা)

রাই কুঞ্জে যাওয়া আমার্ হ'লোনা!

১৩

[বাবু যদুনাথ মল্লিকের বাটীতে যোড়াসাঁকোর দল হইতে সমুদ্র মন্থন কালে কৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ সম্বন্ধে এবং বক্তা কে তন্নির্দ্দেশ ব্যতীত যে গান হইয়াছিল, সেইরূপ কোনো কল্পিত গানের উত্তরে শরতের সুরে মনোমোহন বাবু নিম্নলিখিত গানটি বাঁধিয়াছিলেন।]

মহড়া।

একে অবলা, তাহে গোপবালা হই।
নাহি জ্ঞান্, তন্ত্র কি পুরাণ্; সে সন্ধান্, কাজ্ কি সই?
ছুটো রসাভাস্ ক'র্ব্বে সখি, বিপরীত্ একি দেখি—
আগমের্ টোল্ খুলে কি ব'স্লে সই?

চিতেন।

সদত মধুর বাক্যে সই, সুখী কর মন্। প্রাণ সই রে!
আজি বচন্ কৌশলে কেন, হর্ষে বিষাদ্ আনো, ঘটিল এ কেমন্?

(ফুকা)

তুমি চিরদিন, কিবা সরল্ ছিলে।
ভুলিলে, সে ভাব্ ত্যেজিলে, কুটিলে হইলে! প্রাণসই রে!
দুখের্ অনলে, পোড়াইলে, বাক্য ছলে!

(ডবল ফুকা)

সুজনের্ হয়্ সরল্ মন্।
জটিল কল্পনায়্, কি ফল বল তায়্, হেঁয়ালি যেন হায়্, তোমার্ এই বচন্!

(মেল্‌তা)

ভাব্ তোমার্ বুঝিতে আ'জ্ পা'র্ল্লে'ম কৈ?

১৪

[বাগবাজারের দলের নিমিত্ত উত্তরী খেঁউড়]

মহড়া।

বিনোদিনী প্রাণ্, ননদিনীর্ নিন্দা ক'রোনা!
সাধ্বী সতী ভগ্নী আমার্, সুপ্রভাত্ হয়্ নামেতে যার্,
অসত্য, অকথ্য, ক'য়োনা; সতী নিন্দার্ পাপে ডুবে ম'জো না!

চিতেন।

প্রফুল্ল কমল তুল্য প্রাণ্, বদন তোমার্।
সুধা ভাষে, সদা রসোল্লাসে, তুষ্‌তে মন্ আমার্॥
(ফুকা)
ত্যেজে সে স্বভাব্—সরল্ ভাব্; দেখি আ'জ্, একি ভাব্—
কপট্ ছলে, মিছা দ্বন্দ্ব তুলে, ঘটালে কুভাব্!
প্রেমিকা রসিকা হইয়ে, ব্যাপিকা হইলে!
(মেল্‌তা)
কেন কুমন্ত্রণায়্ বাড়াও যন্ত্রণা?

১৫

আসরী খেস্‌সা খেঁউড়।

মহড়া।

কি যুগল্ মূর্ত্তি! ভেলা কীর্ত্তি সহরে দেখাও!
চুণোগলির্ সাহেব্ বিবী, যেমন্ দেবা তেম্নি দেবী,
রকম্ বেশ্, কিন্তু শেষ্, থা'ক্‌লে হয়্—ঔরস্ ভাগ্‌নে হ'লে পাছে লজ্জা পাও!

চিতেন।

পাড়াগেঁয়ে জংলি আমায়্ হায়্, কও কথার্ কথায়্!
নিশি দিবা, দাসীর্ এত সেবা, সকল্ ভেসে যায়্!

(ফুকা)

অসভ্য ব'লে, ত্যেজিলে, আর্ আমায়্ নাহি চাও!

ঠাকুর্‌ঝিরে, নিয়ে গাড়ি ক'রে, তাই বেড়াতে যাও!

কোমর্ ঘেরা ঘাগ্‌রা পরায়ে, আয়ার্ সাজ্ সাজায়ে,

(মেল্‌তা).

তারে হোটেল্ ঘরে নিয়ে খানা খাও!

১৬

সন ১২৯১ সাল। ফাল্গুন্।

বসন্তের সুরে সখীসম্বাদ।

মহড়া।

করি প্রেমোদয়্, এমন্ সুখের্ সময়্, কেন নিরদয়্ কৃষ্ণধন্?

কিবা ঘটিল অপরাধ্, কি দোষে কালাচাঁদ্, রাই গো, সা'ধ্‌লেন্ সাধে বাদ্?

বিনা দোষে কি ত্যজেন্ হরি, সুধাই তাই ও কিশোরি,

কি পাপে এ তাপে দহে জীবন্?

তেহারান।

হায়্, কেন এমন্ হ'লো শ্রীরাধে, বলনা?

চিতেন।

উজ্জ্বল বিমল শশী, ষোল কলাতে পূর্ণ আ'জ্।

শুক্ল বসন পরি যেন বিভাবরী, সাজে তুষিতে ব্রজরাজ্!

(ফুকা)

পতির্ শোভা অতি, হেরে কুমুদ্বতী; পুলকে ঐ হাসিছে সতী!

পতির্ সুধা দান্ চকোরে, সতীর্ দান্ ভ্রমরে, রাই গো,

যেন অতিথি সেবে দাতা দম্পতি!

(ডবল ফুকা)

খঞ্জন খঞ্জনী, নাচে ঐ, দেখ সই—কিবা নাচে ঐ!

কুঞ্জের্ যত পশু পাখী, প্রেমালাপে সবাই সুখী, রাই গো,

এ সময়্ সেই বংশীধারী, কুঞ্জের্ হরি কুঞ্জে কৈ?

(মেল্তা)

এই ছিলেন্, কেন হ'লেন্ অদর্শন্?

১৭

[কৃষ্ণের মৃত্যুর পর পথিমধ্যে দৈত্য কর্ত্তৃক তাঁহার ষোড়শ শত নারী হরণ সময়ের উত্তরী গীত]

শরতের সুরে সখীসম্বাদ।

মহড়া।

পূর্ব্ব নিবন্ধন্, আছে ভাগ্যে এই লিখন্!

ভেবোনা, বিপদ্ রবে না—যন্ত্রণা, অল্পক্ষণ্!

দৈত্য পরশে মুক্তি লাভ্, পাষাণ্ কায়্ হবে সব্,

বৈকুণ্ঠে পাবে আবার্ শ্রীচরণ্!

চিতেন।

পঙ্কেতে পড়িলে হস্তিনী, প্রহারে ভেকে! প্রাণ সই রে!

সিংহ-বধূ শৃগালে হরে, দৈবে সব করে, দহে প্রাণ্ এই দুখে!

(ফুকা)

মিছে কাঁদিলে সখি, আর্ কি হবে?

ভাগ্যবল্—যেমন্ কর্ম্মফল্, অবিকল্ ফলিবে! প্রাণ সই রে!

পূর্ব্ব জন্মের্ পাপ্, তার্ মনস্তাপ্, কে খণ্ডাবে?

(ডবল ফুকা)

আছে ঋষির্ অভিশাপ্। যৌবন-মদে হায়্,

উপহাস্ ক'র্ল্লে তায়্, এখন্ আর্ কি উপায়্, মিছে পরিতাপ্!

সেই পাপে দৈত্যের্ হাতে মান্ হরণ্!

তৃতীয় স্তবক।

দাঁড়া কবি।

সন ১২৭৫ সাল, জ্যৈষ্ঠ।

কলিকাতা সিমুলীয়াস্থ গোবাগান পল্লীর সৌখীন সম্প্রদায়ের সহিত গঙ্গার পশ্চিম পারস্থ কোনো সুপ্রসিদ্ধ গ্রামে তৎসন্নিহিত কোনো গ্রাম্য সম্প্রদায়ের সঙ্গীত-সংগ্রাম হয়। তাহাতে গোবা-গানের দলে মনোমোহন বাবু নিম্নলিখিত আসরী গান কয়টি ঘরে বসিয়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন—তিনি তথায় নিজে উপস্থিত ছিলেন না, তথাপি উত্তর প্রত্যুত্তর স্থলে গানের পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন ঘটে নাই। ফলতঃ আসরী গান রচনায় যত গুণপণা আবশ্যক, উত্তরী গানে তত নয়, যেহেতু দ্বিতীয় তৃতীয় গান এমন ভাবে করিতে হইবে, যে, উত্তরদাতা যে কোনো উত্তরই দিউন, তাহাতেই তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু উত্তরদাতা আবার তেমন যোগ্য হইলে আসরী গানকর্ত্তার অভিপ্রায় কখনো কখনো উল্টা-ইয়া দিতে সমর্থ হয়েন। সে যাহাহউক, আমরা কিন্তু ক্রমশঃ দেখিয়া আসিতেছি, মনোমোহন বাবুর রচিত আসরী গানের পক্ষে সে ব্যাঘাত প্রায় ঘটে নাই—যদি ক্বচিৎ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়া থাকে তো দুই একটা কথার—প্রধান ভাবের নয়।

এই আসরে মনোমোহন বাবুর গানের উত্তরে প্রতিপক্ষীয় দল যে সব উত্তরী গান গাহিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় সেই গান

কয়টি কি তত্তাবতের ভাব পর্য্যন্তও পাওয়া গেল না। সুতরাং পাঠকবৃন্দকে সে পক্ষে সন্তোষ দানে সমর্থ হইলাম না। তবে শুনা গিয়াছে, যেরূপ উত্তর পাইলে মনোমোহন বাবুর অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হওয়া সম্ভব অর্থাৎ যে প্রকার উত্তরের সম্ভাবনা বিবেচনায় তিনি পাল্‌টা গীতগুলি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপই ঘটিয়াছিল। কাজেই সম্পূর্ণ জয়ের ত্রুটি ঘটে নাই।

প্রথম সখীসম্বাদ।

মহড়া।

যোগী বেশে আ'জ্ কোথায়্ চ'লেছ ? *
বল শ্যাম্, গুণধাম্, মনের্ রাগে কি বিরাগে, কিবা কার্ সোহাগে,
বিবাগী গৃহত্যাগী হ'য়েছ ?
বিভূতি অঙ্গে মেখেছ !
যেতে যেতে, শ্যাম্, কেন শঙ্কা পাও ?

* যদিও এই গানের যে ভাব, তাহা হাফ্ আখ্‌ড়াই বা দাঁড়া কবির অন্য গানেও আছে, তথাপি সুরের ভিন্নতায় ভাবের বেশ বিন্যাসের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হইবে বলিয়াই ইহা সন্নিবেশিত হইল। ফলতঃ ভরসা করি, যে যে স্থলে একভাবের দুইটি বা (কখনো) তিনটি গান দৃষ্ট হইবে, তাহা যে ঐ কারণেই প্রকটিত, তাহা পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ পূর্ব্বক পৌনরুক্তি দোষের মার্জ্জনা করিবেন। একভাবে একাধিক গান রচনায় দুইটি কারণ বুঝা যাইতেছে ;—প্রথমতঃ যে ভাবটি কোনো স্থলে জয়ের প্রধান কারণ হইয়াছে এবং তজ্জন্য কবিবর বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছেন, বহু বৎসর পরে অন্য স্থলে ও অন্য দলে বা অন্যবিধ সঙ্গীত-সংগ্রামে তাহা প্রয়োগ করিতে স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি হয়। তখন হয়তো মনে হইতে পারে, যে, পূর্ব্বে যে ঐ ভাবে গান রচিত হইয়াছিল, তাহা লোকের স্মৃতিতে নাই, অথবা উভয় স্থলের শ্রোতা বিভিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ যখন কোনো দলের লোক সময় থাকিতে না আসিয়া গাহিবার ঠিক প্রাক্কালেই গান বাঁধিতে অনুরোধ করেন, তখন পুরাতন ভাবটি তাড়াতাড়ি নূতন বেশে সজ্জিত করিয়া দেওয়া স্বাভাবিক। এ স্থলে প্রথম কারণও সহায়তা করিয়া থাকে।

যেন কারে দেখে, দাঁড়াও থেকে থেকে,
চন্দ্রা দাসীর্ দিকে, একবার্ ফিরে চাও!
কত সুহাসে, সুভাষে, সুরসে, সন্তোষে, বিলাসে দাসীরে কা'ল্ তুষেছ!

চিতেন।

অমল শ্যামল তব কমল বদন্,
আহা! মলিন হ'য়েছ হরি, বল কি কারণ্?
একি ভাব, আ'জ্ তব, দেখি শ্যাম্?
অঙ্গ থর থর, কাঁপে নিরন্তর, আঁখি নীরধর, ঝুরে অবিশ্রাম্!
নাহি চন্দ্রাস্যে সুহাস্য, একি হে রহস্য? কেন হে ঔদাস্য ভাব্ ধ'রেছ?

দ্বিতীয় সখীসম্বাদ।

মহড়া।

বিনয়্ করি শ্যাম্, গৃহে ফিরে যাও।
ব্রজরাজ্, পাবে লাজ্,
একবার্ ভাংতে গে রাধার্ মান্, ভেঙেছ আপ্নার্ মান্;
আবার্ কি সেই হত-মান্ হ'তে চাও?
যেয়োনা আমার্ মাথা খাও।
আহা মরি! আর্ হরি, কেঁদো না!
থাক দুদিন্ স'য়ে, যাবে সেধে নিয়ে, রাগের্ মাথায়্ গিয়ে, এখন্ সেধো না!
বঁধু, একবার্ তো গিয়েছ, পায়্ ধ'রে সেধেছ,
বারেবার্ পদাঘাত্ আর্ কেন খাও?

চিতেন।

চতুরালি বনমালি খা'ট্বে না এবার্!
রাধা জেনেছে কপট প্রেম্ যেমন্ হে তোমার্!

ভেবেছ কি, ছাই মেখে ভুলাবে?
তোমার্ বাঁকা নয়ন্, বাঁকা ভঙ্গী চরণ্, ভৃগু-চিহ্ন ধারণ্, কিসে লুকাবে?
হেরে তোমারে সমক্ষে, চিন্‌বে রাই কটাক্ষে,
পরীক্ষে ক'রে কেন লোক্ হাসাও?

তৃতীয় সখীসম্বাদ।

মহড়া।

তোমায়্ নিয়ে শ্যাম্ বড় হ'লো দায়্।
কেশব, কি কব,
দেখি স্বভাবে অভাব, প্রলাপ যে তব, মাধব, এ বিকারে কি উপায়্?
দেখিয়ে বিদরে হৃদয়্।
সেধে কেঁদে, আর্ তোমার্ শক্তি নাই!
এবার্ তোমার্ হ'য়ে, না হয়্ আমি গিয়ে, ছুটো ব'লে ক'য়ে, রাধারে বুঝাই!
যদি কথায়্ না ফিরে চায়্, সা'ধ্‌বো তার্ ধ'রে পায়্,
আর্ তোমার্ এ দশা কি দেখা যায়?

চিতেন।

এত সাধা, এত কাঁদা, এত ভয়্ যদি;
তবে মজিলে মজালে কেন, হে গুণনিধি?
আমি মরি, তায়্ ক্ষতি নাই হরি!
ব্রজের্ বংশীধারী, হ'লো জটাধারী, ওরূপ্ সৈতে নারি, বল কি করি?
তোমার্ বিভূতি বিভব, এ নহে সম্ভব, এ সব শব সাধনেরি প্রায়্!

[ঐ আসরে নিম্নলিখিত খেঁউড় কয়টি হয়।]

প্রথম খেঁউড়।

(পদ্মের প্রতি অলির উক্তি)

মহড়া।

প্রাণ্ রে আ'জ্ মনের্ কথা আমায়্ খুলে কও;—
দিবসে সরসে থাক, মধুদানে সুখে রাখ, কেন নিশিতে মুদিতা হও?

কেন লো প্রাণ্ কমলিনি, স্বভাবের্ বশ্ নও?
হ'য়ে রসবতী, যুবতী; পিরীতি, কি রীতি, জাননা;—
নিশি-যোগে, রয়্ সুখ ভোগে, সবে দেখ না!
হ'য়ে খণ্ডিতা, তাহে বঞ্চিতা, আছ প্রাণ্! কেন সুখের্ সময়্ দুখে রও?

চিতেন।

যদি উভয়ে যতন করে, তবেই পিরীত্ রয়্;—
সুখোদয়্; নৈলে দুখে দয়্—সদাই জ্ব'ল্‌তে হয়্!
ওলো সুলোচনা ললনা, বলনা, ছলনা, ক'রোনা;
সাধে সাধে, কও কি বিষাদে, ঘটাও যন্ত্রণা?
প্রেম প্রভাবে, সরল্ স্বভাবে, নাহি রও—পতির্ মর্ম্মে ব্যথা কেন দেও?

দ্বিতীয় খেঁউড়।

মহড়া।

হায়্ রে তোর্ চোরা পিরীত্, তপনের্ সনে!
ভোগা দিতে আমায়্ সুধু, খেতে দেও প্রাণ্ মুখের্ মধু,
কিন্তু প্রাণের্ বঁধু গগণে!
পদ্মি লো, আর্ সতীপনার্ বড়াই করিস্ নে!
দেখে দিনমণি, তখনি, অমনি, হও ধনি, সুখিনী;—
বসন খুলে, চাঁদ্ বদন্ তুলে, চাও তখন্ জানি!
অস্তে গেলে সে, অম্‌নি বিরসে, ঢাকিস্ মুখ্; ছি ছি ধিক্ অসতীর্ জীবনে!

চিতেন।

ওলো, পুরুষ পরশমণি, তাকি জাননা?
সে রতন্, ক'রে পরশন্, নারী হয়্ সোণা!
পুরুষ্, পাঁচ্ ফুলেতে বসিলে, তায়্ কুলে, কোন্ কালে, ড্যাংরা হয়্?
সে ছল্ তুলে, আপনার্ দোষ্ ঢাকিলে, ঢাকা পড়্‌বার্ নয়্!
ওলো সুন্দরি, তোর্ সব্ চাতুরী, বুঝেছি;—আর্ কি চিরকাল্ রয়্ গোপনে?

তৃতীয় খেঁউড়।

মহড়া।

ধিক্ লো ধিক্, কালামুখ্ আর্ কারু দেখাস্‌নে!
পর-পতি-রসোল্লাসে, ভেসে বেড়া'স্ হেসে হেসে,
এমন্ ধিক্ জীবন্ আর্ রাখিস্ নে!
কি দশা তোর্ হ'লো, একবার্ ভেবে দেখিস্‌নে!
ছিলি ফুলেশ্বরী, সুন্দরী—অপ্সরী, কিন্নরী, হেরে যায়্;
মজার্ আশে, তুই অবশেষে, ধ'ল্লি ব্যাঙের্ পায়্!
বুকে তুলে ঠ্যাং, ডাকে গ্যাঙর্ গ্যাং, কোলা ব্যাং,
মুখে মুত্‌লে তাও তো ছাড়িস্‌নে!

চিতেন।

পদি, তুই যেমন্, তোর্ দিদী তেমন্, সমান্ দুই সতী!
নিশাচর্, সেই নিশাকর্, তার্ উপপতি!
দিয়ে কুলে কালী, ঢলালি, মজালি, মজিলি, ছিক্ লো ছি!
লজ্জা শরম্, তোদের্ নাইকো ধরম্, অধিক্ ব'ল্‌বো কি!
পতির্ কুচ্ছাতে, মিছে নিন্দাতে, মেতেছিস্;
আপ্‌নার মুখ্ পুড়েছে জা'ন্‌ছিস্‌নে!

নিম্নলিখিত দাঁড়া কবির (তিনটি সখীসম্বাদ ও তিনটি খেঁউড়) ছয়টি গান উক্ত গোবাগানের দলের নিমিত্ত মনোমোহন বাবু কর্ত্তৃক রচিত হয়। এবারে শিবপুরে এই সংগীত-সংগ্রাম (বোধ হয়) ১২৭৬ সালে হইয়াছিল।

প্রথম সখীসম্বাদ।

মহড়া।

মানিনী হইলে রাই কি কারণ্?
রমণী ভূষণ, সেই মান বটে, কিন্তু মানের্ সময়্ তোমার্ নয়্ এখন্!

সুখের্ সময়্, দুখের্ ভাবে, কেন গো মগন্?
করি মানা, এ মান্ ক'রো না। ওগো রাই গো!
সা'জবে না, সবে না; এ মান্ রবেনা, সুখের হবে না, সুধুই যাতনা!
কর কৃষ্ণ-প্রেমে মানের্ বিসর্জ্জন্!

চিতেন।

হ'লো সুখের্ উদয়্, দুখের্ নিশি পোহালো।
সে বিরহ জ্বালা আজি জুড়ালো!
হ'লেন্ সদয়্, কৃষ্ণ দয়াময়্! ওগো রাই গো!
প্রেমোদয়্, সুখোদয়্, হ'লো ভাগ্যোদয়্, এ সময়্,
কেন হয়্, তোমার্ মানোদয়্?
কেন সুলক্ষণে কর অলক্ষণ্?

পূর্ব্বে প্রকাশিত ১২৮৩ সালের (বাবু যদুনাথ মল্লিক মহাশয়ের বাটীর) হাফ্‌আখ্‌ড়াই সংগ্রামে এই প্রভাসের মানের ভাবে যোড়াসাঁকোর দল যেমন প্রতারিত, সুতরাং পরাজিত হইয়াছিলেন, শিবপুরের এই দাঁড়া কবির যুদ্ধেও গোবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ভাগ্যে অবিকল তাহাই ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ চন্দ্রাবলী-সংক্রান্ত মান ভাবিয়া সেই ভাবের উত্তর দিয়া হারিয়া গেলেন! এ গান যদু বাবুর বাটীর গাহনার বহু পূর্ব্বে হয়; এ গানে প্রভাসের ইঙ্গিত আরো স্পষ্টতর, তথাপি প্রতিপক্ষীয় বাঁধনদার কিছুমাত্র সাবধান হয়েন নাই। সুযোগ্য বাঁধনদার হইলে এরূপ ঘটিত না।

দ্বিতীয় সখীসম্বাদ।

মহড়া।

সে ধন মিলনে মান্ কি জন্যে?
যাহারি কারণে, বৃন্দাবনে তুমি, শত বৎসর্ কেঁদেছিলে অরণ্যে!

মানের্ বেদন্, তোমার্ মতন্, কে জানে অন্যে?
হারাধনে, পেয়ে নির্জ্জনে, ওগো রাই গো!
কেমনে, কোন্ প্রাণে, রবে ছার্ মানে? শ্রীহীনে, মলিনে, যার্ বিহনে!
হ'লে যার্ লাগি বিবাগী, রাজ্‌কন্যে?

চিতেন।

ও যার্ প্রেমের্ লাগি, গৃহত্যাগী হ'য়েছ;
সে গোকুলের্ কুলে কালী দিয়েছ;
কেঁদে কেঁদে, ও যার্ বিচ্ছেদে, ওগো রাই গো!
গোপীকার্, সবাকার্, হ'লো শবাকার্; অনিবার্, হাহাকার্; মরি যার্ খেদে!
এসে প্রভাসে যার্ হ'লে শরণ্যে! *

তৃতীয় সখীসম্বাদ।

মহড়া।

এই অভিমান্ আর্ তোমার্ কে সবে?
সাধে কি অসুখী, বিধুমুখি, আমি—মানে মান্ হারালে তখন্ কি হবে?
আর্ কি তোমার্ সে কালাচাঁদ্, আছে সে ভাবে?
ব্রজে হরি, ছিলেন্ তোমারি! ওগো রাই গো!
সে কানাই, তেমন্ নাই, এখন্ শত রাই মিলেছে—পেয়েছে কত সুন্দরী!
আর্ কি তোমায় পায়ে ধ'রে সাধিবে?

চিতেন।

এত যদি মনে ছিল রাধে গো তোমার্;
এ প্রভাসে তবে আসা কেন আর্?
কথার্ ছলে, মিছে জ্বালালে! ওগো রাই গো!
কি ছিলে, ভুলিলে? এখন্ কি হ'লে! মজিলে, মজালে, বিপদ্ ঘটালে!
কেন হারানিধি পেয়ে হারাবে?

* কবি ও কীর্ত্তনের গানে "শরণ্য" শব্দটী শরণাগত শব্দের স্থলে চিরকাল ব্যবহৃত।

প্রথম খেঁউড়।

মহড়া।

প্রাণ্ রে, এর্ মর্ম্ম কথা, কও আমার্ কাছে;—
সাধ্বী সতী ভগ্নী তোমার্, পতি থা'ক্তে পতি আবার্ কেন চায়্?
এমন্ কোন্ বিধানে লিখেছে?
ননদীর্ যে ছেলে আছে, বর্ কি শুনেছে?
কারে প্রেমের্ ফাঁদে ফেলেছে? সুহাসে, সুরসে, তুষেছে?
ছলা পেতে, কার্ মাথা খেতে, এ কল্ ক'রেছে?
মৎস্যগন্ধা নাম্, ছিল অনুপম্, জানিতাম্! কিসে পদ্মগন্ধা হ'য়েছে?

চিতেন।

ওহে প্রাণনাথ্, এক্ রসের্ কথা তোমারে সুধাই—
শরমে, মরি মরমে, হায়্ একি শুন্তে পাই!
আমার্ রসবতী ননদী, বিনোদী, প্রমোদী, প্রমাদী!
ষোলকলা, প্রেম্ রসের্ খেলা, চায়্ নিরবধি!
পতি বিরহে, আবার্ বিবাহে, মেতেছে!
আপ্নি বর্ নাকি ফের্ জুটিয়েছে?

দ্বিতীয় খেঁউড়।

মহড়া।

প্রাণ্ রে, কোন্ গোত্রে বিয়ে দিবে তার্ এবার্?
দ্বীপের্ মাঝে দিনের্ বেলা, পরাশর্ ঘটিয়েছে জ্বালা, যথন্ হায়্!
তখন্ পিতৃ গোত্রে নাই তো আর্!
বেদব্যাস্কে ডেকে জানো ব্যবস্থা ইহার্!
তিনি ঋষিপুত্র, পবিত্র; সুপাত্র, সুছাত্র, কয়্ সবে!
নিয়ে তন্ত্র, মায়ের্ বিয়ের্ মন্ত্র, আপ্নি পড়াবে!

ছিল তপোধন্, হ'লো রাজ্নন্দন্, সে এখন্!
এম্নি গুণের্ ভগ্নী, প্রাণ্ তোমার্!

চিতেন।

এমন্ গুণের্ ভাই যার্, তার্ কি বার্ বার্, বর্ পাবার্ ভাব্না!
একটী যায়্, আবার্ নূতন্ পায়্, বিচ্ছেদ্ ভোগে না!
একে সর্ব্বনাশী রূপসী, ষোড়শী; তাতে সে বিলাসী;
খেয়া নৌকা, সে বাইতো একা, তারে সাবাসি!
দিনে শতবার্, ক'রে যাত্রী পার্, শেষে হায়্,
পোড়া পেট্টী চাকাই হ'লো ভার্!

তৃতীয় খেঁউড়।

মহড়া।

হায়্ রে এই দুখে আমার্ পুড়্ছে পোড়া মন্!
ম'র্ব্বে ছুঁড়ী পালা খেটে, দিন্ কতক্ কাল্ ছাপর্ খাটে, শুয়ে হায়্,
আবার্ সার্ হবে তার্ কুশাসন্!
দুপাশে কি শুতে রাজি হবে না দুজন্?
না হয়্ কও গে ঋষির্ চরণে, ভাই ব'নে, দুজনে, মিলিয়ে;—
একেবারে, দেয়্ ছেড়ে এরে, দয়া করিয়ে!
তবে জ্বালা যায়্, ছুঁড়ী আসান্ পায়্, দায়্ এড়ায়্!
নৈলে জোড়া ষাঁড়ে বাঁ'ধ্বে রণ্!

চিতেন।

হ'য়ে আমায়্ রুষ্ট, দুষ্ট কথা কৈলে কি হবে?
তাতে কি আমার্ ঠাকুর্ ঝি, সতী নাম্ পাবে?
হ'য়ে কুলবালা প্রবলা, যে লীলা, যে খেলা, খেলেছে;
পথে ঘাটে, আর্ হাটে মাঠে, সবাই জেনেছে!

পেয়ে যুবা বর্, বুড়ো পরাশর্, হ'লো পর্—
ও সে শিকায়্ তোলা থা'ক্ এখন্!

[১২৭৭ সালের ৮ কার্ত্তিক পূজার রজনীতে কলিকাতা-সিমুলিয়াস্থ বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নান মহাশয়ের ভবনে সখের দাঁড়া কবি।]

পাণিহাটীর দলের ধর্ত্তা। গোবাগানের দলের উত্তর।

মনোমোহন বাবু গোবাগানের দলের পক্ষে নিম্নলিখিত উত্তরী গান চারিটি বাঁধিয়া দেন। বলা বাহুল্য, অন্যান্য (সর্ব্ব) স্থলের ন্যায় এখানেও গীত রচনা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ গৌরব ও জয় হইয়াছিল। অনেক গুণজ্ঞ শ্রোতা বলিয়াছিলেন "এখনকার উত্তরী দূরে থাকুক, আসরী গানেও এমন সুন্দর রচনা আর দেখা যায় না।"

পাণিহাটীর দল সখীসম্বাদে কালীয় নাগের স্ত্রীর উক্তিতে কৃষ্ণের স্তুতি গান গাইয়াছিলেন। মনোমোহন বাবু এই উত্তর দেন।

প্রথম সখীসম্বাদের উত্তর।*

মহড়া।

দুষ্ট জনে সই দণ্ড উচিত হয়্।
ললনা, জাননা;—দুষ্ট দুর্জ্জন দমনে, শিষ্টের পালনে,
ভুবনে হ'য়েছে আমার্ উদয়্!
সুজনে আমি দয়াময়্।
বিষহরি নাম্ ধরি রূপসি!
এই চরাচর, দহে নিরন্তর, এই বিষধর—কালীয়-বাসী!
আমার্ গোপাল-রক্ষক, প্রাণের বালক, বধে সে প্রাণে নাহি করে ভয়্!

---

* হাফ্ আখ্ড়াই পরিচ্ছেদে এই ভাবের যে উত্তরী গান আছে, তাহা এই দাঁড়া কবির অনেক পরে রচিত।

চিতেন।

সরলে সরল আমি খলের কেহ নই।
অতি কপট খল্ মন্দমতি, তোমার্ পতি ঐ!
শুন ধনি! এই কালিন্দীর জল্;
ব্রজরাখাল্ গণে, এসে গোচারণে, তার জলপানে, হয় সুশীতল্!
হ'য়ে পিপাসায়্ চঞ্চল, প্রাণেতে ব্যাকুল,
যে আসে, জল আশে, নাশে তায়্!

দ্বিতীয় সখীসম্বাদের উত্তর।

মহড়া।

তবে আমি সই করি মার্জ্জনা;
নাগিনি, ও ধনি! যদি সদলে কালিয়ে, এ জল ত্যেজিয়ে,
পলায়্ সে ছেড়ে দুষ্ট মন্ত্রণা!
যন্ত্রণা তবে রবে না।
তা না হ'লে, আ'জ্ তারে দেখাব;
তার্ ফণাদণ্ড, করি খণ্ড খণ্ড, নাগের্ প্রাণদণ্ড, এখন্ করিব!
জীবের্ হিংসাতে করে ছল্, পাবে তার্ প্রতিফল্,
নাগের্ বল্ হলাহল্ আর্ রা'খ্‌বো না!

চিতেন।

ব্রজের বালক সুধু বাঁ'চ্‌লে কি হবে?
তোম্‌রা, কালিন্দী জলেতে আর্, কেহ না রবে!
মিষ্ট স্তবে, সই তুষ্ট হ'য়েছি!
এলেম্ রুষ্ট মনে, যত দুষ্ট গণে, আ'জ্ ব'ধ্‌বো প্রাণে, সে রাগ্ ত্যেজেছি!
যদি স্বকুলের্ কুশল্ চাও, স্বপতির্ কাছে যাও,
বুঝাও গে ছাড়ুক্ হিংসা ছলনা!

প্রথম খেঁউড়ের উত্তর।

(রাবণের ভগ্নী কুম্ভীনসীকে মথুরার রাজা মধুদৈত্য হরণ করিয়াছিল, সেই ভাবে রাবণের প্রতি মন্দোদরীর উক্তিতে আসরী গান গাওয়া হয়, সুতরাং উত্তরী গান রাবণের উক্তিতে)

মহড়া।

প্রাণ্ রে, সুপাত্রে ভগ্নী আত্ম সঁপেছে!
সুশীলা ননদী তোমার্, রেখেছে সে কুলের্ আচার্,
ও তার্ ভাগ্য গুণে মিলেছে!
হরিয়ে বিষাদ, প্রিয়ে, ইথে কি আছে?
ও সে মথুরাতে ভূপতি—সুমতি, সুগতি, সকল্ তার্!
রাক্ষস্ কুলে, আর্ দৈত্যকুলে, মিলন্ চমৎকার্!
নৈলে রূপসি, ওলো প্রেয়সি, দেখনা—যেমন্ তোমায়্ আমায়্ ঘ'টেছে!

চিতেন।

মিছে, কথার্ ছলে কৌশলেতে কর অকৌশল্।
যন্ত্রণা দিতে মন্ত্রণা, এ তোমার্ কেবল্!
হ'য়ে প্রাণাধিকে, প্রেমিকে, রসিকে; ব্যাপিকে হইলে!
মনের্ সন্দে, এই মিছে নিন্দে, কোথা শিখিলে?
হ'য়ে উন্মত্ত, ছি ছি কুতত্ত্ব, তুল্‌ছো প্রাণ্! কেন এমন্ দশা হ'য়েছে?

দ্বিতীয় খেঁউড়ের উত্তর।

মহড়া।

প্রাণ্ রে, আ'জ্ আ'ন্‌লেম্ তুমি বড় কুঁহুলে!
দৈত্যকন্যা আপ্‌নি হ'য়ে, রাক্ষসের্ কোলেতে শুয়ে, র'য়েছ!
কেবল্ পরের্ বেলাই যাও ভুলে!
আত্ম-ছিদ্র না দেখিয়ে ড্যাংরা দেও কুলে!

তুমি যেমন্ নারী জেনেছি, বুঝেছি, ভুগেছি ;—সেই একবার্ ;
ঢাক্‌নি খুলে, প্রাণ্ রক্ত খেলে, ঋষি সবাকার্!
হ'য়ে কুলের্ বৌ, এমন্ নোলা কেউ, করে না! নারী না হ'লে দিতাম্ শূলে!

চিতেন।

ওলো, এমন্ ক'রে বুঝিয়ে দিলেম্, তবু হ'লো না!
ললনা, তোমার্ ছলনা হায়্, তবু গেল না!
আছে ইচ্ছাবরী সব্ কুলে, কি ব'লে, কি ছলে, ছ'ল্‌তেছিস্?
কটু ভাষে, যা মুখে আসে, তাই তো ব'ল্‌তেছিস্!
পতির্ নিন্দাতে, সতীর্ কুচ্ছাতে, মেতেছিস্! কিসে ক'চ্ছিস্ কথা মুখ তুলে?

কলিকাতা আহিরীটোলায় সন ১২৭৭ সালের শ্রীশ্রীপঞ্চমী পূজার রজনীতে সখের দাঁড়া-কবি-সংগ্রামে আসরী পক্ষে বাক-সাড়ার ও উত্তরী পক্ষে গোবাগানের দল। প্রভাস-মিলন-কালে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার আক্ষেপোক্তিতে আসরী গান গাওয়া হইলে মনোমোহন বাবু নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছিলেন।

প্রথম সখীসম্বাদের উত্তর।

মহড়া।

রাধে! সাধে কি স'য়েছ?
প্রেমময়ি! শুন কই, ছিল ছিদামের্ অভিশাপ্, মনস্তাপ্ তাই!
এখন্ শাপান্তে আবার্ আমার্ হ'য়েছ!
হ'লো পুনর্ব্বার্, শোভা কি চমৎকার্, কিবা নবরূপ্ ধ'রেছ!
যেন মেঘ অন্তে হ'লো চন্দ্রোদয়্!
যেমন্ ঘুচিয়ে হেমন্ত, উদিলে বসন্ত, তেম্নি আ'জ্ ভাব্ সুখময়্!
এসো হৃদয়্ কমলে কমলিনি! ব'সো সেই ভাবে ব্রজে যেমন্ ব'সেছ!

চিতেন।

আমার্ অন্তরে যে করে, হায়্ প্রাণ্ বিদরে, শুনে রাই তোমার্ যন্ত্রণা!
অঙ্গ আধা, তুমি প্রাণের্ রাধা, আমি প্রেমে বাঁধা, জাননা!
ভিন্ন দেহ বটে, কিন্তু ভিন্ন নই!
আম্‌রা অভিন্ন রাধাশ্যাম্, বিভিন্ন সুধুই নাম্, লীলাতে ভিন্নরূপে রই!
তুমি যন্ত্রণা পেয়েছ একা তো নয়—যেমন্ পেয়েছ, তেম্নি জ্বালা দিয়েছ!

দ্বিতীয় সখীসম্বাদের উত্তর।

মহড়া।

রাধে! মনে আর্ ভেবোনা!
যথা রই, প্রেমময়ি, মনে জেনো এই সারোদ্ধার্, কিশোরি গো!
তোমার্ অন্তরের্ অন্তর্ হ'য়ে রব না!
এমন্ মিলন্ রসে, বিচ্ছেদ্ হুতাশে, মিছে বিরসে থেকো না!
প্রেমের্ বিধু তুমি, আমার্ প্রেমাধার্!
বিনা ও সুধা অধর, এ হৃদয়্ চকোর, কিছুতেই জুড়ায়্ না আর্!
আমি সেই সুধা প্রয়াসী, প্রেয়সি গো!
তোমার্ প্রেম্ সুধা বিনা জীবন্ রবে না!

চিতেন।

যদি বারে বার্ অবতার্, রাই বৈ নয়্ আমার্, এ ভ্রান্তি তবে কেন আর্?
কালে কালে, ঐ চরণ্ তলে, আছি জলে স্থলে, অনিবার্!
মহা প্রলয়্ কালে, যখন্ ভেসেছি;
হ'য়ে পুরুষ প্রকৃতি, যুবক যুবতী, সেই ভাবেই তো র'য়েছি!
বটপত্র রূপ্ তোমারে করিয়ে, রাই! বিনা সেই আশ্রয়্ অন্য কিছুই ছিলনা!

ঐ আসরে ভোজ-রাজার পুত্রের প্রতি ভোজ-রাজার পুত্র-বধূর উক্তিতে ভোজ-রাজ-নন্দিনী কুন্তী দেবীর গর্ভে দেব-ঔরসে

পাণ্ডবগণের জন্ম উপলক্ষে কুন্তীকে অসতী বলিয়া ধর্ত্তা খেঁউড় গাওয়া হয়। মনোমোহন বাবুর উত্তর এই ;—

প্রথম খেঁউড়ের উত্তর।

মহড়া।

প্রাণ্‌রে অসতী নহে ননদী তোমার্!
আছে এমন্ পূর্ব্বাবধি, ক্ষেত্রজ সন্তান বিধি, জান না?
সকল্ রাজ্ কুলেই এই কুলাচার্!
মিছে সন্দে, সতী নিন্দে, ক'রো না লো আর্?
দেখ, ক্ষত্র কুলে, তা হ'লে, সকলে, সমূলে, ম'জেছে—
এম্নি ক'রে, প্রাণ্ অনেক্ ঘরে, বংশ র'য়েছে!
মুনি দুর্ব্বাসার্, বাক্যে তার্, হ'লো সুসন্তান্! তাতে দেবাংশে দেব্ অবতার্!
দেব-মাহাত্ম্য, আগে সে তত্ত্ব, জেনো সার্; তবে কুতর্কটি তুলো তার্!

চিতেন।

ছি ছি বিনোদিনি, এ কুবাণী, ব'ল্লে কেমনে?
অবলা হ'য়ে সরলা নও, এই জ্বালা প্রাণে!
তুমি জেনেও যেন জান না, মান না;—যন্ত্রণা, দেও কেবল্!
কুল-বধূ, হায়্ মুখে মধু, হৃদে হলাহল্!
মন্দ রটাতে, দ্বন্দ্ব বাঁধাতে, মন্ তোমার্!
দেখ্‌ছি, সার্ ফেলে তাই চাও অসার্!
বুঝে অবস্থা, দিলে ব্যবস্থা, দুর্ব্বাসা; যাতে ঘুচে যাবে ধরার্ ভার্!

ইহার পাল্‌টা উত্তরে তাঁহারা কতকগুলি কটূক্তি ব্যবহার করেন। তদুত্তরে মনোমোহন বাবু নিম্নস্থ এই ভূতঝাড়ানের গান বাঁধেন। এই গানে আসরে অত্যন্ত বাহবা পড়ে। ফলতঃ শাস্ত্রোক্ত এই প্রকার অসতী-সম্বন্ধীয় খেঁউড়ের গানে যাহারা

ছুটো ব্যঙ্গ ও রঙ্গ-মূলক কথা সাজাইয়া সজোরে গাইতে পারে, তাহাদিগেরই জয় হয়। এস্থলে সম্পূর্ণরূপে তাহাই ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় খেঁউড়ের উত্তর।

মহড়া।

আয়্ লো প্রাণ্, ঝাঁপান্ খুলে ঝাড়াই তোমারে!
একটু খানি র'সো র'সো, বাণ্, মারি প্রাণ্ স'রে এসো, যেয়ো না!
ও সেই হাড়ির্ ঝি চণ্ডীর্ বরে!
জাঁতা কলে, তোমায়্ তুলে, পাক্ দিব জোরে!
আমি এম্নি ঝাড়ান্ ঝাড়াবো, ছাড়াবো, তাড়াবো এক্ কথায়্!
বারে বারে, আর্ গঙ্গাপারে,* আসিতে না পায়্!
দাঁতে মার্জ্জনী, ল'য়ে এখনি, চ'লে যা'ক্—
যেন আসে না আর্ সহরে!

চিতেন।

সতী নিন্দার্ ফলে, ম'র্ব্বি জ্ব'লে, পাবি মনস্তাপ্!
প্রভাতে, ও যার্ স্মরণেতে, রয়্ না কোনো পাপ্!
কেন এমন্ ভাব্ আ'জ্ দেখ্‌তে পাই? লজ্জা নাই; বুঝি বাই চেগেছে!
অনাসৃষ্টি—নয়্ তো উপ্‌রি দৃষ্টি, তোরে হ'য়েছে!
কেমন্ অসামাল্, বুঝি ছিলি কা'ল্, নিশিতে;
ভূতে পেয়েছে তাই আঁধারে!

সন ১২৭৮ সালের শ্রীশ্রী৺ কার্ত্তিক পূজার রজনীতে কলিকাতা ঠন্ঠনিয়াস্থ বাবু তারিণীচরণ বসু মহাশয়ের ভবনে পূর্ব্বোক্ত দুই

---

*বাক্‌সাড়া গঙ্গার পশ্চিম পারস্থ গ্রাম—বাক্‌সাড়ার দলের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে গোবাগানের দলের বহুবার এইরূপ সংগ্রাম হইয়াছে—তজ্জন্যই এই শ্লেষোক্তি! এবং পূর্ব্বে যে "ঝাঁপান" ও "জাঁতাকলের" কথা হইল, ভূত ঝাড়াইবার সময় ওঝারা সে সব ব্যবহার করিয়া থাকে বলিয়া এস্থলে উত্তম সংলগ্ন হইয়াছে।

সৌখীন সম্প্রদায় দাঁড়া-কবি-গানের তুমুল সংগ্রাম করেন। মনো-মোহন বাবু গোবাগানের দলের জন্য উত্তর বাঁধেন।

বাকৃসাড়ার দল কুব্জা হইয়া কৃষ্ণকে বলেন "তুমি থেকে থেকে বিমর্ষ হও—ঘুমের ঘোরেও রাধা রাধা বল—জাগ্রত স্বপনে বৃন্দাবনের ভাবে মগ্ন রও—এসব কি আজো ভুল্‌বে না? আমার নিকট এইরূপ করিয়া আমাকে মর্ম্মান্তিক দুঃখ দেওয়া কি তোমার উচিত? ইত্যাদি।" ইহার উত্তরে মনোমোহন বাবুর গান এই;—

প্রথম সখীসম্বাদের উত্তর।

মহড়া।

পারি কি লো সই রাধায়্ ভুলিতে?
প্রেমাধার্, রাই আমার্! আছে ছিদামের্ অভিশাপ্,
তাই রাধার্ বিচ্ছেদ্‌তাপ্—সুখলাভ্ হ'লো তোমার্ ভাগ্যতে?
রাধার্ শ্যাম্, জানে জগতে!
অঙ্গ-আধা, রাই আমার্ সর্ব্বদা!
রাধা ধ্যান-জ্ঞান, রাধা মনঃ প্রাণ, রাধার্ সুধা নামে বাঁশরী সাধা!
থাকি যদিও অন্তরে, তবু এই অন্তরে, নিরন্তর্ রাখি সেরূপ্ ধ্যানেতে!

চিতেন।

কহিলে অপ্রিয় হবে, না কহিলেও নয়্!
কেবল্ পূর্ব্ব পুণ্য ফলে, তোমার্ এই সুখোদয়্!
শুন ধনি, সেই মধুর্ বৃন্দাবন্;
তথায়্ প্রেমের্ ভাবে, আমায়্ সবাই ভাবে,
ও তাই তাদের্ ভাবে, ঝুরে দুনয়ন্!
ব্রজ-গোপিনীর্ যে স্বভাব্, সুধুই তার্ প্রেম্ প্রভাব্,
পা'র্ব্বে না তুমি সে ভাব্ বুঝিতে!

ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন "তোমার কথায় বড় কষ্ট পাইলাম—আমি যে প্রাণ মন সমর্পণে এত করিয়া মরি, তথাপি তুমি আমার প্রতি উদাসীন; নচেৎ অদ্যাপি রাই রাই করিবে কেন? এই কি উচিত?" ইহার উত্তরে গোবাগানের দলের গান এই;—

দ্বিতীয় সখীসম্বাদের উত্তর।

মহড়া।

বিধুমুখি, আর্ দুখী হ'য়ো না।
রসময়ি, শুন কই;—তোমায় নই আমি প্রতিকূল্, নিরন্তর্ অনুকূল্,
গোকুলের্ কথা কিন্তু ভুলো না!
সে তত্ত্ব, তুমি জান না!
পতি ভাবে, সই আমায় পেয়েছ!
সেই প্রেমরসে, পূর্ণ অভিলাষে, সদা সুখোল্লাসে, ও তাই র'য়েছ!
ভুলে বিফল রহস্য, কেন পাও ঔদাস্য, চন্দ্রাস্য চিন্তা-গ্রাসে ফেলো না?

চিতেন।

মনোগত কথা আমার্, নিতান্ত সরল্।
বড় দুঃখী হ'লেম্, তাতে প্রিয়ে তুলিছ গরল্!
তব প্রেমে, সই আমি উদাস্ নই!
কিন্তু রাধা-শ্যামে, সেই নিত্য ধামে, আম্‌রা নিত্য প্রেমে, সদা বাঁধা রই!
যখন্ মনে হয় সে শ্রীমুখ্, ফেটে যায় আমার্ বুক্,
তোমার্ মুখ্ দেখ্‌লে সে ভাব্ থাকে না!

তাঁহারা তৃতীয় গানে কতকগুলি ভৎসনা ও নিন্দাবাদ করেন, "তোমাকে ভজনা করিয়া কে কবে সুখী হইয়াছে; ইত্যাদি।"

তৃতীয় সখীসম্বাদের উত্তর।

মহড়া।

বারে বারে আর্ কত বুঝাব?
শুন সই, আবার্ কই;—সখা ছিদামের্ দারুণ্ শাপ,
তাইতে এই মনস্তাপ্, শাপান্ত হ'লেই জ্বালা জুড়াব!
সম ভাব্ সদা রাখিব!
সবাকারি হই, আমি কারো নই!
যেবা যেমন্ ভাবে, আমায়্ হৃদে ভাবে, আমি তেম্নি ভাবে, তারি কাছে রই!
তোমায়্ যে ভাবে পেয়েছি, সেই ভাবে রেখেছি, অন্যভাব্ কদাচ না দেখাব!

চিতেন।

কৃষ্ণ-প্রেমে এত যদি মানসে বিকার্,
প্রিয়ে, যুগান্তরে তবে কেন সাধনা তোমার্?
ভেবে দেখ, সেই পঞ্চবটীর্ বন্।
তোমার্ অনুরাগে, লক্ষ্মণ মনের্ রাগে, চারু নাসা যুগে, ক'ল্লে অঘটন্!
আমি সে দুঃখ ঘুচাতে, সদয়্ এই তোমাতে, তুষেছি আরো কত তুষিব!

ঐ আসরে খেঁউড়ের ধর্ত্তা গানের ভাব এই;—ধৃষ্টদ্যুম্নের স্ত্রী ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিতেছে "তোমার ভগ্নী দ্রৌপদীকে পঞ্চ স্বামী করিয়া দিলে—ছি ছি, এ কেমন ব্যবস্থা? ইহা বড়ই দুঃখ ও লজ্জার বিষয়! তাহার গর্ভে সন্তান হইলে কাহাকে বাবা, কাহাকে কাকা, কাহাকে জ্যেঠা বলিয়া ডাকিবে, তাহার কি স্থির করিলে? জেনে শুনে ভগ্নীকে অসতী করিলে!" ইত্যাদি। সেই

প্রথম খেঁউড়ের উত্তর।

মহড়া।

প্রাণ্রে, অসুখী কেন হ'তেছ এমন্?
এ নির্ব্বন্ধ পূর্ব্বাবধি, প্রজাপতির্ আছে বিধি, শুন কই;

এখন্, সে বিধি কি হয়্ লঙ্ঘন্?
ভাগ্য বলে, কুরুকুলে, বিবাহ ঘটন্!
ও সে নিজে ধর্ম্ম ভূপতি, সুমতি, সুগতি, সকল্ তাঁর্!
ভ্রাতৃগণে, জনে জনে, দেব্‌তা অবতার্!
হবে সুনিয়ম্, কোনো ব্যতিক্রম্, ঘ'ট্‌বে না—যখন্ যার ঔরসে তার্ নন্দন্!

চিতেন।

পূর্ব্বে তাপসী কেতকী করে তপস্যা অপার্।
পতি দেও, আমায়্ পতি দেও, বর্ চাইলে পঞ্চবার্!
সে তো জা'ন্তোনা কোনো ছলা, সরলা, সুশীলা, অবলা!
পঞ্চপতি, তাই পেলে সতী, দেব্‌তার্ এ খেলা!
পিতৃ-পুণ্যেতে, জন্ম যজ্ঞেতে, হ'লো তার্! ছি ছি ব'লোনা তায়্ কুবচন্!

এতদুত্তরে তাঁহারা কতকগুলি কটু কাটব্য গাইলে নিম্নলিখিত উত্তর দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় খেঁউড়ের উত্তর।

মহড়া।

বুঝ্‌লেম্ তোর্ ইতর্ স্বভাব্ যাবেনা ম'লে!
সতী-নিন্দা-পাপের্ ফলে, শাস্তি পাবি ম'র্ব্বি জ্ব'লে, চিরকাল্,
ও তুই কুলাঙ্গারী রাজ্‌কুলে!
কুলগ্নে হায়্, তোরে আমায়্, বিধি ঘটা'লে!
ও তুই যেমন্ নারী জেনেছি, বুঝেছি; পেয়েছি, ঔষধ্ তার্—
ঝাঁ্যাটা মেরে, তোর্ বাপের্ ঘরে, ক'র্ব্বো গঙ্গা পার্!
নারী অত্যজ্য, কিন্তু তুই ত্যজ্য, হ'লি আ'জ্! তোরে আ'ন্‌বো না আর্ এ কুলে!

চিতেন।

ওলো, এমন্ ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্লেম্, তবু হ'লো না!
ললনা! তোর্ ছলনা সব্, তবু গেল না!

হ'য়ে কুলবালা, অবলা; কি জ্বালা, প্রবলা হইলি!
এত ছলা, আর্ এত কলা, কোথা শিখিলি?
হ'য়ে কুলের্ বৌ, কুলের্ কুচ্ছ কেউ করে না! নারী না হ'লে দিতাম্ শূলে?

এই আসরে যেমন গান, গাহনাও তেমনি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রোতা মাত্রই পরম পরিতুষ্ট হয়েন। তাহার বিশেষ প্রমাণ, নিম্নস্থ ঘটনার বর্ণনাতেই পাঠক মণ্ডলীর হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

দেশ-পূজ্য স্বর্গীয় ৺ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই সংগ্রাম-সভায় উপস্থিত ছিলেন। মধ্যস্থতার ভার তাঁহার প্রতিই অর্পিত হয়। গোবাগানের সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক খেঁউড় গান খুব উচ্চ ও স্পষ্টরূপে গাওয়া হইবার পরেই বাচস্পতি মহাশয় "বাঁধনদার কে? বাঁধনদার কৈ? গীত-রচয়িতাকে চাই" বলিয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন মনোমোহন বাবু বৈঠকখানা গৃহ মধ্যে ছিলেন। বাচস্পতি মহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কয়েক জন ভদ্রলোক মনোমোহন বাবুকে জিদ করিয়া সভা মধ্যে লইয়া গেলেন। বাচস্পতি মহাশয় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "এই কবির আসরে যে খেঁউড় শুনিলাম, তাহা উত্তর-দাতার গুণে খেঁউড় নয়, যেন মহাভারত শুনিলাম! আমি নিশান ফিশান বুঝি না, আমার আন্তরিক তৃপ্তি ও আনন্দের নিদর্শন স্বরূপ এমন সুন্দর-গান-প্রণেতার সহিত এই প্রেমালিঙ্গন করিতেছি।" এই বলিয়া পরম প্রীতি সহকারে মনোমোহন বাবুর সহিত কোলাকুলি করিলেন—হরি হরি বোল রোল উঠিল!

সন ১২৮৭ সালের কার্ত্তিক মাসে ৺ জগদ্ধাত্রী পূজার রজনীতে ভবানীপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকিল মহাশয়ের ভবনে দাঁড়া কবিতে বাকসাড়া নপাড়ার দলের ধর্ত্তা এবং ভবানী-

পুরের দলের উত্তর। মনোমোহন বাবু উক্ত নপাড়ার দলে ধর্ত্তা গান বাঁধিয়া দেন।

এবারেও মনোমোহন বাবু আসরে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না—তাঁহার বাস-গ্রাম ছোট জাগুলীয়া হইতে গান বাঁধিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ফলতঃ বহুকাল ধরিয়া যাঁহাদের প্রতিপক্ষে তিনি গান রচনা করিয়া দিতেন, এবার তাঁহাদিগের অনুরোধে তাঁহাদের পক্ষেই গান বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাদের সম্পূর্ণ জয়ের হেতু হইলেন। কিন্তু বেশী সময়ের অভাবে এবং অন্যবিধ কারণেও তাঁহার পূর্ব্ব-বিকাশিত পুরাতন ভাবেই গান রচনা ঘটিয়াছিল। যে ভাবের গানে পূর্ব্বে তাঁহারা হারিয়াছিলেন, এবার সেই ভাবের গানের গুণেই তাঁহারা জয়লাভ করিলেন।

পাঠকমণ্ডলীর প্রতি নিবেদন, পুরাতন ভাবের গান বলিয়া তাঁহারা যেন এই ছয়টী গান পড়িতে বিরত না হন—পূর্ব্বাপেক্ষা এবারকার গানে রচনা-সম্বন্ধীয় মাধুর্য্য ও চাতুর্য্য অধিকতর প্রাপ্ত হইতে পারিবেন—বিশেষতঃ তৃতীয় গানে।

প্রথম সখীসম্বাদ।

মহড়া।

যোগীবেশে আ'জ্ কোথায়্ চ'লেছ ?
মনের্ রাগে, কি কারু সোহাগে,
চারু জটিল জটাধর্, সাজিয়ে নটবর্, যেন হর্ কৈলাস্ ত্যেজে এসেছ!
কালবরণ্ ভস্মে ঢেকেছ!
কিন্তু ব্রজে, এরূপ্ তো সাজে না!
আমি চন্দ্রা দাসী, কাল ভালবাসি, ব্রজ-বাসীর চক্ষে ওরূপ্ সহে না!
কত সুরসে সুভাষে, এ দাসীর্ নিবাসে, বিলাসে গত নিশি তুষেছ!

চিতেন।

সদাকাল্ সুবিমল, শ্রীমুখ-কমল তোমার্!
ব্রজরাজ্, আ'জ্ কেন হে এমন্, মলিন্ প্রভা তার্?
অমন্ ক'রে রাজ্‌পথে কেন যাও?
কেন থেকে থেকে, দেখ্‌ছো চারিদিকে? পাছে কেহ দেখে, তাই কি শঙ্কা পাও?
নাহি চন্দ্রাস্যে সে হাস্য, একি আ'জ্ রহস্য? কেন হে ঔদাস্য ভাব্ ধ'রেছ?

দ্বিতীয় সখীসম্বাদ।

মহড়া।

বিনয়্ করি, শ্যাম্, ঘরে ফিরে যাও!
কপট্ সজ্জায়্, আর্ কেন লজ্জা পাও?
এক্‌বার্ ভাংতে গে রাধার্ মান্, ভেঙেছ আপনার্ মান্,
আবার্ কি সেই হতমান্ হ'তে চাও?
কেঁদোনা আর্, আমার্ মাথা খাও!
ধৈর্য্যধর, এ বিপদ্ রবে না!
থাক দুদিন্ স'য়ে, যাবে সেধে নিয়ে, রাগের্ মাথায়্ গিয়ে, এখন্ সেধো না!
মানের্ মরম্ তো বুঝেছ, পায়্ ধ'রে এসেছ, বারেবার্ চরণ্ প্রহার্ কেন খাও?

চিতেন।

চতুরালি কৌশল্ ছল্, সব্ বিফল্, হবে শ্যাম্ এবার্!
সরল্ প্রাণ্ শ্রীরাধার্, জেনেছে গরল্ প্রেম্ তোমার্!
ভেবেছ কি ছাই মেখে ভুলাবে?
তোমার্ বাঁকা নয়ন্, বাঁকা ভঙ্গী চরণ্, ভৃগু চিহ্ন ধারণ্, কিসে লুকাবে?
যেমন্ যাবে তার্ সমক্ষে, চিন্‌বে সে কটাক্ষে, পরীক্ষে ক'রে কেন লোক্ হাসাও?

তৃতীয় সখীসম্বাদ।

মহড়া।

কৃষ্ণ ভ'জে হায়্ আমার্ এই হ'লো!
মানময়ী, মান্দানে জুড়াবে!
আবার্, যার্ রাধা তার্ হবে, রাধার্ শ্যাম্ রাই পাবে,
অভাগীর্ অপবাদ্ লাভ্ কেবলো!
মানানলে গোকুল্ দহিল!
সেধে, কেঁদে, আর্ তোমার্ শক্তি নাই!
এবার্ তোমার্ হ'য়ে, না হয় আমি গিয়ে, দুটো ব'লে ক'য়ে, রাধারে বুঝাই!
তোমার্ দুঃখ না দেখা যায়, তাই গে তার্ ধ'র্ব্বো পায়,
কি করি কর্ম্ম-ফল্ আ'জ্ ফলিল!

চিতেন।

এত যদি সাধিতে কাঁদিতে হবে জানিতে;
তবে শ্যাম্‌চাঁদ্, কেন বঞ্চিলে, অধিনীর্ কুঞ্জেতে?
এ লাঞ্ছনা, শ্যাম্, সুধু তোমার্ নয়;—
রাষ্ট্র যথা তথা; ছি ছি লাজের্ কথা! দারুণ্ মর্ম্ম-ব্যথায়্ হৃদয়্ দগ্ধ হয়্!
চন্দ্রার্ কারণে রাধার্ মান্, শ্যামের্ তাই অপমান্, চিরকাল্ এ কলঙ্ক রহিল!

প্রথম খেঁউড়।

মহড়া।

শুন্‌ছি, এক্ রাজা বর্ সে আপ্‌নি জুটিয়েছে!
একে ষোড়শী রূপসী, বিলাসী তায়্ সর্ব্বনাশী, কুহকী,
কারে কুহক্ দিয়ে ভুলিয়েছে?
স্বেচ্ছাচারী নারী হায়, এমন্ কে আছে?
মৎস্য গন্ধ গায়্, খেয়া নায়্, থা'ক্তো সে।

যাত্রী পার্, কতবার্, দিবসে, ক’র্ত্তো অনাসে!
এখন্ বনে বনে যে রঙ্গে ফেরে; তাতে অসাধ্য তার্ কি আছে?

চিতেন।

ওহে প্রাণনাথ্ এক্ রসের্ কথা তোমারে সুধাই।
সৃষ্টি ছাড়া, কি মর্ম্ম-পোড়া, কাণ্ড শুন্তে পাই!
শুনে কাঁপে গা, মুখে রা, আসে না।
ঠাকুঝি, ফের্ নাকি, ক’র্ত্তেছে হায়্, বিয়ের্ মন্ত্রণা!
পতি থা’ক্তে আবার্ বিয়ে ক’র্ত্তে চায়্! এমন্ কোন্ দেশে কে শুনেছে?

দ্বিতীয় খেঁউড়।

মহড়া।

কও হে কোন্ গোত্রে ব’নের্ বে দেবে এবার্?
দ্বীপের্ মাঝে দিনের্ বেলা, ঋষির্ সঙ্গে রসের্ খেলা, যখন্ তার্,
তখন্ পিতৃ-গোত্রে নাইতো আর্!
ভা’গ্নে ব্যাস্কে ডেকে ন্যাও ব্যবস্থা ইহার্!
তারে সুপাত্র, সুছাত্র, কয়্ সবে!
আপ্নার্ মার্, বিয়ের্ ভার্, নিয়ে সে, মন্ত্র পড়াবে!
ছিল ঋষির্ ছাবাল্, হ’লো রাজ্ কুমার্! মনের্ উৎসবে বে দেবে মার্!

চিতেন।

এমন্ গুণের্ ভাই যার্, তার্ কিসে আর্, আবার্ বের্ ভাব্না?
একটী যাবে, আবার্ জুটিয়ে দেবে, বিচ্ছেদ্ ভুগ্‌বে না!
রূপের্ ফাঁদ্ পেতে, বনেতে, বেড়ায়্ তাই!
মৃগয়ায়্, যে ভূপ্ যায়্, মজায়্ তায়্, কারো নিস্তার্ নাই!
প’ড়ে সেই ফাঁদে আ’জ্ শান্তনু রাজন্; ক’চ্ছে পাণিগ্রহণ্ সধবার্!

তৃতীয় খেঁউড়।

মহড়া।

বাঁ'ধ্‌লো রণ্‌ জোড়া ষাঁড়ে, ঘ'ট্‌লো বিষম্‌ দায়্‌!
ছুঁড়ী ম'র্ব্বে পালা খেটে, মাসেক্‌ শোবে ছাপর্‌ খাটে, মরি হায়!
মাসেক্‌, কুশার্‌ মাদুর্‌ ফুট্‌বে গায়্‌!
একবার্‌ বুড়োর্‌ হাত্‌ এড়ালে আর্‌ কি যেতে চায়্‌?
বুড়ো চাম্‌সা গায়্‌, ফাটা পায়্‌, চাঁয়্‌ সেবা!
দাড়ি গোঁপ্‌, বাবুই খোপ্‌; লম্বা নখ্‌, ঠিক্‌ বাঘের্‌ থাবা!
বুড়োর্‌ শোভে বাই আর্‌ রাগ্‌ কথায়্‌ কথায়্‌; সদা, অভিশাপ্‌ দিবে রাজায়্‌!

চিতেন।

হ'য়ে আমায়্‌ রুষ্ট, দুষ্ট ভাষা, কৈলে কি হবে?
পোড়ার্‌ মুখী, সেই ননদ্‌ তায়্‌ কি, সতী নাম্‌ পাবে?
ও সেই চলানী, যে চলান্‌ চলিয়েছে;
চৌদিকে, খুব্‌ জাঁকে, ধর্ম্মের্‌ ঢাক্‌ বেজে উঠেছে!
রাজা বর, পেয়ে সে, ছা'ড়্‌লে পরাশর্‌; কিন্তু পরাশর্‌ কি ছা'ড়্‌বে তায়্‌?

সন ১২৮৯ সাল, ২৫শে কার্ত্তিক।

৺ শ্যামা পূজার রজনীতে শিবপুরস্থ চৌধুরী মহাশয়দিগের ভবনে দাঁড়া কবির সংগ্রাম হয়। পূর্ব্ব নপাড়ার দলের ধর্ত্তা; বাঁধনদার বাবু মনোমোহন বসু। ভবানীপুরের দলের উত্তরী; বাঁধনদার ৺ বাবু গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। এ আসরেও মনোমোহন বাবু গান বাঁধিয়া পাঠাইয়াছিলেন, স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না। তাহাতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই, বরং সম্পূর্ণ জয় ও প্রচুর যশঃলাভ হইয়াছিল। উতরী গানের মর্ম্মাভাস দিতে অক্ষম হওয়াতে দুঃখিত রহিলাম।

মহারাসের প্রাক্কালে শ্রীরাধার মনোমধ্যে এমন একটু গর্ব্ব-ভাব জন্মিয়াছিল যে, জগৎপতি কৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক ভালবাসেন। অন্তর্যামী দর্পহারী হরি সে ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রেয়সী রাধাকে শিক্ষা দানার্থ এবং অহঙ্কার-ব্যাধি হইতে মুক্ত করণার্থ সহসা অন্তর্হিত হইয়া শ্রীমতীকে নৈরাশ্য ও বিচ্ছেদ দুঃখে মগ্ন করেন। নিম্নলিখিত সখীসম্বাদ তদবস্থা-মূলক সখীর উক্তি-গান। অনেক সাধা কাঁদার পর (শিক্ষাটি প্রচুর রূপ হইয়া গেলে) শ্রীকৃষ্ণ পুনরুদিত হইয়া যথাবিধানে রাস-লীলা সম্পূর্ণ করেন—সে আভাসও শেষ গানে আছে।

প্রথম সখীসম্বাদ।

মহড়া।

করি প্রেমোদয়, হ'য়ে সদয়, কেন নিরদয়, দয়াময়?
ছিলে রাধা শ্যাম্ একাসনে, বিপিনে নির্জ্জনে, ওগো রাই রাই গো!
হেরে কি সুখ্ পেয়েছি মনে!
মধুর্ মিলন্ গেলাম্ দেখে, তুলে ফুল্ মন-সুখে,
গাঁথিলাম্ বনমালা রাসের্ আশায়!
এসে দেখি একি বিপর্য্যয়!
মণিহারা হায়, যেন ফণিনী!
বহে নয়নে জল্, মলিন্ বদন্ কমল্, ভ্রম একাকিনী, অতি দুঃখিনী!
কেন সা'ধলেন্ শ্যাম্ এ বিসম্বাদ্, হ'লো কি অপরাধ্,
নিগূঢ়্ ভাব্ কও কিশোরি, করি বিনয়্?

চিতেন।

উদয়্ শশাঙ্ক সুবিমল্, সমুজ্জ্বল্ বনস্থল্, ষোড়শ কলায়্ পূর্ণ আ'জ্!
প্রেমোল্লাসে হাসে যেন শর্ব্বরী, সাজে ভুবিতে ব্রজরাজ্!
কুঞ্জবনে আ'জ্ সুখী সকলে—

সুখে নাচে শিখী, অলি গুঞ্জে সখি, ডাকে কোকিল্ পাখী, ব'সে তমালে!
সারী শুকে ঐ সকৌতুকে, কৃষ্ণ নাম্ কয়্ মুখে,
কোথায়্ গো প্রাণের্ হরি এমন্ সময়্?

দ্বিতীয় সখীসম্বাদ।

মহড়া।

অতি সাধের্ ধন্, সে নীল্‌রতন্, বিনা সরল্ মন্, পাবার্ নয়্!
কৃষ্ণ-প্রেয়সী প্রাণেশ্বরী, তুমি গো কিশোরি!
ওগো রাই রাই গো! কেনা জানে তোমারি হরি!
বুঝি গো তাই মনে ক'রে, হেসেছ গর্ব্ব ভরে,
তাই হ'লেন্ সদয়্ বঁধু অম্নি নিদয়্! অদর্শন্ তাইতে দয়াময়্!
দর্পহারী, সেই হরি সবারি!
যে জন্ গর্ব্ব করে, খর্ব্ব করেন্ তারে, কেন চিন্তে পেরে, ভ্রান্ত হও প্যারি?
এস কাতরে কৃষ্ণ ব'লে, ডাকি গো সকলে, এখনি হৃদয়্‌মণি হবেন্ উদয়্!

চিতেন।

হবে মহারাস্ মহোল্লাস্, রাধা শ্যাম্ প্রেম্-বিলাস্, অভিলাষ্ ছিল গো মনে।
সাধে সাধে রাধে, আহা সে সাধে, সা'ধ্‌লে বিসম্বাদ্ কেমনে?
আম্‌রা দাসী, ঐ রাঙা চরণে!
সদা সুখের্ সুখী, তোমার্ দুখের দুখী, তাকি শশীমুখি, জাননা মনে?
তবে কি ব'লে সুকৌশলে, মনের্ ভাব্ লুকালে,
এখন্ কি ব্রজেশ্বরি ছলের্ সময়্?

তৃতীয় সখীসম্বাদ।

মহড়া।

ও রাই চল্ গো চল্, চরণ্ কমল্, শরণ্ লই, গিয়ে সকলে!
কিবা পবিত্র পৌর্ণমাসী, জ্যোৎস্নাময়্ এই নিশি,

ওগো রাই রাই গো, সুখের্ রাস্ আ'জ্, ল'য়ে শ্যাম্ শশী!
চল রাধে মনোসাধে, সাধের্ ধন্ কালাচাঁদে,
প্রমোদে ল'য়ে যাই সেই রাস-স্থলে!
আয়্ তোরে আ'জ্ সাজাই বন্-ফুলে!
শ্যামের্ বামে, আ'জ্ তোমায়্ বসায়ে;
জয় জয় রবে, মধুর্ মহোৎসবে, না'চ্‌বো গাবো সবে, প্রেমে মাতিয়ে!
যুগল্ মাধুরী মনোলোভা, হবে আ'জ্ কিবা শোভা,
খেলিবে সৌদামিনী মেঘের্ কোলে!

চিতেন।

পেয়ে বিচ্ছেদের্ দারুণ্ তাপ্, প্রেমাশার্ অপলাপ্, যে বিলাপ্ ক'রেছ রাধে!
পশু পাখী সখি, সে ভাব্ নিরখি, কুঞ্জে কাঁ'দ্‌ছে সব্ বিষাদে!
পাষাণ্ হ'লে, তাও গ'লে যায়্ দেখে!
যিনি দয়ার্ আধার্, হৃদয়্ রঞ্জন্ রাধার্,
থা'ক্তে পারেন্ কি আর্, তোমার্ এ দুখে?
বঁধুর্, সেই মধুর্ বংশী-ধ্বনি, শুন ঐ সজনি, বাজিছে কুঞ্জ-দ্বারে রাধা ব'লে!

প্রথম খেঁউড়।

(বিভীষণের প্রতি তৎপত্নী সরমার উক্তি)

মহড়া।

শেষ্ কি প্রাণ্ দেশ্ হাসালে, কেশ্ পাকার্ সময়্?
জ্যেষ্ঠ ভাইকে নষ্ট করি, রাজ্য ধন্ তো নিলে হরি, হায়্ মরি!
ভা'য়ের্ ভার্য্যা হরণ, তাও বা হয়্!
বক্ ধার্ম্মিকের্ কপট্ ভাব্, কদিন্ ঢাকা রয়্?
কলঙ্কে পূরিল লঙ্কা, মুখ্ দেখানো ভার্!
তোমায়্ যে প্রাণ্, দিচ্ছে সব্ ধিক্কার্!

রসরাজ্! ছি ছি লাজ্! একি আ'জ্? এমন কাজ্ উচিত্ কি তোমার্?
বড় ভা'জ্ বিধবা, তার্ সেজে শোবে! গলায়্ দড়ি দিতে ইচ্ছা হয়্!

চিতেন।

শুনে অসম্ভব্ এক্ জনরব্, মনে পাই ব্যথা।
না ব'ল্লেও নয়্, তাই ব'ল্‌তে হয়্, সে দারুণ্ কথা!
সুবিজ্ঞ নীতিজ্ঞ তুমি, ধার্ম্মিকের্ প্রধান্। তোমার্ যে প্রাণ্, জগৎ জুড়ে মান্!
আচারে, বিচারে, সংসারে, তোমার্ কেউ, ছিল না সমান্!
এখন্ কি রূপসী মহিষীর্ লোভে, সে ভাব্ ত্যজ্য ক'ল্লে সমুদয়্?

দ্বিতীয় খেঁউড়।

মহড়া।

আচ্ছা কাজ্, ক'ল্লে হে আ'জ্, দেওর্ ভা'জ্ মিলে!
নূতন্ কাণ্ড রাঁড়ের্ বিয়ে, কোন্ তন্ত্র কোন্ মন্ত্র নিয়ে, ভা'ব্‌ছি তাই!
কারে দান্-কর্ত্তা স্থির্ করিলে? দেশ্ জুড়ে, শেষ্ দশায়্ বেশ্ নাম্‌টি রাখিলে!
এই লোভেই কি রাম্‌কে দিয়ে রাবণ্ বধিলে?
তাই তো প্রাণ্, ব'ল্‌ছে সকলে!
ছি ছি ছি, ব'ল্‌বো কি? কুহকীর্ রূপ্ দেখে কি সব্ গেলে ভুলে?
মজালে, মজিলে, পাপে ডুবিলে! কালী দিলে রক্ষ-রাজ্-কুলে!

চিতেন।

ও সব্ ছলের্ কথা যতই কও, ততই ঘৃণা হয়্!
চাও কথাতে, লোক্ ভুলাতে, লোকে ভোল্‌বার্ নয়্!
রামের্ দোহাই দিয়ে তুমি, নিজে বাঁ'চ্‌তে চাও!
আপ্‌নি রে প্রাণ্, যেন দোষী নও!
অপরে, জোর্ ক'রে, তোমারে, খোকার্ ন্যায়্ খাইয়ে দিলে খাও!
ভাজা মাছ্ ওল্‌টাতে যেন জান না! ভেলা, ধোকায়্ বোকা বুঝালে!

তৃতীয় খেঁউড়।

মহড়া।

তাই কি নাথ্, অকস্মাৎ আ'জ্, ভা'জ্‌কে ধরিলে?
কপির্ সঙ্গে থেকে থেকে, পশুত্ব ভাব্ দেখে দেখে, তাই শিখে,
দেখ্‌ছি সেই প্রবৃত্তি শেষ্ পেলে!
ধরম্ করম্ মরম্ হায়্—সরম্ ছাড়িলে!
কি দোষে দোষী এ দাসী, কেন ত্যেজিলে? কেন তায়্ আ'জ্ পায়ে ঠেলিলে?
অবলা, অখলা, সরলা; সতিনীর্ জ্বালা তায়্ দিলে!
পুরোণো ব'লে কি, ছুড়ে তায় ফেলে; প্রেমের্ নূতন্ হাঁড়ি কাড়িলে?

চিতেন।

জানি, রাজা ম'লে রাজা তার্ পায়্ কনিষ্ঠ ভাই।
তার্ বনিতা, পায়্ যে ভ্রাতা, কভু শুনি নাই!
রাজত্ব সহিত স্বত্ব, রাণীতেও কি হয়্? সেটা তো প্রাণ্, স্থাবর্ বিষয়্ নয়্!
পশু বৈ, এমন্ কৈ, কোথায়্ আর্! অনাচার্ ঘটে বিপর্য্যয়্?
বানরী তারার্ তাই ঘ'টেছে বটে! বুঝি সেই দৃষ্টান্তে ক্ষেপিলে?

ঐ সমস্ত কবির গান বাঁধিবার পূর্ব্বে মনোমোহন বাবু যে যে আসরে উত্তর বাঁধিয়াছিলেন, সে সকল উত্তরী গান না পাইয়া দুঃখিত হইলাম। তন্মধ্যে কেবল এক স্থানের একটী গান মনে আছে, তাহা কলিকাতার [সিমুলিয়া] মালী-বাগান পল্লীস্থ প্রসিদ্ধ ৺লালচাঁদ মিত্র মহাশয়ের ভবনে বাঁধা হয়। সে আসরে ঐ বাক্‌সাড়া ও গোবাগানের দলে দাঁড়া কবির সংগ্রামে প্রথমতঃ অন্য বাঁধনদার দ্বারা গোবাগানের দলে উত্তর বাঁধা চলিতেছিল, কিন্তু তাহা দলের অধ্যক্ষ ও বান্ধবগণের মনোরম্য না হওয়াতে মনোমোহন বাবুকে আনিয়া শেষে তাঁহারা সম্পূর্ণ

জয় লাভ করেন। মনোমোহন বাবু তৃতীয় সখীসম্বাদটি ও খেঁউড় কয়টির উত্তর বাঁধেন। সেই সখীসম্বাদটি মনে নাই, কিন্তু বিদ্যা-সুন্দরের ভাব-মূলক [বিদ্যার ভ্রাতৃ-জায়ার উক্তিতে] খেঁউড়ের যে উত্তর রচনা করেন, তাহার দ্বিতীয় গানটি এই ;—

মহড়া।

প্রাণ্‌রে, সুপাত্রে ভগ্নী, আত্ম সঁপেছে!

সুশীলা ননদী তোমার্, রেখেছে ক্ষত্রিয় ব্যাভার্—কুলাচার্!

ও তাই স্বয়ম্বরা হ'য়েছে!

গান্ধর্ব্ব বিবাহ পর্ব্ব, সর্ব্বকাল্ আছে?

ক'রে বিচারের্ পণ্, সম্পূরণ্, সুভাজন্, রাজ্‌নন্দন্, পেয়েছে!

রতি মদন্, সচী ইন্দ্র মতন্, মিলন্ ঘ'টেছে!

পূর্ব্ব পুণ্য বল্, শিব-পূজার্ ফল্, ফ'লেছে! ও তার্ ভাগ্য গুণে মিলেছে!

তেহারান্।

কর সুমঙ্গল্, আ'জ্ কেবল্—হ'লো মুখোজ্জল্!

হরিষে বিষাদ্, প্রিয়ে, ইথে কি আছে?

চিতেন।

ও সে গুণসিন্ধু রাজার্ পুত্র, সুন্দর্ তার নাম্।

কুলে, শীলে, আর্ বিদ্যা বলে, সর্ব্ব গুণধাম্॥

এসে ছদ্মবেশে, এদেশে, সরসে, রসরাজ্ উপনীত্!

ইচ্ছাবরী, হ'লো তায়্ সুন্দরী, নহে অনুচিত্!

সন্ন্যাসী সেজে, ও রাজ্-সমাজে, সেই এলো! ইথে লাজের্ কথা কি আছে?

বহু বৎসর পূর্ব্বে কোনো গ্রামে বারোয়ারি পূজা হয়। কিন্তু সেরূপ কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠানে উৎসাহদান বা অর্থব্যয় করা গ্রামের সর্ব্ববাদী-সম্মত নয়। যাহাতে তদ্বিষয়ে লোকের অপ্রবৃত্তি জন্মে

এই অভিপ্রায়ে—অধিকন্তু পাণ্ডা মহাশয়েরা যে সকল আমোদাড়ম্বরের ঘোষণা করিয়াছিলেন, সর্ব্বাঙ্গীণ তত্তাবৎ সুসিদ্ধ না হওয়াতে—মনোমোহন বাবু সেই স্থলে পরিহাসচ্ছলে নিম্নলিখিত গানের কিয়দংশ মুখে মুখে ব্যক্ত করেন। কোনো রঙ্গ-প্রিয় যুবক তৎক্ষণাৎ তাহা পেন্সিলে লিখিয়া লইয়া গ্রামে প্রচার করে। এমন কি, কিছুকাল ধরিয়া বাল্য, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী পুরুষ, সকলের মুখেই ঐ গান আন্দোলিত হয়—অদ্যাপিও কাহারো কাহারো মুখে শুনা যায়। সেই গ্রামে তদবধি বারোয়ারি পূজার নাম গন্ধও আর উঠে নাই। সেই গানটি রচয়িতা-কর্ত্তৃক পরে আরো পরিবর্দ্ধিত এবং যে যে স্থল কেবল সেই গ্রামের প্রতিই প্রযুজ্য, সেই সেই অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্নস্থ দুই অন্তরা ও তিন চিতেন বিশিষ্ট অবয়ব ধারণ করিয়াছে।

কবি-গানে অনভ্যস্থ পাঠকপুঞ্জের গোচরার্থ বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, পূর্ব্বে ওস্তাদি দলে এই প্রণালীতেই গান রচিত হইত; অর্থাৎ পাঠ ও গান কালে প্রথমে চিতেন; পরে মহড়া [মেল্‌তা পর্য্যন্ত]; পরে প্রথম অন্তরা; পরে পর-চিতেন; পরে পুনর্ব্বার মহড়া [সওয়ারি পর্য্যন্ত]; পরে দ্বিতীয় অন্তরা; পরে তৃতীয় অর্থাৎ পর-পর-চিতেন; পরে মহড়া [সওয়ারি পর্য্যন্ত]; আর যদি আরো বেশী অন্তরা থাকে, তবে তৎপক্ষেও ঐরূপ নিয়ম।

ওস্তাদি সুরে খেস্‌দা।

মহড়া।

হদ্দ সব্ মন্দ বটে, বেহদ্দ কীর্ত্তি উড়িয়েছে!
দেখে, লম্ফ ঝম্প, বহ্বারম্ভ, কেউ কাঁপ্‌ছে কেউ হা'স্‌তেছে!
এদের, দাপটে চৌচাপটে, গাঁথান্ তোল্‌পাড়্ হ'তেছে!

কলি যেন উল্টে গিয়ে, ত্রেতা যুগ্ পা'ল্‌টে এসেছে!
তুল্‌তে মাথটের্ টঙ্কা, শুন্তে পাই যে জোর্ ডঙ্কা,
গাঁয়্ যেন লঙ্কা দাহর্ শঙ্কা ঘ'টেছে!
লোকের্ ফল্ পাকড়্ খড়্ বাঁশ্ দড়িতেও বর্গির্ হেঙ্গাম্ প'ড়েছে!

চিতেন।

জুটে বার-ভূতে বারোয়ারি ঠাকুর্ তুলেছে!
গাঁয়ে, প্রচণ্ড এক লণ্ড ভণ্ড, দোর্দ্দণ্ড কাণ্ড বাঁধিয়েছে!
দুপুরে মাতনের্ মতন্, গুণ্ডা সব্ মেতে উঠেছে!
ছ্যাঁচারাম্ বোঁচার্ সনে, ছিছিদাস্ ধিক্-জীবনে,
ষণ্ডাচাঁদ্ মণ্ডামারা পাণ্ডা সেজেছে!
পূজা না হ'তেই মা উগ্রচণ্ডা এদের্ ঘাড়ে চেপেছে!

অন্তরা।

কিবা, মাঠ্ ঘেরা কাট্‌গড়ায়্, বেড়ায়্, আখ্‌ড়া বেঁধেছে!
ঠাকুর্ ঘরেও কুকুর্ ঢুক্‌তেছে!
কিবা, বাঁশের্ মাচান্ বেঞ্চ হ'য়েছে; মাথায়্ ঝুল্‌ঝুলে পা'ল্ ঝুল্‌তেছে!

পর-চিতেন।

আসল্ পূজার্ ফর্দ্দ, যে বরাদ্দ, কার্ সাধ্য বলা?
কিবা নৈবেদ্য তিন্ বুরুল উঁচু, উপচার্ প্রধান্ তায়্ কলা!
রোগ্ থেকে মা উঠে বুঝি এসেছেন্ খেতে এই পূজা!
ওগ্‌রা ভোগ্ তাইতে হেন, ঘৃতহীন্ পথ্য যেন,
আতেলা নইলে কেন, কাঁচ্‌কলা ভাজা?
ও তায়্ অর্দ্ধাশন্ গোচ্, খাইয়ে পাঁচজন্, ব্রাহ্মণ ভোজন্ সেরেছে!

পর-অন্তরা।

ও সব্ সাত্বিক্ কাজে, মন্ কি মজে, ব্যয়্ সাজে কি তায়্?
এরা, বাজে খরচ্ বলে তায়্! বলে, একি পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ দায়্?
বারোয়ারির্ মানেই মজা, হায়্! কেবল আমোদ্ গড়ায়্ তার্ তলায়্!

ও তাই, যন্ত্রী রন্ত্রী পেন্ত্রীর্ তয়্ফার্, খেম্‌টা নাচিয়েছে!
তেম্নি যাত্রা কবি, নক্সা ছবি, আজ্‌গুবি আচ্ছা দেখিয়েছে!
বিদ্‌ঘুটে সোরত্ রটিয়ে, বিদ্‌ঘুটে ছর্‌কট ঘটিয়েছে!
চূণ্ কালী ঢলাঢলি, লাভ্ হ'লো নেড়ের্ গালি,
দশ্ মাসের্ গর্ভে, খালি বাতাস্ স'রেছে!
ঘ'রো ঝকড়ার্ যাত্রায়্, পূরো মাত্রায়্, গঙ্গা যাত্রা শেষ্ হ'য়েছে!

প্রায় বিশ পঁচিশ বৎসর হইল, ত্রিবেণীর নিকট কোনো গ্রামে দুই পাড়ায় দলাদলির ঢলাঢলি ভয়ানকরূপে চলিতেছিল। এখনো তদ্রূপ আছে কিনা, বলিতে পারি না—ভরসা করি নাই! দুই দলেই প্রতি বৎসর বারোয়ারি পূজা করিতেন। তদুপলক্ষে বিস্তর লজ্জাকর অসভ্য কাণ্ড ঘটিত—অন্ধ জিগীষার বশে ন্যূনাতিরেকে উভয় পক্ষের লোকই প্রমত্ত হইত। বিশেষতঃ যে দলে কুলীন ঠাকুরেরা অধিনায়ক, তাঁহাদের কাণ্ড-জ্ঞান-শূন্যতার পরিচয় অধিক শুনা যাইত।

ভাসানের সময় সমারোহ (মায় সং) হইত। কখনো কখনো ঐকালে দুই দলে লাঠালাঠিও বাঁধিত। এক বৎসর এই উপলক্ষে দাঙ্গা হাঙ্গাম বাঁধিয়া শেষকালে সুবুদ্ধি [আত্ম-মর্য্যাদাবান্] কুলীন মহাশয়েরা মৌলিক মহাশয়দিগের নামে ফৌজদারিতে এই বলিয়া নালিশ করেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তি তাঁহাদের অন্দরে ঢুকিয়া বে-আব্রু করিয়াছে! আদালত উভয় পক্ষেরই ঘোর অপরাধের প্রমাণ পাইয়া দাদী বাদী উভয়কেই হাজতে রাখেন, ইত্যাদি। সেই গ্রাম-বাসী কোনো দেশহিতৈষী ব্যক্তির অনুরোধে মনোমোহন বাবু নীচের গানটী বাঁধিয়া তাঁহাকে দেন—ফল কি হইয়াছিল, জানা যায় নাই।

ওস্তাদি স্থরে খেস্‌সা।

মহড়া।

সাঁচ্চা কুলীনের্ বাচ্ছা, আচ্ছা মান্ রা'খ্‌লে তাই কুলের্!
ছিল, বাকী যে টুক্, হ'লো সে টুক্, দেশে দশে পেলে টের্!
হায়্ হায়্, স্থর্য্যের্ গায়্ ছেপ্ ফেল্‌তে, এদের্ নিজের্ মুখেই প'ড়্‌লো ফের্!
পরের্ যাত্রা ভাংতে বাছা, আপ্‌নার্ নাক্ ক'রেছেন বোঁচা!
কেঁচোর্ চার্ খুঁড়্‌তে গিয়ে, বেরুলো সাপ্ ফুঁফিয়ে,
তার্ বিষে ছট্‌ফটিয়ে, ভার্ এখন বাঁচা!
এখন্ কল্‌সী দড়ি আঘাটা বৈ, উপায়্ আর্ দেখিনে এর্!

চিতেন।

সে দিন্ এজ্‌লাসে বেহায়া-চন্দ্র, আর্জ্জি দিয়েছে;—
তাদের্ অন্দরে আসামী ঢুকে, ঘরের্ বে-আব্‌রু ক'রেছে!
এক্তারের্ লোক্ কলঙ্ক, নালিসের্ মোক্তার্ হ'য়েছে!
ওঁছারাম্ ছোঁচা পাজি, তুচ্ছদাস্ ধিক্ বাবাজী,
এরা সব্ সাজস্ সাজি, সাক্ষ্য দিয়েছে!
হ'লো দাদীর্ সঙ্গে বাদীর্ হাজত্, হুকুম্ জারি হুজুরের্!

অন্তরা।

এই সব্ চুলোচুলি, ঠুলোঠুলি, চলাচলি গাঁয়্;
কেবল্ দলাদলি এর্ গোড়ায়্, আছে হায়্, দুই পাড়ায়্!
কিন্তু কুলের্ দলেই ফুলের্ ভাগ্ বেশী!
মেতে যায়্ যেন ঠিক্ ভূতে পায়্, জ্ঞান্ হারায়্, গার্ জ্বালায়্!

পর-চিতেন।

কুলীন্ চোম্‌রা এঁড়ে, মৌলিক্ বৈঁড়ে, দুদল্ দুপাড়ায়্!
এঁড়ে, ল্যাজের্ গ্যাদায়্ হুম্‌রে বেড়ায়্, তেড়ে তাই বেঁড়ের্ পাড়ায়্ যায়্!
বারোয়ারি উপলক্ষ, রণ-দক্ষ দু-পক্ষই সমান্!

ওর্ মধ্যে কিছু নরম্, বেঁড়েরা সভ্য রকম্;
এঁড়েদের্ মেজাজ্ গরম্, শরম্ তো নির্ব্বাণ্!
বেঁড়ে, যেমন্ ঠাণ্ডা, লুচি মণ্ডা, পূজায়্ তেম্নি জোগায়্ ঢের্!

পর-অন্তরা।

এঁড়ের্ পূজোর্ ঘটা, ভেড়া পাঁটা, মহিষ্ কাটা শেষ্!
তখন্ বীর্-মাতুনি ঘোর্ আবেশ্, অসুর্ বেশ্, কাঁপায়্ দেশ্!
(তায়্ আবার্) হয়্, সুধা-চক্কর্ টকর্ দিয়ে বেস্!
পাড়ায়্, সবাই ভোলা বোম্-মহেশ! কেউ নিরেস্, নয়্ বিশেষ্!

পর-পর চিতেন।

দেখে, চণ্ড-মুণ্ড-নাশিনী মার্ মুণ্ড ঘুরে যায়্!
মায়ের্ মুখ্খানি গ'ড়েছে তেম্নি, মা যেন কাঁ'দ্ছেন্ ঐ জ্বালায়্!
ভাসানেতে সং বেরুলো, তাও হ'লো তেম্নি জবড়্ জং!
মরি কি রঙের্ সং, বিলাতী নাচের্ ঢং,
না'চ্লো না সাহেব্ বিবি, ছিঁড়ে প'ড়্লো টং!
তাতে, দুয়ো খেয়ে, ক্ষেপে গিয়ে, ভাংলে গে সং বেঁড়েদের্!

তৃতীয় স্তবক।

রথের গান ও নগর সংকীর্ত্তনাদি।

ছোট জাগুলীয়া গ্রামের সৌখীন দলের নিমিত্ত।

১২৬৪ সাল। প্রথম রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

কেন সদয়ে নিদয়্ হ'লে রাধারঞ্জন্? কোথা যাও হরি, শূন্য করি শ্রীবৃন্দাবন্?
তুমি ব্রজের্ ধন্, পরম্ ধন্; গতি মতি ঐ শ্রীচরণ্!

কেন প্রতিকূল গোকুলে, কি দোষে নিদয় হ'লে, দয়াময়,
দিয়ে অকূলে গোপকুল বিসর্জ্জন্?

(ঐ—খা'দ্)

ব্রজনাথ্ হে! কারে সঁপে যাবে তোমার্ গোপীগণ্?

(ধামাল—ফুকা)

রথ রাখ রাখ, দীনবন্ধু হরি!
আম্‌রা যত গোপীগণ্, যুড়াব নয়ন্, বারেক শ্রীমুখচন্দ্র হেরি!

(তেওট—ঐ)

ব্রজের বিভব, কি দোষে মাধব, তেজিবে এখন্, বলনা হে?
স্বপনে জানিনে, কভু মনে, এ সুখেতে বঞ্চিত হব!

(একতালা—ঐ)

তবে কি সাধ জীবনে, কৃষ্ণ তোমা বিনে, এ যাতনা সহিব কেমনে?

(তেওট—মেলতা)

রাধার্ খেদে বিদরে ধরা, নয়নে বহে ধারা, মলিনা স্বর্ণলতা মনোদুখে!
প'ড়ে ভূতলে আছে দেখ অচেতন্!

ঐ সালের ২য় রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

ব্রজে চল হে চল হরি ব্রজের্ জীবন্! তোমার্ বিরহে দহে সদা শ্রীবৃন্দাবন্!
তোমার্ সে গোকুল্, শোকাকুল্, ভাসে অকূলে গোপকুল্!
কুঞ্জে কোকিলে সারী শুকে, নীরব মনোদুখে, দয়াময়্!
তোমার্ নিধুবন্ তোমা বিনা হ'লো বন্!

(ঐ—খা'দ্)

ব্রজনাথ্ হে! ভাসে নয়ন্-জলে গোপ-গোপীগণ্!

(ধামাল—ফুকা)

ব'লে রাধা রাধা, হরি, তরুমূলে;
করিতে বাঁশীর গান্, যুড়াইত প্রাণ্! সে ভাব কেমনে আছ ভুলে?

(তেওট—ঐ)

বিরহে ব্যাকুল, গোপিনী সকল, ভাসিছে নয়ন্ সলিলে হে !

বলে কোথা হরি, প্রাণ হরি, মজালে হে, অবলাকুল !

(একতালা—ঐ)

আর কি কব শ্রীহরি, মনোদুখে মরি, না হেরিয়ে ও রূপ মাধুরী !

(তেওট—মেলতা)

রাধার্ শ্রীহীনে সে শ্রীঅঙ্গ, তোমা বিনে ত্রিভঙ্গ, নীরদ নেত্রে বহে নীর-ধারা !

আছে অজ্ঞানে প'ড়ে রাধা অচেতন্ !

১২৬৫ সাল। প্রথম রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

কোথা যাবে হরি, ব্রজ শূন্য করি, রথে আজ্ কেন দয়াময় ?

কেন প্রতিকূল গোকুলে, কি দোষে নিদয় হ'লে ? রাধানাথ্ !

অকূলে গোপকুল ভাসালে !

কেন কি সাধে সাধ বাদ্, প্রেম্‌সাধে কালাচাঁদ্ ?

এ বিবাদ্ গোপীকার কি প্রাণে সয় ?

(ঐ—খা'দ্)

ওহে করুণা-নিধান্ ! রাখ মান্ ; কেন করহে নিরাশ্রয় ?

(ঐ—ফুকা)

গোপীর আর্ কেহ নাই, এই গোকুলে। ব্রজনাথ্ !

রথ রাখ শ্যাম্, একবার্ ফিরে চাও ; যেয়োনা প্রাণ্ হরি, প্রাণ-হরি হে !

বিনয় করি চরণ্ কমলে ! শ্যাম্ !

(ছোট চৌতাল—ঐ)

বৃন্দাবন-বিলাসিনী, প্রেমময়ী কমলিনী,

অনাথিনী, পাগলিনী, যেন হে ! ঐ পথের্ মাঝে প'ড়ে, দেখ হে !

(ছুট্‌কিলে—ঐ)

একি প্রমাদ করে কিশোরী ! ঐ দেখ ! শ্যাম্ শ্যাম্ শ্যাম্ ওহে !

"কোথায় কৃষ্ণ" ব'লে জ্ঞান-হারা, দুনয়নে বহে ধারা, ভাসে তাহে বদন কমল্!
স্বর্ণলতা ধরাসনে, মলিনে শ্রীহীনে, হে, দেখনা শ্রীহরি!
(তেওট—মেল্‌তা)
রাধার্ যে দশা চক্ষে হেরি, বাঁচে না বাঁচে প্যারী,
অকালে হ'লো হরি, কি প্রলয়্!

ঐ সালের ২য় রথের গান।

(তেওট—মহড়া)
ব্রজে চল হরি, ওহে বংশীধারি, শূন্যময়্ মধুর্ বৃন্দাবন্!
তোমার্ বিরহে দহে গোকুল্, গোপকুল্ সদা আকুল্,
শোকাকুল্ পশু পাখী সকলে!
কুঞ্জে অলি না গুঞ্জরে, পিক না কুহরে, নিধুবন্ তোমা বিনে হ'লো বন্!
(ঐ—খা'দ্)
সেই যমুনা পুলিন্, শোভা হীন্, গোষ্ঠে চরে না ধেনুগণ্!
(ঐ—ঝুকা)
তোমার্ সেই ব্রজধাম্, কেবল্ নাম্ আছে!
ব্রজনাথ্! ব্রজ রাখাল্‌গণে, ফেরে বনে বনে;
"কোথায় কৃষ্ণ" ব'লে, শোকাকুলে হে, নয়ন্-জলে সদা ভাসিছে! শ্যাম্!
(ছোট চৌতাল—ঐ)
নন্দালয়ে নন্দরাণী, হাতে ল'য়ে ক্ষীর ননী, কেঁদে বলে—
"কৃষ্ণ আমার্, কোথারে! আয়্ গোপাল্, এক্‌বার্ কোলে করিরে!"
(ছুট্‌কিলে—ঐ)
ব্রজের্, আরো কি কব শ্রীহরি—সেই ব্রজের্—শ্যাম্, শ্যাম্, শ্যাম্ ওহে!
তোমার্ গরবিনী কমলিনী, কৃষ্ণ-প্রেমে কাঙালিনী,
অনাথিনী পাগলিনী প্রায়্!
মূর্চ্ছিতা পড়িয়া রাধে, বিরহ প্রমাদে, হে, বাঁচেনা কিশোরী!

(তেওট—মেলতা)

রাধার্ ঘ'টেছে দশম্ দশা, জীবনে নাহি আশা,

এ সময়্ দেহ এক্‌বার্ দরশন্!

১২৬৬ সাল। প্রথম রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

কেন রথে আ'জ্ হেরিহে মদন্‌মোহন্?

ত্যেজে ব্রজধাম্, কোথায়্ যাবে ব্রজের্ ধন্?

রব কেমনে, কৃষ্ণ, তোমা বিনে,

শ্রীহীনে, শূন্য বৃন্দাবনে? তোমা বৈ আর্ অন্য জানিনে!

নিদয়্ হ'য়ো না, হরি, ধরি শ্রীচরণ্!

(ঐ—খা'দ্)

ত্যেজে ও রথ, গোপীর্ মনোরথ পূরাও শ্যামধন্!

(খামাল—ফুকা)

নব জলধর তুমি হরি, উদয়্ গোকুলে!

আম্‌রা চাতকিনী প্রায়্, ত্যেজিয়ে কোথায়্, যাও হে?

কি দোষেতে শ্যাম্ নিদয়্ হইলে?

(তেওট—ঐ)

রাই প'ড়ে ধরাতলে ঐ, দেখনা শ্যাম্!

ও যার্ মানের্ দায়্, পায়্ ধ'রেছিলে হে! কেন তারে হ'লে বাম্?

(ছুট্‌কিলে—ঐ)

যেয়ো না শ্যাম্ মধুপুরী, ত্যেজিয়ে রাধায়্! ওহে!

আম্‌রা অবলা, সরলা, এ জ্বালা, কভু জানিনে—একি ঘটিল দায়্!

কমলিনী কোথায় দাঁড়াবে, বল হে উপায়্?

(তেওট—মেলতা)

রাধার্ নয়নে বহে শত-ধারা, অধীরা, যেন মণিহারা ভুজঙ্গিনী, অতি কাতরা,

মনের্ বিষাদে প'ড়ে রাধে অচেতন্!

ঐ সালের ২য় রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

কমলিনি গো! আর্ কেন্ প'ড়ে ধূলায়?
উঠ গা তোলো, এলেন্ তোমার্ শ্যামরায়্!
কৃষ্ণ-দরশন্ পেয়ে বৃন্দাবনে, কুহুরব্ করে পিকগণে; গুঞ্জে অলি কুঞ্জ কাননে!
সারী শুকে ঐ সুখে কৃষ্ণ-গুণ গায়্!

(ঐ—খা'দ্)

জুড়াবে আঁখি, চল দেখি গিয়ে, সে জলদ কায়্!

(ধামাল—ফুকা)

রথে, কালোরূপে আলো করি, আসিছেন্ হরি;
গুঞ্জ মালা কিবা তায়্, শোভিছে গলায়্, রাই গো,
মোহিত্ হ'লেম্, দেখে সে মাধুরী!

(তেওট—ঐ)

যাই সবে চল চল গো, কুঞ্জবনে।
তুলি বনফুল, আ'জ্ গাঁথি মালা গো, সাজাইব যতনে!

(ছুট্‌কিলে—ঐ)

ত্রিভঙ্গে লইয়ে বনে, মিলাব তোমায়্! ও রাই!
তুমি চকোরী, কিশোরি, আমরি, সে বংশীধারী, হরি সুধাংশু তায়্!
শ্যামের্ বামে, তেম্নি ক'রে তোমায়্ বসাইব আ'জ্!

(তেওট—মেলতা)

অঙ্গ মিশায়ে শ্যামাঙ্গে কিশোরি, দাঁড়াবে ভাব ভঙ্গী করি,
কুঞ্জে ল'য়ে কুঞ্জবিহারী; আমরা যুগল্ রূপ্ হেরিব সব্ গোপীকায়্!

১২৬৭ সাল। প্রথম রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

কেন রথে হেরি, বংশীধারি, প্রাণ-হরি, কোথা যাবে হে, বৃন্দাবন্ করি শূন্যময়্!
আম্‌রা যত সব্ ব্রজনারী, কাতরে বিনয়্ করি, যেয়োনা ব্রজপুরী, ত্যেজিয়ে;
ব্রজে না শুনে বংশীরব্, কি রবে রব সব্, গোকুলে হ'লো হে সব্ শবময়্!

(তেওট—খাঁদ)

ব্রজ-গোপীকায়, কেন হ'লে হরি নিরদয় ?

(ধামাল—ফুকা)

তোমার প্রমোদিনী প্রেমাধিনী কমলিনী ঐ ;

দেখ শ্যাম্ হে, তোমার্ মানিনী রাই ; এলো এলোকেশে,

মলিন্ বেশে, পাগলিনী প্রায় ; রাধানাথ্ হে, একবার্ ফিরে চাও !

(তেওট—ফুকা)

তৃষিতা চাতকী রাধা, তুমি নবঘন হে !

এ বিচ্ছেদ্ কি রাধার্ প্রাণে সৈতে পারে হে ?

ও যার্ পলকে প্রলয় হয়, না হেরে তোমারে হে !

(ছুট্কিলে—ঐ)

দেখনা শ্যাম ! অতি কাতরা কিশোরী—ও তার্ নাইকো কুল-মানের্ ভয় হে !

হ'য়ে জ্ঞান-হারা, রাধার্ নয়নে বহিছে ধারা হে !

(তেওট—মেল্তা)

বল কি হবে রাধার্ দশা ? ঘুচালে সুখের্ আশা—

কি দোষে নিদয় হ'লে দয়াময় ?

ঐ সালের দ্বিতীয় রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

রথে কালবরণ, মদন্মোহন্, ব্রজের্ জীবন্, এলেন্ বৃন্দাবন্,

বিষাদে কেন রাধে আর্ ?

চল, দেখ গো ব্রজেশ্বরি, কি শোভা রথোপরি, আসিছেন্ প্রাণহরি গোকুলে !

কিবা সজল জলধর্, মাধুরী মনোহর্, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী তাহে চমৎকার্ !

(তেওট—খাঁদ)

হেরে শ্যামরূপ, ব্রজে নিরানন্দ নাহি আর্ !

(ধামাল—ফুকা)

যত তরু লতা মুঞ্জরিল কুঞ্জ কাননে ! প্রফুল্ল ফুল্, তাহে মনঃ আকুল্ ;

মধুর্ গুঞ্জ রবে, মধুলোভে, গুঞ্জে অলিকুল্ ; প্রেমাকুল্ আ'জ্ সবে গোকুলে !

(তেওট—ফুকা)

গোকুলে গোপাল্ যত, কৃষ্ণ দরশনে গো; "কোথায় গোপাল্ গোপাল্"
ব'লে, সবে চলে গো; তাদের্ নয়ন-নীরদে বহে কৃষ্ণ-প্রেম ধারা গো!

(ছুট্ কিলে—ফুকা)

চল গো রাই, সেই নিকুঞ্জ কাননে—কুঞ্জে আ'স্‌বেন্ কুঞ্জ-বিহারী আ'জ্!
ল'য়ে কালাচাঁদে, তোমায় মিলাব মনেরি সাধে, গো!

(তেওট—মেলতা)

শ্যামের্ বামেতে কমলিনী, মেঘেতে সৌদামিনী,
হেরিয়ে জুড়াবে প্রাণ্ গোপীকার্!

১২৬৮ সাল। প্রথম রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

একবার্ রথ রাখ বংশীধারি! আম্‌রা বিনয়্ করি, চরণে ধরি!
মধুর্ বৃন্দাবন্ শূন্য করি, ও রথে কোথায়্ যাও হরি?
রব কেমনে, তোমা বিনে, দয়াময়্!
দেখ গোকুলে গোপকুল, সকলে শোকাকুল, অকূলে ভাসালে গোপনারী!

(তেওট—খাদ্)

চেয়ে দেখ ঐ হে, শ্রীরাধার্ দশা শ্রীহরি!

(ধামাল—ফুকা)

প্রেমময়ী কমলিনী প'ড়ে ভূতলে! মানের্ দায়্, ও যার্ ধ'রেছ পায়্,
শ্যাম্ হে, এখন্ সেই রাধা ভাসিছে নয়ন্ জলে!

(তেওট—ঐ)

শ্যাম্, তোমায়্ হারায়ে, ও রাই রবে কি ধন্ ল'য়ে?
প্রেম-সাধে, প্রাণ সঁপে শ্রীপদে, এ বিচ্ছেদে, মরে রাধে, একবার দেখ হে চেয়ে!

(ছুট্ কিলে—ঐ)

মণি-হারা ফণী যেন কিশোরী তোমার্! হ'লো শ্রীহীনে শ্রীঅঙ্গ শ্রীরাধার্!
ও সে তোমা ভিন্ন, অন্য নাহি জানে হে, কৃষ্ণ ব'লে কাঁদে রাধে বিষাদে,
এলো থেলো পাগলিনীর্ মত হে! রাধানাথ্! রাধার্ গতি কি হবে হে!

(তেওট—মেলতা)

যত গোপিনী বৃন্দাবনে, শরণ্যে তব চরণে,

কৃষ্ণ! কি দোষে ত্যেজিবে ব্রজনারী?

ঐ সালের দ্বিতীয় রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

নব নীরদ বরণ হরি—দেখ রথোপরি, ওগো কিশোরি!

রূপে মন্মথ-মনোলোভা, আমরি, হেরি কি শোভা,

কিবা, ত্রিভঙ্গ শ্যাম-অঙ্গ-মাধুরী!

ব্রজে উদয়্ আ'জ্ কালাচাঁদ্, পূরিল মনোসাধ্, জুড়াবে হেরে নয়ন্ চকোরী!

(ঐ—খা'দ্)

পুলকিত, আ'জ্ সব্, দরশন্ করি শ্রীহরি!

(ধামাল—ফুকা)

গুঞ্জরবে অলি গুঞ্জে কুঞ্জ কাননে।

প্রেমাকুল্, যত বিহঙ্গ কুল্, রাই গো, সুখে কুহু রব্ করিছে পিকগণে!

(তেওট—ঐ)

যাই চল কুঞ্জ বন্; আ'স্‌বেন্ কুঞ্জে আ'জ্ বংশীবদন্!

উঠ রাধে, আর্ কেন গো বিষাদে; মনোসাধে, কালাচাঁদে ল'য়ে জুড়াব জীবন্!

(ছুট্ কিলে—ঐ)

যতনে সাজাব, সেই নিকুঞ্জ কানন্। তোমায়্ তেমি ক'রে শ্যামের্ বামে বসাব!

ও সেই মধুর্ কুঞ্জে, বন-ফুল তুলিয়ে; মনোমত চারু হার গাঁথিয়ে;

রাধা শ্যামের্ যুগল্ অঙ্গে পরাব!

প্রেমময়ি! যুগল্ রূপ্ নয়নে সবে দেখিব—রাধা শ্যাম্ নয়নে সবে হেরিব!

(তেওট—মেলতা)

সেই নিকুঞ্জ রাসস্থলে, যতেক গোপী মণ্ডলে,

ল'য়ে ত্রিভঙ্গে দাঁড়াবে ভঙ্গী করি!

১২৬৯ সাল। প্রথম রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

তুমি ব্রজের্ ধন্, হরি ব্রজের্ জীবন্, ত্যেজি বৃন্দাবন্,
কোথায়্ যাবে হে—ও রথে আ'জ্ করি আরোহণ্!
তোমায়্ দেখিবারো আশয়ে; ব্রজ-গোপী সব্, করে হাহা রব্, ঐ হে,
আছে পথ-মাঝে সবে দাঁড়ায়ে! ক্ষণেক্ দাঁড়াও হে হেরি ও চন্দ্রবদন্!

(ঐ—খা'দ্)

ব্রজনাথ্ হে! হ'লো শূন্যময় শ্রীবৃন্দাবন্!

(ধামাল—ঝুকা)

যাবে প্রাণ হরি, প্রাণ-হরি, মধু ভুবনে। রব হে শ্যাম্! ব্রজে কি সুখে আর্?
কৃষ্ণ! তোমা বিনে, বৃন্দাবনে, ব্রজ-গোপীকার্, ব্রজনাথ্ হে! কেহ নাহি আর্!

(একতালা—ঐ)

দেখ, বিরহে ব্যাকুলা, আকুল-কুন্তলা—রাধে রাজ্‌পথে ঐ বেরুলো হে!
কৃষ্ণ-প্রেমের্ দায়ে, ও রাই কমলিনী,
(চেয়ে দেখ হে শ্যাম্) যেন এলো থেলো পাগলিনী! আহা মরি মরি!

(ছুট্‌কিলে—ঐ)

তোমারি লাগিয়ে, রাধার্ দুকুল গেল!
কিছু জানে না, জানে না, জানে না হে—কমলিনী কিছু জানে না হে!
ও সেই মানিনী, রাই গরবিনী, অনাথিনী কাঙালিনী আজু হ'লো!

(তেওট—মেল্‌তা)

রাধা ভাসিছে নয়ন্‌জলে, হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে, রাধানাথ্,
প'ড়ে ভূতলে স্বর্ণলতা অচেতন্!

ঐ সালের দ্বিতীয় রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

ওগো কিশোরি, তোমার্ প্রাণ-হরি, সে বংশীধারী,
এলেন্ বৃন্দাবন্—বিষাদে আ'জ্ রাধে কেন আর্?

দেখে এলেম্ সেই রথোপরি,
শ্যাম নটবর্, নব জলধর্, রাই গো, কিবা মনোহর রূপ মাধুরী!
চারু কটাক্ষে মোহে মন গোপীকার্!

(তেওট—খা'দ্)

এমন্ রূপ্ রাই, কভু দেখি নাই, নয়নে আর্!

(ধামাল—ফুকা)

কৃষ্ণ দরশনে, বৃন্দাবনে, পুলকিত সব্—কাননে, ঐ নাচে শিখীগণে;
দেখ, কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জে অলি প্রফুল্ল মনে; কোকিলে ঐ করে কুহুরব্!

(একতালা—ঐ)

কুঞ্জে চল ধনি, কুঞ্জ-বিলাসিনি! কুঞ্জে আ'স্‌বেন্ কুঞ্জবিহারী আ'জ্!
গাঁথি গুঞ্জ মালা, কুঞ্জ সাজাইব, তোমায়্ শ্যামের্ বামে বসাইব,
আবার্ তেম্নি ক'রে, তোমায়্ শ্যামের বামে বসাইব!

(ছুট্‌কিলে—ঐ)

মোহন মুরলি-রব শুনিব আবার্!
ব'লে শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা রাধা—বা'জ্‌বে বাঁশী, ব'লে শ্রীরাধা ইত্যাদি।
আম্‌রা গোপিনী, শ্যাম্ প্রেমাধিনী, বংশী-ধ্বনি, না শুনে আর্ রৈতে নারি!

(তেওট—মেল্‌তা)

ল'য়ে নিকুঞ্জে বংশীধারী, দাঁড়াবে ভঙ্গী করি, কিশোরি,
হেরে নয়নে জুড়াবে প্রাণ্ গোপীকার্!

১২৭০ সাল। প্রথম রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

গোপীকায়্ আ'জ্ ত্যেজে, শ্যামরায়্, কোথায়্ যাও হে,
কেন প্রতিকূল্ হ'লে গোকুলে?
অতি কাতরা যত ব্রজনারী, সম্মুখে ঐ প'ড়ে সারি সারি;
দেখ কেশব, যেন সব শবাকার্;
গোপীর্ নয়ন নীরধর্, বরিষে নিরন্তর্, ভাসিল গোপকুল অকূলে!

(তেওট—খাদ্)

হ'লো কি বিষাদ্—সুখ-সাধে, একি বাদ্ সাধিলে!

(দশকুশি—ফুকা)

ও আর্ ফিরে ঘরে, ও নাহি যাব—যমুনাতে ঝাঁপ দিব হে!
প্রাণ ত্যেজিব কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে—আম্‌রা আর্ এ প্রাণ্ রা'খ্‌বো না হে!

(একতালা—ঐ)

তোমার কিশোরী, রাধে ব্রজেশ্বরী, কি দশা হরি, করিলে তার্?
মলিনে, শ্রীহীনে, ধরাসনে, ঐ পড়িয়ে হে, আমরি মরি!

(ছুট্ কিলে—ঐ)

মণিহারা ভুজঙ্গিনী—রাই যেন! শ্যাম্ ওহে!—সে তো তোমারি লাগিয়ে হে!
কিছু জানে না, জানে না, জানে না, হে! কমলিনী কিছু জানে না, ইত্যাদি।
যত সখী ল'য়ে সাথে, বেরুলো রাই রাজ্‌পথে,
ঘন চাহে নবঘন-পানে—ও সে তৃষিতা চাতকীর্ মত হে!
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ব'লে, নয়ন সলিলে হে, ভাসে কমলিনী!

(তেওট—মন্‌তা)

ও যার্ মানের্ দায়্ বংশীধারি, সেধেছ পায়ে ধরি, আমরি!
এখন্ কি দোষে সে রাধারে ত্যেজিলে?

ঐ সালের দ্বিতীয় রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

শ্রীরাধে, আর্ কেন বিষাদে, প্রেমময়ি গো, তোমার্ কালাচাঁদ্ উদয়্ গোকুলে!
গত নিশিতে দেখেছি স্বপনে, আসিছেন্ শ্যাম্ গো মধুর্ বৃন্দাবনে।
কিবা মাধুরী, রথোপরি, আমরি!
মুখে মধুর মৃদু হাসি, অধরে মোহন্ বাঁশী, বাজিছে শ্রীরাধা রাধা ব'লে!

(ঐ—খা'দ্)

প্রেম-পুলকে, ভাসে সুখে, গোপিনী সকলে!

(দশকুশি—ফুকা)

আম্‌রা মিলি যত (ও) সখীগণে; উপনীত কুঞ্জবনে, গো!

গুঞ্জ-মালা গাঁথি সযতনে! তোমার্ শ্যাম্ কুঞ্জে আ'স্‌বেন্ ব'লে গো!

(একতালা—ফুকা)

নিকুঞ্জ-বিহারী, কুঞ্জে আসি হরি, বলেন্ কৈ আমার্ মানিনী রাই?

শয়নে স্বপনে, রাধা বিনে, আর্ জানিনে গো, ও সহচরি!

(ছুট্‌কিলে—ঐ)

অয়ি নিদ্রা ভঙ্গ হ'লো—হায়্ আমার্! সেই সময়্!—নিশি অবসানে গো!

কোথায়্ লুকালো সজল জলদ্ বরণ্—দেখা দিয়ে!

নয়ন্ জলে ভাসি দুখে, শুনি তখন্ লোক্ মুখে,

ব্রজের্ হরি ব্রজে ফিরে এলো! আমার্ স্বপন সফল হ'লো গো!

ত্বরা করি চল চল, গা তোলো গা তোলো, গো, দেখিতে শ্রীহরি!

(তেওট—মেলতা)

হ'লো সুপ্রভাত্ বিভাবরী, অনুকূল্ হ'লেন্ হরি, কিশোরি,

হারা নিধি আ'জ্ বিধি আনি মিলালে!

[১২৭১ সালে কোনো কারণে প্রথম রথে গান হয় নাই, কিন্তু ২য় রথে হইয়াছিল।]

১২৭১ সাল। দ্বিতীয় রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

উঠ গা তোলো গো কমলিনি, কেন ধনি, আর্ প'ড়ে ভূতলে,

শ্যামধন্ এলেন্ বৃন্দাবন্!

ভাসে পুলকে ব্রজবাসী, হেরে শ্যাম্ কাল-শশী,

কি শোভা দেখ আসি, রথে আ'জ্—

নব নীরদ নীলকায়্, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী তায়্, কটাক্ষে মোহে ব্রজ-গোপীর মন্!

(ঐ—খা'দ্)

কৃষ্ণ-দরশন্ পেয়ে, সুখে নাচে শিখীগণ্!

(দশকুশি—ফুকা)

সেই কুঞ্জ বনে সারী শুকে, কৃষ্ণ-শোকে ছিল দুখে গো,

এখন্ সুখে কৃষ্ণ ব'লে ডাকে—তারা কৃষ্ণ-প্রেমের্ অনুরাগে গো !

(তেওট—ফুকা)

কূল্ পেলাম্ অকূলে, ও শ্যাম্ অনুকূল্ গোকুলে।

আহা মরি, শুন গো ঐ কিশোরি, বংশীধারী, বাজায়্ বাঁশী শ্রীরাধা রাধা ব'লে !

(ছুট কিলে—ফুকা)

চল গো কিশোরি, ল'য়ে যত সখীগণ্ ; কুঞ্জে আনিতে সাধের শ্যাম ধন্ !

ছিলাম্ কৃষ্ণ বিনে, শূন্য দেহে গোকুলে ; চাতকিনীর্ মত গোপী সকলে,

হারা নিধি বিধি আজ্ মিলালে ! শ্রীরাধে !

ব্রজের্ শ্যাম্ আ'জ্ ব্রজে এলো গো ! তোমার্ শ্যাম্ আ'জ্ তোমার্ হ'লো রাই !

(তেওট—মেলতা)

ল'য়ে নিকুঞ্জে কালাচাঁদ্, পূরাব মনোসাধ্, যুগল্ রূপ্ হেরে জুড়াব নয়ন্ !

১২৭২ সাল। প্রথম রথের গান।

[তুমি ব্রজের্ ধন্ ইত্যাদি, অর্থাৎ ১২৬৯ সালের প্রথম রথের গানের সহিত এই মহড়ার কথা গুলি প্রায় সমান]

(তেওট—খা'দ্)

ব্রজের্ দশা, আ'জ্ শ্যাম্, স্বচক্ষে দেখ হে এখন্ !

(ধামাল—ফুকা)

মধুর্ কুঞ্জবনে নাহি শুনি মধুর্ গুঞ্জ রব্ ; তমালে আ'জ্ কোকিল্

হ'লো নীরব্ ; ব'সে সারী শুকে, মনোদুখে,

মুখে নাহি রব্ ; শব প্রায়্ আ'জ্ ব্রজে দেখ সব্ !

(দশকুশি—ফুকা)

ঐ ঊর্দ্ধ মুখে সব্ ধেনুগণে, চেয়ে আছে রথ-পানে, হে,

ব্রজ-রাখাল্, কৃষ্ণ ব'লে কাঁদে—তাদের্ নয়নে বয়্ বারি-ধারা হে !

(একতালা—ফুকা)

যশোদা ব্যাকুলা হ'য়ে, কাঁদিছে গোপাল্ গোপাল্ ব'লে—
"কৃষ্ণ তোরে হারা হ'য়ে, কার্ মুখ্ চায়ে, গোকুলে রহিব কি ধন ল'য়ে!"

(ছুট্‌কিলে—ফুকা)

অকূলে ভাসালে হরি, কিশোরী তোমার্!
ও সে তোমা ভিন্ন অন্য নাহি জানে আর্!
এক্‌বার্ দেখ চেয়ে, লুণ্ঠিতা রাই ভূতলে; বদন্ কমল্ ভাসে নয়ন্ সলিলে;
কেমনে রাধারে এখন্ ত্যেজিলে!
রাধানাথ্! এ বিচ্ছেদ্ কি রাধার্ প্রাণে সবে হে!
রাধার্ দশা কি হবে হে! ব্রজের্ দশা কি হবে হে!

(তেওট—মেল্‌তা)

আম্‌রা অধিনী ব্রজনারী, কাতরে বিনয়্ করি, রাধানাথ্,
ব্রজ ত্যেজো না হরি, ধরি শ্রীচরণ্!

ঐ সালের দ্বিতীয় রথের গান।

[মহড়া প্রায় ১২৬৯ সালের ন্যায়]

(তেওট—খাদ)

বৃন্দাবনে আজি গো, হ'লো কি আনন্দ অপার্!

(ধামাল—ফুকা)

দেখ, কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জরবে গুঞ্জে মধুকর্; কুহুস্বর্ ঐ করিছে পিকবর্;
নাচে শিখীগণে, হেরে শ্যাম নব জলধর্; প্রফুল্ল ফুল্ কুঞ্জে মনোহর্!

*   *   *   *   *   *

(একতালা—ঐ)

বিরলে বিপিনে বসি, শুনিব বঁধুর্ মধুর বাঁশী!
সবে ল'য়ে মনোসাধে, সেই শ্যামচাঁদে, পোহাব নিকুঞ্জে সুখের নিশি!

(ছুট্‌কিলে—ঐ)

যতনে সাজাব, সেই নিকুঞ্জ কানন্—তোমায়্ ত্বেরি ক'রে শ্যামের্ বামে বসাব!

চল, সবে মেলি সুরভি ফুল্ তুলিয়ে, নানামত বনমালা গাঁথিয়ে,
মনোসাধে কালাচাঁদে পরাব!
শ্রীরাধে! যুগল্ রূপ্ আ'জ্ দেখে নয়ন্ জুড়াব!
(তেওট—মেলতা)
কুঞ্জে আনিতে প্রাণের্ হরি, চল গো ত্বরা করি, কিশোরি!
এখন্ বিলম্বে প্রাণে ধৈর্য্য ধরা ভার্!

১২৭৩ সাল। প্রথম রথের গান।

(তেওট—মহড়া)
ওগো কিশোরি, তোমার্ প্রাণ-হরি, মনঃপ্রাণ্ হরি, মধুপুরী যায়্,
শূন্য করি মধুর্ বৃন্দাবন্!
রথোপরি শ্যাম্ দাঁড়ায়েছে; ধরি মোহন্ বেশ্, বাঁকা হৃষীকেশ্,
রাই গো, শুন্লেম্ নন্দরাণী বিদায়্ দিয়েছে!
অক্রুর্ হরিয়ে ল'য়ে যায়্ গো ব্রজের্ ধন্!
(ঐ—খাদ)
ব্রজবাসী আ'জ্ সব্ বিষাদে করিছে রোদন্!
(ধামাল—ফুকা)
হ'লো গোপীর্ পক্ষে গোকুলে আ'জ্ বিজয়া উদয়্!
অকস্মাৎ আ'জ্ ব্রজে রাহুর্ উদয়্!
বুঝি কৃষ্ণ নিধি, দারুণ্ বিধি, দিয়ে হ'রে লয়্!
না জানি গো ভাগ্যে কিবা হয়্!
(দশকুশি—ফুকা)
এমন্ কে আছে আর্ এই বৃন্দাবনে, বঁধুকে ফিরায়ে আনে গো?
গোপীর্ দুখে কেবা দুখী হবে? সরাই কৃষ্ণ-প্রেমের্ প্রতিবাদী গো!
(একতালা—ঐ)
কি সুখে আর্ ব্রজে রব—না শুনে বঁধুর্ বাঁশরী-রব?
এখন্ শূন্য বৃন্দাবনে, শ্যামরূপ্ বিনে, কি হেরে নয়নে, প্রাণ জুড়াব?

(ছুট্ কিলে—ফুকা)

বলগো কিশোরি, তবে কি হবে উপায়, যদি গোকুল ত্যেজিয়ে বঁধু যায়?
চল ত্বরা করি, মিলে যত গোপীকায়; সাধিব কাঁদিব শ্যামের ধরি পায়;
না দিব বঁধুরে যেতে মথুরায়!—শ্রীরাধে, কুলে শীলে আর্ কি করে গো?
লোক-লাজে আর্ কি করে গো? শ্যাম্ গেলে আর্ কুলে কি হবে গো?

(তেওট—মেলতা)

এই গোকুলে কে আর্ আছে, দাঁড়াব কার কাছে, কিশোরি,
যদি প্রাণ-হরি মধুপুরী যায় এখন্?

ঐ সালের দ্বিতীয় রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

ও রাই আয় গো আয়, কেন প'ড়ে ধূলায়, তোমার্ শ্যামরায়,
এলেন্ বৃন্দাবন্; চল, রথে করি দরশন্!
এসে যমুনার্ পারে হরি—আমরি মরি—শুন কিশোরি, ঐ গো,
রাধা রাধা ব'লে বাজায় বাঁশরী! শ্যাম্কে আনিতে গেছে ব্রজবাসীগণ্!

(ঐ—খা'দ)

দেখে এলেম্ শ্যাম্রূপ নব নীরদ বরণ্!

(ধামাল—ফুকা)

বঁধুর্ অধরে মোহন বাঁশী, মধুর্ হাসি তায়; দুলিছে গো বনমালা গলায়;
পৃষ্ঠে পীত-বসন্, দোলায় পবন্, মেঘে বিদ্যুৎ প্রায়!
মাধুরী হায়, হেরে আঁখি জুড়ায়!

(দশকুশি—ফুকা)

কানুর্ বেণু শুনে, ঐ ধেনুগণে, চেয়ে আছে পথ-পানে গো!
সারীশুকে কৃষ্ণ ব'লে ডাকে! সবাই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা গো!

(একতালা—ঐ)

যমুনা-পুলিনে সখি, নাচিছে গোপাল্, গোপাল্ দেখি!
রথে নিরখি মাধবে, গোপ্কুল্ সবে, প্রেমানন্দে তাদের্ ঝুরে দু-আঁখি!

* * * * *

(তেওট—মেলতা)

কুঞ্জবিহারী আগমনে, প্রেমাকুল্ কুঞ্জবনে, দেখ সব্,
চল বিমানে সেরূপ্ হেরে জুড়াই জীবন্!

১২৭৬ সাল। দ্বিতীয় রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

ত্যেজি ধরাসন্, গা তোলো কমলিনি! এলেন্ ব্রজধাম্ তোমার্ শ্যাম্ গুণমণি!
কৃষ্ণ-জলধর্ হেরিয়ে নয়নে, চাতকী যত গোপীগণে, কুল-বাধা আর না মানে,
চলে রাজপথে দ্রুত গজগামিনী!

(ঐ—খা'দ)

শ্রীরাধে গো, হ'লো সুপ্রভাতা আজ্ রজনী!

(দশকুশি—ফুকা)

ব্রজ-বালক-পুলক-ধ্বনি; ঐ শুন কমলিনি!
হাম্বারবে ধেনু যায়্ ঐ ধেয়ে—চেয়ে দেখ দেখ গো—
মৃত দেহে সবে প্রাণ পেলে—তোমার্ শ্যাম্কে দেখে—হারানিধি পেয়ে!

* * * * *

(ছুট্কিলে—ফুকা)

যমুনা-পুলিনে, সবে চল গো এখন্!
হেরে সে নব নীরদ, জুড়াব নয়ন্—রথোপরি—হেরে সে নব ইত্যাদি!
যুগল্ মিলনে, শ্যাম্ দরশনে, গোপীর্ প্রাণে, ধৈরয আর্ নাহি মানে!

(তেওট—মেলতা)

মিলে, নিকুঞ্জে যত সহচরী, রাধাশ্যাম্ যুগল্ মিলন্ করি,
হেরিব আ'জ্ নয়ন ভরি! আম্রা গোপিনী কৃষ্ণ-ভাবের্ ভাবিনী!

১২৮৬ সাল। প্রথম রথের গান।

(তেওট—মহড়া)

ব্রজ ত্যজিয়ে কোথায়্ যাও হে মদন্মোহন্?
তোমার্ বিরহে দহে গোপ-গোপীগণ্!

করে সকলে হাহাকার্, যে ভজে কর এই দশা তার্,
মরি হরি, কি ভাব তোমার্!
দিলে কি দোষে গোপাঙ্গনায়্ বিসর্জ্জন্?
(তেওট—খা'দ্)
কেমনে নিদয়্ হ'লে শ্যামধন্!
(তেওট—ফুকা)
যদি ত্যেজিবে, এই ছিল মনে; ওহে মাধব, আর কি কব,
উচিত নহে তব, তবে কেন প্রেম্ বাড়ালে গোপীর্ সনে?
তোমা বিহনে কেমনে রবে জীবন্?
(দশকুশি—ফুকা)
ব্রজ-রাখাল্ কাঁদে ব'লে কানু—কে বাজাবে মোহন্ বেণু?
চোরা ধেনু, বনে কে ফিরাবে? ও ভাই প্রাণের্ কানাইরে!
বিষ-পানে রাখালে কে বাঁচাবে? কালিন্দী-কূলে?
(একতালা—ফুকা)
শ্যামলী-ধবলীগণে, চেয়ে আছে ঐ রথ-পানে!
সবে তুলিয়ে বদন, নাহি খায়্ তৃণ, আছে তারা যেন হীন-চেতনে!
ওহে ব্রজনাথ্! ব্রজের্ দশা একবার্ চেয়ে দেখ হে—ওকি হবে হে!
(ছুট্‌কিলে—ঐ)
মলিনা রাই স্বর্ণলতা প'ড়ে ধরাসনে—সে তো তোমার্ লাগি হে!
রাধার্ বদন কমলে হাহাকার্! প্রেম-অশ্রুধার্, যুগল্ নয়নে!
(তেওট—মেল্‌তা)
আহা! যে দেখি রাধার্ দশা, জীবনে নাই আর্ আশা, রাধানাথ্!
বিচ্ছেদ্ হুতাশে নিরাশে শূন্য-চেতন্!

ঐ সালের দ্বিতীয় রথের গান।

(তেওট—মহড়া)
হ'লো সুপ্রভাত্ আজু গো রাই বৃন্দাবনে;
তোমার্ কালাচাঁদ্ এলেন্ ব্রজ ভুবনে!

ব্রজে শব-প্রায় ছিল সব, সুখে আ'জ করে গো মহোৎসব,
শুন গো ঐ জয় জয় রব!
ত্যেজি লোক-লাজ ধেয়ে যায় গোপীগণে!
(তেওট—খা'দ্)
রাখাল্ ধায় নাহি চায় পথ-পানে!
(তেওট—ফুকা)
তারা ডাকিছে আয়, আয়, আয় রে কানাই! একবার্ আয় রে ভাই!
হেরে প্রাণ জুড়াই! তো বিনে, আর্ যে জানি নাই!
আয় রে, তেম্নি সাজ সেজে আবার্ গোঠে যাই!
(তেওট—মেল্তা)
করে হাম্বারব, ধেনু সব আ'জ সঘনে!
(দশকুশি—ঐ)
কুঞ্জে সারী শুকে, মনোদুখে, নীরব ছিল অধোমুখে;
এখন্ সুখে কৃষ্ণ ব'লে ডাকে! ও সেই শ্যামের প্রেমে গো!
কুহুস্বরে কোকিলে ঐ কুহরে! ও সেই শ্যাম্‌কে দেখে গো—
ঐ তমাল্ ডালে! ও সেই কমল্ বনে, মধুকরে গুঞ্জরবে গুঞ্জরে!
(একতালা—ঐ)
চল গো, চল গো, সখি! নিরখি রথে কমল-আঁখি!
আম্‌রা তৃষিতা চাতকী, সে জলদে দেখি, পুলকে নাচিবে মানস-শিখী!
শ্রীরাধে! হারানিধি বিধি আজি মিলালে!
তাপিত্ প্রাণ্ আ'জ্ শীতল্ হবে হেরে গো!
(ছুট্‌কিলে—ঐ)
সে নীলরতনে, সখি, যতনে আনিব—ও সেই কুঞ্জবনে গো!
ও আ'জ্ নিশিযোগে গো! বন-কুসুমে শ্রীঅঙ্গ সাজায়ে,
বামে বসায়ে, হেরিয়ে জুড়াব!
(তেওট—মল্‌তা)
শ্যামের্ বামে রাই কমলিনী, মেঘেতে সৌদামিনী, কি শোভা!
গোকুল্ প্রেমাকুল্ হবে যুগল্ মিলনে!

কুমারটুলিস্থ সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজ মহাশয়ের অনুষ্ঠিত ৺ রথোৎসবে "বাগবাজার-বান্ধব-সমাজ" কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তিত—

১২৯২ সাল। প্রথম রথের গান্।

চিতেন।

তোমার্ স্বর্ণপুরী, আ'জ্ শূন্য করি, কোথায়্ যাও হরি?
তোমার্ মনোরম, অনুপম, হে, এই ক্ষেত্রপুরী! মর্ত্ত্যে গোলোক্ধাম্!
শ্রীমন্দির তব, ওহে শ্রীমাধব, এই সব্ অতুল্ বিভব, যাবে ত্যেজিয়ে!
তোমায়্ রথে আ'জ্ হেরি, যত পুর-নারী, মনের্ খেদে কাঁদে আমরি!
ও দীন্ দয়াময়্! তারা ধৈর্য্য-হারা, কাতরা!

অক্ষয়্ বটে ব'সে অধোমুখে, কাঁদিছে ঐ সারী শুকে হে;
শিখীকুল্ আ'জ্ নাচে না আর্, মনের্ দুখে! দীননাথ্!

যেমন্ গোকুলমণ্ডলে, গোপিনী সকলে, শোকাকুলে ফেলে কাঁদিয়ে ছিলে হে;
জগবন্ধু! তেম্নি দুঃখ আ'জ্ দিলে হে!

কমলা কমলমুখী, তৃষিতা নব চাতকী,
ঘন ঘন নবঘন-পানে চাহিছে! ওহে জগবন্ধু!

বিচ্ছেদ্ হুতাশে জ্ঞান-হারা, নয়নে বহে ধারা, অধীরা পতিতা ঐ ধরা'পরি!

মহড়া।

আম্‌রা বিনয়্ করি, রথ্ রাখ হরি!
একবার্ চন্দ্রবদন্ হেরি নয়ন্ ভরি!
ইন্দুমুখী ঐ সিন্ধু-বালা, ব্যাকুলা, চঞ্চলা, চঞ্চলা প্রায়্ হে!
তোমা ভিন্ন তার্ হৃদয়্ শূন্য, জানে না সে আর্ অন্য,
কোন্ প্রাণে যাবে তারে পরিহরি!

ঐ স্থলে ঐ সালের দ্বিতীয় রথের গান।

চিতেন।

ধরাসনে, আর কেনে? কমলা গো, হ'লো সুপ্রভাত্!
ধরি মোহন্ সাজ্, ফিরে রথে আ'জ্, আসিছেন্ গো জগন্নাথ্!

রথে নীরদ-বরণ্, করি দরশন্, পুরবাসীগণ্, উল্লাসে;
সবে ভাসিছে মনের্ উল্লাসে—কমলা গো—তারা নাচিছে মনের্ উল্লাসে!
হ'য়ে আনন্দে মগনা, যত পুরাঙ্গনা,
ঐ দেখ ধেয়ে যায়্ গো, ওগো সিন্ধুসুতা!

শূন্য হ'তে দেবগণ, করে পুষ্প বরিষণ, গো!
অপ্সরা করিছে গান—কমলা! ঐ শুন—অপ্সরা করিছে গান!

বাজে দুন্দুভি সপ্তস্বরা—কি মঙ্গল—সিন্ধুবালা গো—কি শুভদিন্!
জয় জয় রব্ চৌদিগে আ'জ্ শুস্তে পাই!

মহড়া।

উঠ গা তোলো, একবার্ চল চল, রথে কালরূপ্ হেরে প্রাণ্ জুড়াই!
অতি যত্নে আ'জ্ রত্নবেদী সাজাইয়ে, সিন্ধুবালা গো—
ওগো কমলা—চল মাধবে শ্রীমন্দিরে ল'য়ে যাই!

মনোমোহন বাবুর রচিত নিম্নলিখিত নগর-সংকীর্ত্তন দুইটি গড়পারস্থ সৌখীন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ১২৮৮ সালের মাঘ মাসে সঙ্কীর্ত্তিত হয়।

নগর সঙ্কীর্ত্তন—গোষ্ঠ।

(তেওট—মহড়া)

অপরূপ সই, কি রূপ ঐ!
যায়্ গোষ্ঠের্ পথে, নাচিতে নাচিতে, রাখাল্‌গণ্ ল'য়ে সাথে, সখিরে!
হেরে মাধুরী জ্ঞান-হারা হ'য়ে রই!

(তেওট—ফুকা)

দলিত অঞ্জন্, নয়ন-রঞ্জন্, গোপীর্ মনোমোহন্, কিবা কাল বরণ্!
ও প্রাণ্ সখিরে! কভু দেখি নাই এমন্!

(দশকুশি—ঐ)

অধরে মধুর হাসি; সুবিমল সুধারাশি, রে!
জলধরে সৌদামিনী যেন খেলিছে—মনঃ প্রাণ হরিছে!

(তেওট—মেলতা)

অঙ্গ সিহরে, সাধ্ করে, প্রেম্‌দাসী হই!

(পঞ্চম সওয়ারি—ফুকা)

দেখ, আঁখি ভ'রে;—দাঁড়ালো কি ভঙ্গী ক'রে, বামে হেলে বাঁশী ল'য়ে করে!
শিরে শিখী-পুচ্ছ-চূড়া, গুঞ্জহার তাহে বেড়া,
কটিদেশে পীতধড়া, বলাই দাদার্ গলা ধ'রে!

(লোফা—ঐ)

বন-মালা গলে দোলে, হেরিলে সই নয়ন্ ভুলে!
কুটিল কটাক্ষ কিবা তায়্—হেরে ধৈর্য্য হারাই—কুটিল কটাক্ষে কিবা চায়্!
ঐ বাজায়্ সেই মোহন্ বেণু, শুনে ধেয়ে এলো ধেনু!
এমন্ রাখাল্ কে কোথা দেখেছে রে—এ তিন্ ভুবন্ মাঝে!

(ছোট চৌতাল—ঐ)

গোষ্ঠের্ বেশ্ নিরখি, প্রাণ্ সখি, আমার্ হ'লো কি!
দেখে এ নব নীরধর্, শ্যাম্-সুন্দর্, নাচিছে নিরন্তর্, মনঃ চাতকী!

(তেওট—মেলতা)

শুনে বংশীরব্, আমি যেন আমি নই!

নগর-সঙ্কীর্ত্তন—প্রার্থনা।

(মহড়া)

ভকত-রঞ্জন্, বিপদ-ভঞ্জন্, ওহে জনার্দ্দন্!
আমি ভক্তিহীন, অকিঞ্চন, পূরাও দীনের আকিঞ্চন্!

(ফুকা)

শুনেছি হে শ্রীমাধব, দীননাথ নাম তব, দীন ক্ষুণ্ণ পুণ্য-শূন্য আমি অভাজন্ ;
নিজ গুণে কৃপানিধি, কৃপাদান কর যদি, তরি তবে ভব-নদী ধরি শ্রীচরণ্ !
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি, এই বাঞ্ছা করি আমি, চিত-গামী হ'য়ে কর ধন্য এ জীবন্ !
বপু মম—ব্রজ সম, হৃদয়—নিকুঞ্জ ধাম, প্রীতি-পুষ্পে মনোরম করিব সাজন্ !
মতি, গতি, রতি—বেল্, যূথী, জাতি ; মল্লিকা, মালতী—শ্রদ্ধা, ভকতি !
হবে চিত-অনুরাগ্—কাঞ্চন-পরাগ্ ; বৈরাগ্য—কদম্ব বিকশিবে তথি !
প্রেম—পিক কুহু রবে, কিবা কুহরিবে !
শান্তি, শম—সারী, শুক, কি সুখ অর্পিবে !
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে, সে কুঞ্জধামে ; কিশোরী লইয়ে বামে, দাঁড়াইবে হে !
হবে, কিবা শোভা, মনোলোভা, হৃদে সে নব মাধুরী !
যেন, নব-নীল-নীরধরে, সৌদামিনী—রাই কিশোরী !
আমার্ মনঃ মত্ত শিখী নৃত্য করিবে সে রূপ হেরি !

(মেল্তা)

ও সেই যুগল্ সাজে, হৃদয়্ মাঝে, উদয়্ হ'য়ে, জুড়াও জীবন্ !

নগর-সঙ্কীর্ত্তন—উদ্ধব-সংবাদ ।

[কলিকাতা কাঁশারীপাড়ার সৌখীন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তিত]

(তেওট—মহড়া)

উদ্ধব্ ! কি দেখ্‌তে ব্রজেতে আর্ এলে এখন্ !
মধুর্ বৃন্দাবন্, বঁধু বিনা, সুধুই বন্ !
দেখ, স্বচক্ষে সবাকার্, শবাকার্ ; অনিবার্, হাহাকার্ !
শ্যাম্-শশী বৈ, গোকুল্ অন্ধকার্ !
(কেবল্) পেয়ে নয়ন্-জল্, প্রবল্ যমুনার্ জীবন্ !

(ঐ—খা'দ্)

রাখাল্‌গণ্ ঐ, যেন শ্রান্ত, ভ্রান্ত, নিতান্ত মগন্ !

(ঐ—ফুকা)

উঠে প্রভাতে সব্, মথুরার্ পথ্ যায়্; ডাকে উভরায়্—
আয়্ রে কানাই আয়্—অনেক্ দিন্ দেখিনি তোমায়্—
ও ভাই, এক্‌বার্ না দেখা দিলে প্রাণ্ যে যায়্!

(তেওট—মেল্‌তা)

বেণুর্ রব্ বিনা, চরেনা আর্ ধেনুগণ্!

(দশকুশি—ফুকা)

শোকে বৃদ্ধ হ'লো, অকালে নন্দ; মা যশোদা কেঁদে অন্ধ, হে!
গোপবৃন্দ সবে নিরানন্দ!—গোকুল্ নিরুৎসব্ আর্ নীরব্ দেখ হে!

(একতালা ঐ)

কিশোরী কনক-লতা; শুখালো তাপে সে রাজ-সুতা!
কৃষ্ণ-বিরহ-তাপিতা, (উদ্ধব্ হে! রাধার্ দশা এক্‌বার্ চক্ষে দেখে যাও!—
বিধুমুখী রাধা, আর্ সে রাধা নাই!) কৃষ্ণ-বিরহ-তাপিতা,
চাতকী তৃষিতা, সে জলদ বিনা জুড়াবে কোথা?

(ছুট্‌কিলে—ঐ)

যে আগুন্ তার্ হৃদে জ্বলে, জলে দ্বিগুণ্ জ্বলে—সে তো জুড়াবার নয়্!
ক্ষণে চৈতন্য হারায়ে রয়্ ধরায়্, ক্ষণে চেতন্ পায়্, "কৃষ্ণ কৈ?" ব'লে!

(তেওট—মেল্‌তা)

কৃষ্ণ-প্রেমাকুল্ এ গোকুলে, পশু-নর্-পক্ষীকুলে, সকলে—
বুঝি সমূলে দগ্ধ হয়্ ব্রজ-ভুবন্!

চতুর্থ স্তবক।

নাটক ও গীতাভিনয়।

[রামাভিষেক নাটক হইতে উদ্ধৃত]

(নটের গান)

রাগিণী পরজ—তাল ঢিমা তেতালা।

রঙ্গে, এস রসবতি রস-রঙ্গে; তুষিতে রসিক-মন রসের প্রসঙ্গে!
সুজন-রঞ্জিত সভা, ভ্রমরনিকর শোভা, সঙ্গীত-কমল-লোভা, ভাবের তরঙ্গে!।১।
তোমার মধুর স্বর, মুনিজন-মনোহর! রাগমান দীপ্তিকর, সদা তব সঙ্গে!।২।

(প্রবেশ-কালে নটীর গান)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়খেম্‌টা।

ওহে রসরাজ্, কেন-আ'জ্, ডাকিলে আমায়, এমন সময়ে বলনা?
মনোলোভা, বন-শোভা, কুঞ্জে হেরিব, ছিল হে বাসনা!

১

প্রফুল্ল কুসুম ললিত রসে, আমোদিত সুধা সম সুবাসে,
সরসি-সলিলে কুমুদী হাসে, হেরিলে নয়ন ফিরে না!

২

এ সুখ-যামিনী, শারদ শশী, সঘনে বরিষে পীযূষরাশি,
যুব-জন-মন হয় উদাসী, ফুলশর দহে সহে না!

(নট-নটী-কর্ত্তৃক সূচনা-গান)

রাগিণী মোল্লার—তাল একতালা।

নব জলধর, রাম্ রঘুবর, বিরাজে অযোধ্যা মাঝে!—
কিবা, বিরাজে অযোধ্যা মাঝে!

১

হর-শরাসন করিয়ে ভঙ্গ, মিলিত হেমাঙ্গী জানকী-সঙ্গ,

পরম পবিত্র প্রণয়-প্রসঙ্গ, অপরূপ রূপ সাজে!

২

আজানু-লম্বিত বাহু সুললিত, কোদণ্ড শোভিত তাহে!

লোকাভিরাম, গুণ অনুপম, জগ-জন-মনঃ মোহে!

অতি গভীর ধীর শান্ত, সুশীল সরল-চিত একান্ত,

অনুজগণ-প্রিয় নিতান্ত, বিজয়ী সমর-কাজে!

(চাষার গান)

রাগিণী সাওন—তাল আড়খেম্‌টা।

সুখের্ সাগরে পরাণ্ ভেস্‌তেছে!

রাম্ নাজার্ গুণ্, হিদে জেগ্‌তেছে!

(নেপথ্যে—নগর-বাসীর উক্তি-গান)

রাগিণী সাহানা—তাল ঢিমে তেতালা।

অযোধ্যা নগরে আজু আনন্দ অপার্!

রাম রাজ্যেশ্বর হবে—শুভ সমাচার্!

মধুর মঙ্গল-গীত, শুনি অতি সুললিত, মঙ্গল-বাজনা কত, বাজে অনিবার্! ১।

পল্লব-কুসুম-হারে, কিবা শোভা দ্বারে দ্বারে, প্রতি ঘরে সবে করে,

মঙ্গল-আচার্! ২।

(নেপথ্যে—সীতার সখীর উক্তি-গান)

রাগিণী বসন্ত-বাহার—তাল জলদ তেতালা।

বসন্তে কি শোভা, অতি মনোলোভা, কুঞ্জে কুঞ্জে দেখ ফুটিল নানা ফুল্!

মন্দ-গমন, সুরভি পবন, প্রমোদ-কানন, সমাকুল!

১

জাতী যূথী বিকশিত পলাশ কাঞ্চন; ভ্রমরা গুণ্ গুণ্ স্বরে করিছে ভ্রমণ!
কুহু কুহু কুহু রবে কোকিলে করে আকুল্!

২

চল চল চল সখি যতন করিয়ে, মালতী মল্লিকা চাঁপা সেঁউতী তুলিয়ে,
গাঁথিব বিচিত্র মালা, মত্ত যাহে অলিকুল্!

৩

নব রাজা নব রাণী শ্রীরাম জানকী; নব ছাঁদে মনোসাধে সাজাইব সখি!
হেরিলে যুগল অঙ্গ, রতি কামে হবে ভুল্!

(কৈকেয়ীর পুরদ্বারে বন্দীদ্বয়-কর্তৃক গীত)

রাগিণী যোগীয়া-ভায়্রোঁ—তাল কাওয়ালি।

উঠ গা তোলো ওহে নৃপমণি! দেখ, প্রভাতা হইল সুখ-যামিনী!

১

অযোধ্যার প্রভাকর, তুমি রাজা দণ্ডধর, প্রতাপে দ্বিতীয় দিনমণি!
আসিয়া প্রকাশ প্রভা, উজ্জ্বল করহ সভা, সিংহাসনে বসিয়া আপনি!

২

নিরখিয়ে দিবাকর, তেজোহীন নিশাকর, নিশাচর ছাড়িল মেদিনী;
তমঃ পলাইল ত্রাসে, কুমুদিনী দুখে ভাসে, সরসে হাসিছে কমলিনী;
তেমতি তব প্রভাবে, দুষ্ট জন দূরে যাবে, শিষ্ট জন হাসিবে এখনি!

৩

প্রভাতে সুরভি অতি, সমীর সুধীর-গতি, তব যশঃ বহে অনুমানি!
বিহঙ্গ ললিত স্বরে, জগত উল্লাস করে, সুধা সম সেই কল-ধ্বনি;
তেমতি তোমার ভাষা, শুনিতে করিছে আশা, কত রাজা কত ঋষি মুনি!

৪

বিমল সরযূ-জলে, স্নান হেতু কুতূহলে, চলে যত পুরুষ রমণী;
তেমতি পবিত্রা নদী,- তব দয়া নিরবধি, দীন হীন দুঃখী জন জানি,
আসিয়াছে আশা করি, পূরিয়াছে রাজপুরী, করিতেছে জয় জয় ধ্বনি!

(নেপথ্যে—নগর-বাসীদের উক্তি-গান)

রাগিণী যোগীয়া—তাল ঢিমা তেতালা।

কি সাধে বিষাদ ঘটিল—হায়, কি হইল!
অযোধ্যা-জীবন রাম, দেখ বিপিনে চলিল!

১

সঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণ, ত্যজিয়ে রাজ-ভূষণ, কটিতে চীর-বসন,
মস্তকে জটা বাঁধিল!

২

জনক-রাজ-নন্দিনী, রূপে স্থিরা সৌদামিনী, হইতে পতিসঙ্গিনী,
সব সুখ তেয়াগিল!
রাজা রাণী কি পাষাণ, কেমনে ধরিয়ে প্রাণ, এমন অমূল্য ধন,
বনে বিসর্জ্জন দিল!

৩

মনের বাসনা যত, সমূলে হইল হত, সুখরবি অস্তগত, দুখ-যামিনী আইল!
আর অযোধ্যা-নিবাসে, রহিব কি সুখ আশে, এই সঙ্গে বনবাসে,
যাই সবে চল চল!

(নেপথ্যে—কৌশল্যার উক্তি-গান)

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

উঠ উঠ মহারাজ! বারেক সম্ভাষ কর!
শ্রীমুখ মলিন তব, দেখিতে না পারি আর!
আমরা চির-সঙ্গিনী, নিতান্ত তব অধিনী,
তবে কেন অনাথিনী করি গেলে প্রাণেশ্বর! ১।
অকূল দুখ-পাথারে, ভাসাইয়ে অবলারে,
পুত্র-শোক-পারাবারে, আপনি হইলে পার! ২।
কি করিব কোথা যাব? কোথা গে প্রাণ জুড়াব?
আর কার মুখ চাব? হেরি সব অন্ধকার! ৩।

[প্রণয়-পরীক্ষা নাটক হইতে উদ্ধৃত]

(নটের গান)

রাগিণী কেদারা—তাল ঢিমা তেতালা।

প্রণয়-বারিধি-মাঝে সুখ-নিধি যদি চাহ;
এক জনে মন সঁপে তাহারি হইয়া রহ!
একান্তে যে একে মজে, কভু না দ্বিতীয় ভজে,
পবিত্র সুখ-সরোজে, বিরাজে সে অহরহ! ১।
নতুবা যে অনুরাগে, অংশ করে ভাগে ভাগে,
বিরাগ্ তার্ ঘটে সোহাগে, যাতনা সহে দুঃসহ! ২।

(বেদেনীর গান)

রাগিণী বেহাগ্ড়া—তাল খেম্‌টা।

ভাঙা মন্ জোড়া দিতে, কার্ আছে আয়্ গো ছুটে!
বারমেসে আড়া-আড়ি, এক্ নিমিষে যাবে টুটে!
এম্নি মোর্ গাছ্ গাছ্ড়া, তেল্পড়া আর্ জাড়ি জাড়া,
সতীন্ হ'য়ে ভাতার্ ছাড়া, মরে বেটী মাথা কুটে! ১।
এ অষুদ্ মোর্ ছুঁতে ছুঁতে, হুড়্কো বৌ যায়্ আপ্নি শুতে,
বা'র্-ফট্কা পুরুষ্ যারা, আঁচল্-ধরা হ'য়ে উঠে! ২।

(সরলার রচিত—চাতকিনীর আক্ষেপ গীত)

রাগিণী পিলুবারোঁয়া—তাল ঢিমা তেতালা।

না চাহিতে নীর, অকালে উদয়্ কান্ত—নব নীরধর!
নিরখিয়ে চাতকিনীর্ প্রফুল্ল অন্তর!
প্রেমানন্দে চমকিত, আশাতে বিমোহিত, সুধাবেশে সকম্পিত, অঙ্গ থর থর! ১।
হেনকালে হায়্ হায়্, প্রলয়-ঋতু প্রায়্, প্রবল পবন তায়্, করিল অন্তর! ২।

(শান্ত বাবুর বয়স্য-মুখে শান্ত বাবুর উক্তি-গান)

রাগিণী মুল্‌তানী—তাল জলদ তেতালা।

সাধ মনে মনে—রাখি, সদত সাধেরি ধনে, হৃদয়ে গোপনে!
যেন, এসুখ-মিলন, প্রতিবাদী জন, কেহ নাহি জানে!
প্রেম-দেবে মনঃপুরে, পূজা দিব মনঃ পূরে,
মাখি, কুসুম-পরাগ—চিত-অনুরাগ, সোহাগ—চন্দনে! ১।
কুমুদী জানিবে বলি, মুদিত কমলে অলি,
তার হৃদয়-কন্দরে, যেমন বিহরে, মত্ত মধু পানে! ২।

(নেপথ্যে—পর্ব্বতে রসিক বাবুর গান)

রাগিণী পূরবী—তাল একতালা।

হায়্! কোথায়্ রহিলে প্রাণ্-প্রিয়ে?
প্রাণ যায়্ রে! তব বিচ্ছেদ-দহন, সদা দহিছে জীবন, হৃদয়ে পশিয়ে!
(ফিরি) মণি-হারা-ফণী উন্মাদেরি প্রায়্, দশদিগে শূন্য হেরি সমুদয়্,
কুহকিনী আশা না ছাড়ে আমায়্, প্রাণ যেতে চায়্, রাখে আশা দিয়ে! ১।
(যত) জনপদ নিত্য ভ্রমণ করিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে! তব তত্ত্ব না পাইয়ে,
বিষাদে বিরলে বিপিনে বসিয়ে, শ্রান্তি দূর করি নেত্র-বারি দিয়ে! ২।
(করে) দিনমণি ঐ অস্ত গমন, মম আশা-ধনে করিয়ে হরণ!
প্রিয়া-সমাগমে দিবাচরগণ, চলে কুতূহলে আমারে বধিয়ে! ৩।
(এখন্) নিরাশা-রূপিণী যামিনী আসিছে, হুতাশে আমার্ জীবন শুষিছে,
সুধা বরিষণে সুধাংশু হাসিছে, বিষ সম কিন্তু দহে মম হিয়ে! ৪।

(তরলা-কর্ত্তৃক ঐ গানের উত্তরে গান)

রাগিণী গৌরী—তাল ঢিমাতেতালা।

কে তুমি হে কাননে—বংশীধারী, মনোহারী, বসিয়ে গিরি-নির্জ্জনে?
মোহন মুরলী-তানে, মধুর সুস্বর গানে,
যুগল শর সন্ধানে, বিঁধিলে কুরঙ্গী জনে! ১।

শুনিয়ে চিত চমকে, আশা দামিনী নলকে,
পুলকে প্রতি পলকে, আপনা পাসরি মনে! ২।

(ঐ গানের উত্তরে রসিক বাবুর গান)

শ্রীরাগ—তাল ঢিমা তেতালা।

জাগিয়ে স্বপন, এ যদি সম্ভবে; আগত এ সুখ-ধনে মনে স্থান দিই তবে!
চিনেছি সে বীণা-স্বর, শিষ্য যার পঞ্চস্বর,
তথাপি সন্দেহ-শর, দহে অন্তর! অভাগারে হারা-নিধি বিধি কি মিলাবে? ১।
অথবা বিভ্রান্ত আমি, মরীচিকা-অনুগামী,
বলনা লো চিতগামি, সেই কি তুমি? না হ'লে, বধের ভাগী নিতান্ত হইবে! ২।

(ঐ গানের উত্তরে তরলার গান)

রাগিণী ইমনী—তাল জৎ।

হেরে ও বয়ান্, জুড়াই তাপিত্ প্রাণ্, এস হে বঁধো এস এস!
হৃদয়্-সিংহাসন্ শূন্য আছে হে, রাজা হ'য়ে ব'সো ব'সো—
সেই ভাবে এ হৃদয়ে আবার্ এসে ব'সো ব'সো! ১।
দারুণ্ বিচ্ছেদের্ নিদয়্ শাসন্ হে, আসি তারে নাশো নাশো—
এবারে জন্মের্ মতন্ এসে তারে নাশো! ২।
প্রেমের্ কাছে ঋণ্, আছে বহুদিন্, মিলন্ ধন্ দিয়ে তোষো!
পূরাও হে প্রেমদাসীর্ মন-অভিলাষো! ৩।

(নেপথ্যে—রসিক বাবুর গান)

রাগিণী ইমন-কল্যাণ—তাল জলদ তেতালা।

বিরহ-হেমন্ত গত, সুখ-বসন্ত আইল! ভাব-মঞ্জু-কুঞ্জবনে, রস-তরু মুঞ্জরিল!
নিরাশা-কোয়াশা গেল, আশা-মলয় বহিল,
বিষাদ-তুষার-রাশি, আনন্দ-তাপে গলিল! ১।

মন-অলি-মনোলোভা, হৃদি-সরোবর-শোভা,
প্রেয়সী-কমলনিভা, আজু কিবা বিকশিল! ২।
ফুটিল কামনা-কলি, ছুটিল সোহাগ-অলি,
প্রণয়-পিক-কাকলী, মন-কানন মোহিল! ৩।

(পান্থশালার সম্মুখে রসিক বাবুর গান)

রাগিণী ললিত—তাল জলদ তেতালা।

দেখ রে মন-পথিক, বিভাবরী পোহাইল। পরিয়ে অরুণ-ভূষা, রূপসী ঊষা আইল!
মধুকর মধু-আশে, চলিল কমল-পাশে,
বিয়োগীরে উপহাসে, গুঞ্জরব শুনাইল! ১।
শিখিয়ে তাহার কাছে, আর কি থাকিতে আছে?
বিচ্ছেদেরে রাখি পাছে, আনন্দ-শেখরে চল!
যে তোর প্রাণ-পদ্মিনী, আছে তথা একাকিনী,
তোর লাগি বিষাদিনী—বিরহিণী সচঞ্চল! ২।
রজনী প্রভাতা দেখি, শাখী ছেড়ে যত পাখী,
কলরবে সুধা মাখি, গগন-পথে উড়িল!
তুমিও প্রভাতী তানে, প্রমোদিনী-গুণ-গানে,
প্রেম-কথা আলাপনে, প্রেম-বনে উড়ে চল! ৪।

(নেপথ্যে—শান্ত বাবুর উক্তি-গান)

রাগিণী খট্—তাল ঢিমা তেতালা।

হায়্! কি করিলি—হায়্! কোথা গেলি—প্রাণের সরলা ওরে!
কেমনে ভুলিলি, নিদয় হইলি, কেনরে ত্যেজিলি মোরে?
নয়নে নয়ন, জীবনে জীবন, হৃদয়-রতন, তুমি!
কুহক-স্বপনে, তোমা হেন ধনে, হায়্রে সঁপিনু কারে? ১।
সে বিধুবদন, সে মৃগ-লোচন, যখন পড়ে রে মনে,
সহেনা সহেনা, ধৈরয রহেনা, প্রাণ যে কেমন করে! ২।

মিছে আর কেন, এ দেহে এখন, আছরে পাষাণ-প্রাণ!
শুষ্ক প্রেম-শাখী, ওরে প্রাণ-পাখি! বঞ্চিবে আর কি ক'রে! ৩।

(তরলা ও রসিক-কর্ত্তৃক একত্র গীত)

রাগিণী যোগীয়া-ভায়্রোঁ—তাল কাওয়ালি।

মরি কি সুখ উদয় হইল—নব কিশোর কিশোরী কুঞ্জে মিলিল!
মায়া লুকাইল কায়া, কলঙ্ক ছাড়িল ছায়া, ভ্রান্তি-রূপ কুহক ঘুচিল!
গগণে উরিল রবি—সত্য-রূপ নব-ছবি—দশদিগ প্রকাশ করিল! ১।
নিরাশা প্রবল বায়ু, সমূলে নাশিতে আয়ু, জীবন-উদ্যানে এসেছিল;
ঘনধ্বনি-হাহাকার, কারো মুখে নাহি আর, মেঘ ঝড় বাদল ছাড়িল;
বিশাল নয়ন-নদী উথলিয়ে নিরবধি, স্থির ভাব এখন ধরিল! ২।
সুখাতপে হ'য়ে সুখী, মনঃরূপ শুক পাখী, আশা-ডালে আসিয়া বসিল;
শান্তি-সারী তার্ পাশে, কত হাসে কত ভাষে, কত রসে বিলাসে ভাসিল;
প্রেম-পিক মুহুর্মুহু, ডাকিতেছে কুহু কুহু, কুহু রবে জগত মোহিল! ৩।
সতীত্ব, কুল-গৌরব, মুদিত যে ছিল সব, সে সব কুসুম বিকশিল;
যশঃ রূপ পরিমল, কিবা তাহে নিরমল, সুধা পারিজাতে লজ্জা দিল;
সে সৌরভ ল'য়ে সঙ্গে, উৎসাহ-পবন রঙ্গে, বঙ্গ-বাসি-অঙ্গ পরশিল! ৪।
বহু বিবাহের ফল, সুধা কি সুধু গরল, এই ছলে বিধি দেখাইল;
নহে ধন-কুল-বশে, এ বিবাহ বংশ আশে, সম ভাবে দু-নারী রাখিল;
তথাপি বিগুণ বিধি, শাস্তি দিয়ে নানাবিধি, ধর্ম্মবলে শেষে বাঁচাইল! ৫।

[সতী-নাটক হইতে উদ্ধৃত]

(নটীর গান)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জলদ তেতালা।

সেই, প্রসূতি-প্রাণ-নন্দিনী;—দক্ষ-কুল-সরোবরে, যেন বিকচ নব নলিনী!
সতীত্ব-সুরভি-বাসে, প্রণয়-পীযুষ-রসে, বিহরে সদা কৈলাসে,
কিবা, হর-মধুপ-মোহিনী! ১।

রজতভূধরসম, শিব-তনু অনুপম! রজতে জড়িত হেম—সতী চম্পক-বরণী
শিব-শিবা-লীলা ভাব, সুধু মধুময় সব, ভাবুকজন-বিভব,
চাহে প্রকাশিতে এ অধিনী! ২।

(নেপথ্যে—পদ্মের প্রতি অপ্সরার গান)

রাগিণী ভৈরবী—তাল জৎ।

নলিনি লো, এতো নহে পিরীতি বিধান্—কভু নহে পিরীতি বিধান্!
ভুলাইয়ে নিজপতি, পরেরি সম্মান্—রাখ পরেরি সম্মান্!
গগণে তপন-বঁধু, হেসে তারে তোষো সুধু, তব মুখ মধু—
কিন্তু তব মুখ মধু—মধুকরে দান্—কর মধুকরে দান্! ১।
সতীরাজ্যে বাস কর, অসতীর রীতি ধর, তোরে স্থানান্তর—
তাই তোরে স্থানান্তর, করি অপমান্—ও তাই করি অপমান্! ২।
ঘুচাতে কলঙ্ক তব, পূজিব ভবানী ভব, মেলি সখী সব—
আ'জ্ মেলি সখী সব, করিব প্রদান্—যুগল্-পদে করিব প্রদান্! ৩।

(ঐ গানের উত্তরে শান্তিরামের গান)

বাউলের সুর।

ঘর্ দেখ্‌তে কাণা তুমি, পর্ দেখ্‌তে খোলো নয়ন্ দুটো!
পরের্ দোষ্ আকাশ্-জোড়া, আপ্‌নার্ দোষ্ ছোটো!
কালী দিয়ে আপ্‌নার্ কুলে, অসতী কও পদ্মফুলে, মরি হায়্ রে হায়্!
চালুনী বলেন্ ধুচুনি ভাই! তুমি বড় ফুটো!

(নেপথ্যে—নারদের গান)

রাগিণী টড়ী—তাল ঢিমা তেতালা।

জয় হর শশিশেখর!
জয় যোগীশ্বর, ত্রিপুর-তনু-হর, সর্ব্ব গুণাকর, স্বয়ম্ভু শঙ্কর!
ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসন সুবেশকারী, বৃষেশ-বাহন পিনাকধারী,
পিশাচ-মণ্ডিত শ্মশানচারী, ভুতি-বিভূষিত সতীশ সুন্দর! ১।

ব্যোমকেশ শিরে পাবন বারি, কৈলাস-কানন-শৈল-বিহারী,
তুমি আশুতোষ কলুষ-হারী, তুমি বারাণসি-সরসি-ভাস্কর! ২।

(নেপথ্যে—নারদের গান)

রাগিণী গৌড়সারেঙ্—তাল ঢিমা তেতালা।

সতী কোথা গো মা?
হর-মনোরমা, ভীমা, নিরুপমা, কৈলাস-চন্দ্রমা, ভুবনমোহিনী!
বিরিঞ্চি-কুল-নন্দিনী, বিরিঞ্চি-বন্দিনী!
পূজিতা সুরে, সদাশিব-পুরে, সদা মঙ্গল-রূপিণী! ১।
সুশীলা সরলা বালা, লীলা-প্রমোদিনী!
শঙ্করী গৌরী, সতী কুলেশ্বরী, নামেতে ধন্যা ধরণী! ২।

(নেপথ্যে—শিবের উক্তি-গান)

রাগিণী মুল্‌তানী—তাল জলদ তেতালা।

মিছা আর 'কেন? যদি ত্যেজিল আনন্দময়ী আনন্দ-কানন!
বিনা সতী শশধর, কৈলাস ভূধর, হ'লো আঁধার এখন! ১।
যার লাগি ভিক্ষা মাগি, সংসারী শঙ্কর যোগী,
শিব-সর্ব্বস্ব সে ধনে, না হেরে ভবনে, রবে কেমনে জীবন! ২।

(নেপথ্যে—জয়া বিজয়ার গান)

রাগিণী পূরবী-গৌরী—তাল ঢিমা তেতালা।

যাতনা সহেনা—তোমা বিনা, ওগো মা!
শূন্য কৈলাস ভুবনে, প্রাণ যে আর রহে না!
কেমনে আমাদের্ ফেলে, মায়েরে মা দেখ্‌তে গেলে!
আম্‌রা মা কারে মা ব'লে, ডাকিব তা ভাবিলে না! ১।

চিরদিন ও চরণে, বাঁধা রব জানি মনে,
কি দোষে অধিনী জনে, সে আশা মা পূরালে না?
যে জ্বালা মা দিলে প্রাণে, আগে তা কভু জানিনে
মা হ'য়ে নিজ সন্তানে, মুখ পানে চাহিলে না! ২।
জগতে জানে জননি, জয়া বিজয়া সঙ্গিনী,
কেন গেলে একাকিনী, তা ভেবে প্রাণ বাঁচেনা!
আর কি কৈলাস পুরে, দেখিতে মা পাব তোরে?
আর কি তেমন ক'রে, মধু-স্বরে ডাকিবে না? ৩।

(নেপথ্যে—বন্দীর গান)

রাগিণী যোগীয়া-রামকেলী—তাল ঢিমা তেতালা।

দেখ, পোহালো সুখ-রজনী, গা তোলো নৃপমণি! অস্তাচলে নিশামণি গেল!
সঙ্গে রাণী উষা সতী, কোলে কন্যা বিভাবতী, নব সাজে দিবাপতি এলো!
লোকনাথ প্রজাপতি তুমি মহারাজা,
তপোতেজে দিনকর জিনি মহাতেজা,
ভবমান্যা তব কন্যা, সবে করে পূজা,
প্রসূতি-মহিষি-কোলে উদিতা হইল! ১।
ঘুচিল বিষাদ-তমঃ, সর্ব্বজন-মনোরম, পুলক আলোক সম, হৃদয়ে পশিল!
জলে কমলিনী যথা প্রভাতে বিকাশে,
পদ্মিনী নন্দিনী তব, বিকশিল বাসে!
গুঞ্জ রবে অলি যথা ফিরে মধু আশে,
পুরবাসিগণ-মনঃ তেমতি মোহিল! ২।
প্রভাতে মারুত মন্দ, বিতরে কুসুম গন্ধ, সতী পেয়ে প্রেমানন্দ, তেমতি হইল!
শাখী ছেড়ে পাখী যথা উড়ে কলরবে,
তবোবন গ্রাম তথা ত্যেজি দ্বিজ সবে,
আসিছে ভবনে তব যজ্ঞ মহোৎসবে,
জয় জয় জয় রবে নগর পূরিল! ৩।

(আকাশে পুষ্প বৃষ্টি কালে কিন্নরের গান)

রাগিণী সাহানা—তাল ধামাল।

কৈলাস ভূধরোপরি, হায়্ আ'জ্ একি হেরি!
বিরাজিত হর গৌরী, কি যুগল মাধুরী!
রজতে কনক-কান্তি মিলিল আমরি!
আধ অঙ্গে বিভূতি, আধে চুয়া কস্তুরী!
একাঙ্গে ভুজঙ্গগণ, একাঙ্গে মণি কাঞ্চন!
আধ বাঘাম্বর খানি, আধ ক্ষৌম বসন!
আধতে জটাজুট, আধ শিরে কবরী! ১।
সার্দ্ধ নয়নে অঞ্জন, মরি কি আঁখি-রঞ্জন!
ঢুলু ঢুলু ঢুলিতেতেছে, আর সার্দ্ধ লোচন!
কপালে আধ শশী, অনল কোলে করি! ২।

—

[হরিশ্চন্দ্র নাটক হইতে উদ্ধৃত]

(নেপথ্যে—শৈব্যা রাণীর উক্তি-গান)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

যাতনা সহেনা; (সহেনা সই) আশার প্রবোধ আর অবোধ মন মানে না!
শুনেছি নিদাঘে সখি, চাতকী নীরদ-মুখী, নিদয় নীরদ নাকি,
ওগো, তথাপি বারি বর্ষে না! ১।
আমার সে নব ঘন, কভু তো নহে তেমন, শীতল-বারি-মিলন—
তাতে, বঞ্চিত কভু করে না! ২।
আ'জ্ সে জীবনকান্ত, কেন সখি হ'লো ভ্রান্ত! তা ভেবে প্রাণ নিতান্ত,
বুঝি, এদেহে আর রহেনা! ৩।

—

(নেপথ্যে—পথিকের উক্তি গান)

রাগিণী সারেঙ্—তাল ঢিমা তেতালা।

ভানু কৃষাণু তনু ধরিল!
দিগ দিগন্ত, দহে নিতান্ত, জলাশয় শুষিল!
হইয়ে ক্লান্ত মনঃ, শ্রান্ত পান্থ জন, পথ ভ্রমণ, সবে ত্যেজিল,
তরুচরণ সার করিল! ১।
ভুলিয়ে নব তৃণ, গো বৎস হরিণ, ছায়াতে লীন, যেন হইল!
জলে মহিষদল ঝাঁপিল! ২।
নীরব সারী শুক; খুলি চঞ্চু-মুখ, যত শাবক, জল যাচিল!
দীন চাতক মেঘে ডাকিল! ৩।
কাঁপিছে ধরা যেন, দৃশ্য হয় হেন; বহ্নি বহন করে অনিল!
জল, অনল সম তাতিল! ৪।
ভীষণ হেন ক্ষণে, কে গো নারী সনে, নদী-পুলিনে, ধীরে চলিল!
হেরে নয়ন মন মোহিল! ৫।
সুরেন্দ্র সচী যেন, ভূমে করে ভ্রমণ, কোলে নন্দন, রূপে উজ্জ্বল!
আহা! কমল-মুখ শুকালো! ৬।

(নেপথ্যে—রাজা হরিশ্চন্দ্রের উক্তি-গান)

রাগিণী ভায়্রোঁ—তাল একতালা।

মিছা আর কেন, মান অপমান? দূরে যা রে লোকলাজ্!
প্রাণাধিক-প্রাণ, দয়িতা নন্দন, দহে অনশন-দহনে আ'জ্!
ওরে দর্প! তব, বৃথা উচ্চ রব, হ'লি পরাভব, হৃদয়-মাঝ্!
সম্ভ্রম গৌরব—পূর্ব্ব স্মৃতি-ভাব—পড়ুক সে সব—মস্তকে বাজ্! ১।
আয়্ রে নিয়তি! নীচতা-সংহতি! কাকুতি-মিনতি! সাজ্রে সাজ্!
কোথা, মা ভারতি! রসনারে স্ফূর্ত্তি, শিখায়ে সম্প্রতি, সাধ মা কাজ্!২।

(নেপথ্যে—ক্রীতাদাসী-ভাবে ব্রাহ্মণের সঙ্গে শৈব্যারাণীর গমন-দর্শনে কাশীবাসীদের উক্তি-গান)

রাগিণী খট্—তাল ঢিমা তেতালা।

হায়্ কিবা হেরি—যায়্ কার্ নারী, একি রূপ মাধুরী!
যেন কাশীশ্বরী, ভ্রমে ছল করি, এ নয়্ সামান্যা নারী!
পলকে পলকে, লাবণ্য ঝলকে, দামিনী নলকে যেন;
জিনিয়ে সুবর্ণ, দেহের সুবর্ণ, কেন আ'জ্ বিবর্ণ, মরি! ১।
সুধাংশু বদন, মুকুতা দশন, কমল নয়ন দুটী;
আহা কি কারণে, সে মৃগ-নয়নে, ঝুরিছে বিষাদ-বারি? ২।
মলিন বসন, বিহীন ভূষণ, তবু কি রূপের ছটা!
এ হেন যুবতী, এ দ্বিজ-সংহতি, কেন রে বুঝিতে নারি! ৩।
সম্বর-বসতি, দাসী ছিল রতি, তেম্নি ভাবে কি এ নারী,
পতি-দুখে ভাসি, পুত্র সহ আসি, হইল দ্বিজ-কিঙ্করী? ৪।
রূপে গুণে রমা, শৈব্যা রাণী সমা, নিরুপমা বামা হেরি!
হা বিধি কঠোর, একি কর্ম্ম তোর, দাসীত্ব দিলি ইহারি! ৫।

(নেপথ্যে—পাতঞ্জলের গান)

রাগিণী যোগীয়া ভায়্রোঁ—তাল ঢিমা তেতালা।

বল বদনে হর হর বাণী—জয় কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণা ভবানী!
প্রভাতা হইল নিশি, উরিল উষা রূপসী, হেরিয়ে বিবর্ণ নিশামণি!
উঠ উঠ কাশী-বাসি! শয্যা ত্যেজি দেখ আসি, কিবা শোভা ধরিল ধরণী!১।
পূর্ব্ব দিগে নব জ্যোতিঃ; আভাময় স্বর্ণ-সিঁতি, শিরে যথা ধরে সিমন্তিনী;
সহস্র শিব-মন্দিরে, কনক দেউলোপরে, নব রবি শোভিছে তেমনি!
প্রভাতী নৌবৎ বাঁশী—সুধাস্বরে পূর্ণ কাশী,—মঙ্গল আরতি বাদ্য শুনি!২।
ধন্য পুণ্য-ভূমি কাশী, "বেষ্টিতা বরুণা অসী"! তটিনী প্রধানা সুরধুনী!
(প্রভাতে কি শোভা জলে) মন্দ পবন হিল্লোলে, কুলু কুলু রবে প্রবাহিনী!
চৌষট্টী যোগিনী পাটে, মণিকর্ণিকার ঘাটে, চল চল শুনি বেদধ্বনি!৩।

শত গঙ্গাপুত্র সাথে, যাত্রী চলে যাত্রা-পথে, নানা দেশী পুরুষ রমণী—
যতি, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, অবধূত জটাধারী, পরমহংস, যোগীন্দ্র, যোগিনী!
চল, প্রাতঃস্নান করি, ল'য়ে পুষ্প বারি ঝারি, বিল্বদলে পূজি শূলপাণি!৪।

(শেষাঙ্কের শেষে বন্দীদ্বয়ের গান)

রাগিণী ললিত ভায়্রোঁ—তাল ঢিমা তেতালা।

হ'লো সুমঙ্গল, বল জয় জয় রে!
নিরাশার ভয়ঙ্কর, ঘন ঘোর আড়ম্বর, অন্ধকার হ'লো দূর, আর কিবা ভয়্ রে!
মেঘ-মুক্ত দীপ্তছবি, হরিশ্চন্দ্র আর্য্য-রবি,
বামে শৈব্যা-ছায়া-দেবী, কিবা শোভাময়্ রে!
ধর্ম্ম-হেতু রাজ্য-হারা, নিজ দেহ, পুত্র, দারা;
দাসত্বে অর্পণ করা, কার্ প্রাণে সয়্ রে!১।
আর্য্যভূমে বহু আর্য্য, দেখায়েছে ভুজবীর্য্য,
কিন্তু হেন ধর্ম্ম-শৌর্য্য, আর্ দৃষ্ট নয়্ রে!
যদবধি চন্দ্র সূর্য্য, কে পেরেছে হেন কার্য্য,
ধন্য এ ত্যাগ-স্বীকার্য্য, কীর্ত্তি পুণ্যময়্ রে!
সূর্য্যবংশ যশশ্চন্দ্র, সসাগরা-ধরা-ইন্দ্র,
ধন্য রাজা হরিশ্চন্দ্র, নামে পাপ ক্ষয়্ রে!২।
সিংহের আসনোপরি, শৃগালের নৃত্য হেরি,
নিরানন্দে মর্ত্ত্যপুরী, ছিল মৃত প্রায়্ রে!
আজি ধরা হ'লো ধন্য, শূন্য সিংহাসন পূর্ণ,
দেবগণ, দেখ তূর্ণ, শূন্যে ঐ উদয়্ রে!
বাজিছে দুন্দুভি ঘন, নাচিছে অপ্সরাগণ,
পারিজাত বরিষণ, শিরে ঐ হয়্ রে!৩।

হরিশ্চন্দ্র-গীতাভিনয়।

আট নয় বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার কিছু উত্তরে আঁড়িয়াদহ নামক গঙ্গাতীরস্থ বিখ্যাত গ্রামের সৌখিন ভদ্র সম্প্রদায় কর্ত্তৃক হরিশ্চন্দ্র নাটকের গীতাভিনয় হইয়াছিল। তাঁহারা বহু স্থলে—গ্রন্থকর্ত্তার ছোট-জাগুলিয়াস্থ নিজ বাটীতেও—উত্তম যাত্রা করিয়াছিলেন। গান শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীতে বিশেষ প্রশংসা-ধ্বনি উঠিয়াছিল—যেমন গান, তেমনি সুর, তেমনি গাওয়া, তেমনি অভিনয়, সকলই সুন্দর হইয়াছিল। আমরা উক্ত আঁড়িয়াদহ হইতে সেই গানগুলি আনাইয়াছি এবং কোন্ অবস্থায় কাহার উক্তি কোন্ গান, তন্নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নিম্নে তত্তাবৎ প্রকটন করিলাম।

(মঙ্গলাচরণ-গান)

রাগিণী কেদারা—তাল রূপক।

নমঃ দেব গণেশ্বর! শৈল-সুতা-সুতবর!
আধি-ব্যাধি-বিঘ্নহর! সর্ব্ব-শিব-শুভঙ্কর!
সুন্দর সিন্দূর-তনু, প্রভা-তে প্রভাত-ভানু,
উজ্জ্বল জিনি কৃষাণু; খর্ব্ব-স্থূল লম্বোদর! ১।
ধবল বরণ তুণ্ড; মহা দন্ত; মহা শুণ্ড—
ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী প্রচণ্ড; দণ্ডপাণি-দণ্ডকর! ২।
কিবা চারু চতুষ্কর, শঙ্খ-চক্র-গদাবর
(কর-পদ্মে) পদ্মধর; ভকত-মানস-হর! ৩।
রবি-শশি-দীপ্তি-ঘটা, কনক কিরীটি-ছটা,
গলে যজ্ঞ-যোগ-পাটা; বাহন-মূষিকে ভর! ৪।

(সূচনা-গান)

রাগিণী সিন্দূরা—তাল মধ্যমান।

যতনে কর শ্রবণ—ধরণি-ইন্দ্র রাজা হরিশ্চন্দ্র-গুণ-গান।
সর্ব্বত্র বিজয়ী নাম, সর্ব্ব-কীর্ত্তি-গুণধাম, সমরে অমরে হরে জ্ঞান! ১।
দুর্জ্জনে তপন-কায়, সুজনে সুধাংশু প্রায়, পালনে স্বপুত্র প্রজাজন! ২।
সৌজন্যে কারুণ্যে হায়, অভিন্ন পর্জ্জন্য প্রায়, সর্ব্বত্র সমান বরিষণ! ৩।
অনিত্য সংসার-সার— সত্য ব্রত নিত্য যার, ধর্ম্মে সমর্পণ প্রাণ মন! ৪।

(বিশ্বামিত্রের প্রতি রাজার উক্তি-গান)

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল কাওয়ালি।

সম্পদ অনিত্য ঋষি! নিত্য-পদ-অভিলাষী!
শ্রীগুরু-পদ-সরসী, রাজ্য ধন রাশি রাশি!
কুলাচারে ধরি অসি, রিপু নাশি ধরা শাসি, বিবেক-অসি-প্রয়াসী,
হইতে রিপু-বিনাশী! ১।
কলুষ ঘোর তামসী, অন্তরে ঘেরিল আসি, দেহ গুরো! জ্ঞান-শশী,
ঘুচাতে মানস-মসি! ২।

(২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক, গাইতে গাইতে মল্লিকার প্রবেশ)

রাগিণী সাহানা—তাল একতালা।

মরি কিবা শোভাকর!—নিকুঞ্জ কাননে, প্রফুল্ল বদনে, ফুল-কুলেশ্বরী;
মন্দগতি সমীরণ, সুবাসে তোষে অন্তর!
কোকিল কোকিলা সুখে পঞ্চ-স্বরে কুহরে!
গুণ গুণ গুঞ্জে অলি, আবেশে অঙ্গ সিহরে!
পিউ পিউ তানে হানে পাপিয়া পীযূষ-স্বর! ১।
নব দল তর তর থর থর কাঁপিছে!
বিমল সরসি-জল, হিল্লোলে কি খেলিছে!
বসন্ত-সামন্ত-সঙ্গে, শর হানে ফুলশর! ২।

(কমলার সহিত প্রেমের প্রসঙ্গ কালে মল্লিকার গান)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

সখি, প্রেম্ যে জেনেছে ; পেয়েছে সুখ্, ভুগেছে দুখ্, স্বর্গে রসাতলে গেছে!
প্রণয় পবিত্র নিধি, অমৃতে গ'ড়েছেন বিধি,
বিরহ-বিপত্তি যদি না থাকিত পাছে পাছে! ১।
যতনে পায় রতনে, প্রেম জন্মে অযতনে,
কিন্তু যতনে এ ধনে, রাখে বা কার্ সাধ্য আছে? ২।
কীট্ জন্মে মধুর্ ফলে ; মধুর্ প্রেমে যারা গলে,
অগ্নি যেন তলে তলে, বিচ্ছেদ্ কীট্ সঙ্গ নিয়েছে! ৩।

(রাত্রিযোগে গোপনে পুষ্পোদ্যানের গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহির হইবার নিমিত্ত রাজাদেশ শুনিতে পাইয়া শৈব্যারাণীর খেদোক্তি)

রাগিণী বাহার বাগেশ্রী—তাল জলদ তেতালা।

অমল কমল-দলে চঞ্চল যথা জীবন ;
কেনরে কমল! মম জীবন, আজি তেমন?
মাধব-উৎসবে ব্রতী, পূজিব দেব-দম্পতি—
রতি সহ রতি-পতি, আর পতি-শ্রীচরণ! ১।
সে সাধে বিবাদী বিধি! শুকাইল আশা-নদী!
নহে কেন গুণনিধি, অকারণ্ আ'জ্ অদর্শন! ২।
কোথা সে হৃদয়-ভূপে, হেরিব মোহন-রূপে,
তা না হ'য়ে চুপে চুপে, কেনরে হেন মিলন? ৩।
এই ছিল পূর্ণমাসী, রস পূর্ণ সুখ-শশী,
রাহু হ'য়ে কেবা আসি, করিল রে আবরণ? ৪!

(একটি নদী-তীরস্থ তরুতলে রাজার পদসেবার নিমিত্ত কমলার অনুরোধের উত্তরে রাজার গান)

রাগিণী পরজ—তাল ঢিমা তেতালা।

সুখ-সাধ, আর কি আমার্ আছে এখন ?
ভিকারী যে জন তার্, অধিক্ আর্ কি অধিকার্, বিনা উদর পূরণ !
যে জন জনসমাজে, ভ্রমিবে ভিক্ষুক-সাজে, চরণ-সেবন, তারে কি সাজে ?
অন্ধের নয়নে, শোভে কি অঞ্জন ? ১।
শিশু দগ্ধ ক্ষুধানলে, ভার্য্যা ভাসে নয়ন্‌জলে, ভিক্ষার্ ঝুলি তার্ কক্ষতলে,
বিনা কি এখন, হয় রে সুশোভন ? ২।

(খগেন্দ্রের প্রতি মন্ত্রী-পুত্র বসন্তের উক্তি-গান)

রাগিণী ভায়্‌রোঁ—তাল কাওয়ালি।

সখা ! ধর ধর ধর হে শরাসন !
কর মোচন, অসি প্রহরণ, রিপু-গঞ্জন-কারণ !
ভারত-ভাস্কর, ভানু-বংশধর-বর, রিপু-কুল-মদহর, সুজনে সুধাকর,
রাজ-রাজেন্দ্র, কোশলেশ হরিশ্চন্দ্র, চল তাঁর করিব অন্বেষণ ! ১।
কটাক্ষ-কিরণে যাঁর, বিপক্ষ জর জর,
যাঁর শরে সুরাসুর কাতর—কম্পিত নিরন্তর !
তাঁর সহ যার বিদ্রোহ বিগ্রহ, দুঃসহ রণে তার করিব নিগ্রহ,
নিতান্ত কুগ্রহ, অবশ্য হবে দাহ—পতঙ্গে দহে যথা দহন ! ২।

(তৃতীয় অঙ্কের পর নগর-বাসিদের উক্তি-গান)

রাগিণী সারেঙ্—তাল ঢিমা তেতালা।

মরি মরি সহেনা সহেনা ! রাজেন্দ্র-রাণী, বনগামিনী, শুনে প্রাণ রহেনা !
রতন-পুরী-মাঝে, ইন্দ্রাণী-সুখ-সাজে, নিত্য বিরাজে যে ললনা ;
তারে কুটীর-বাস-যাতনা ! ১।

সঙ্গিনী অনুগত, কিঙ্করী শত শত, পদে নিয়ত যার যোজনা;
তারে কেমনে এত বঞ্চনা! ২।
শিরীষ-সুকুমার, কোলেতে সুকুমার, দুখ-বারতা বাছা জানে না;
তারেও বিধি তোর্ দয়া হ'লো না! ৩।

(রাজার প্রতি মল্লিকার উক্তি-গান)

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

নিতান্ত অধিনী জনে, ত্যেজিবে কেমনে!
তোমা বিনে অভাগিনীর্ কে আছে ভুবনে?
নাহি জানি মাতা পিতা, তোমারি চির-পালিতা,
ধরাসুতা সীতা যথা, জনক-ভবনে! ১।
তোমারি মল্লিকা আমি, তব পদ-অনুগামী,
সে সুখে বঞ্চিতা হ'লে বাঁচিব না প্রাণে! ২।

(মণিকর্ণিকার ঘাটে সূর্য্যোদ্দেশে রাজার গান)

রাগিণী রামকেলি—তাল জলদ তেতালা।

ওহে কুল-দেব! ইথে তব গৌরব কিবা সম্ভব?
বাসব-বিভব, বঞ্চিত হ'য়ে সব, দেখ বংশধর তব, কি ভাবে এবে ঘুরে ভব!১।
পুত্র-বধূ তব, প'ড়ে ঐ যেন শব, দেখিতে কি এই ভাব, এখনি হ'লে সমুদ্ভব?২।
কি ব'লে হে তাত! ক'ল্লে আ'জ্ প্রভাত?
নিজ-কুল-মানহত! জগতে রাখিবে কুরব! ৩।
তাই, বলি হে রবি! গোপন কর ছবি,
সেবি তবু নিদ্রা-দেবী, লভিবে প্রিয়ে শান্তি ভাব! ৪।

(বিশ্বামিত্রের ছল-কৌশলময় উত্তেজনায় রাণীকে দাসীত্বে বিক্রয়ে বাধ্য হইয়া রাজা যখন অধৈর্য্য, তৎকালে তাঁহাকে প্রবোধ দানার্থ রাণীর গান)

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

মিনতি ভূপতি! ধরি হে শ্রীচরণ্!
দাসীরে দাসীত্ব দিয়ে, রাখ ধর্ম্মধন্!
ভাগ্যে এই লিখন, কে করে খণ্ডন? নৈলে হবে কেন, এ ঋণ-বন্ধন? ১।
এঋণ-যাতনা, যে ঘোর লাঞ্ছনা, দাসীত্ব-বেদনা, হবে না তেমন! ২।

(অনেক কথোপকথনের পর পুনর্ব্বার ঐ)

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

নাথ! ধৈর্য্য মান হে! ধরম মরম তুমি, কি না জান হে!
সসাগরা-ধরা-স্বামী, ধীরমতি বীর তুমি, চরিত্র-আদর্শ-ভূমি, মহাপ্রাণ হে!১।
সর্ব্ব রিপু চরাচরে, অধৈর্য্য যাঁহার শরে,
অধৈর্য্য আ'জ্ হারায়্ তাঁরে, কেন হেন হে? ২।
তুমি মাত্র মম গতি; ধর্ম্মপদে তব মতি,
রহিলে অবশ্য প্রীতি, পাব পুনঃ হে! ৩।

(ঐ ঐ ঐ)

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঢিমা তেতালা।

গুণমণি! তোমারে দাসী কি বুঝাবে?
ধর্ম্মেরি কারণে, নাথ! সকলি সহিতে হবে!
তব বিয়োগ-বেদনা, হুতাশে প্রাণ বাঁচে না!
কিন্তু সে সাধনা বিনা, উপায় দেখি না ভেবে! ১।
তব পদ হৃদে স্মরি, দ্বিজ-সেবা যদি করি,
অবশ্য কূল্ দিবেন্ হরি, অকূলে তরী মিলিবে! ২।

কে যেন মোর্ হৃদে পশি, সুধা-বচনে সম্ভাষি,
"হ'গে যা ব্রাহ্মণের্ দাসী"—ব'ল্‌ছেন্ ডেকে মাভৈঃ রবে! ৩।

(শ্মশানে চণ্ডাল-বেশধারী রাজার সহিত মৃতপুত্র-ক্রোড়স্থা রাণীর মিলন ও শোকাত্মক বহু আলাপের পর রাণীর গান)

রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী—তাল আড়খেম্‌টা।

চিতানল্* হ'তেছে প্রবল্—জ্বালো হে জ্বালো চিতানল্ †!
অনল বিনা এ জ্বালা হবে না শীতল্!
তিলেক যারে না দেখে, প্রলয় হ'তো পলকে,
সে ধন্ বিনা জীবন্ রেখে, আর্ কিবা ফল্—বল হে, আর কিবা ফল্? ১।
এ প্রাণে, নাথ্! সকল্ সহে, রোহিতের্ শোক্ কেবল্ নহে,
সে বিধু-বিয়োগ-দাহে, নিতান্ত বিকল্—হ'তেছি হে, নিতান্ত বিকল্! ২।

(বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক রাজা রাণী ও রাজপুত্রকে সিংহাসনোপবেশন করানোর পর বন্দীর গান)

রাগিণী সাহানা—তাল ধামাল।

দুখের আঁধার গেল, সুখ-দিবা উরিল!—
রাহু-মুক্ত বিভাকর, (যেন) গগণে বিভাসিল!
আর্য্যকুল-দিনকর, হরিশ্চন্দ্র নরবর,
ধর্ম্ম-তেজে অতঃপর, মেঘমুক্ত হইল! ১।
প্রতাপে সুরেন্দ্র রায়, ধৈর্য্য গুণে ধরা প্রায়,
যশোরাশি হেরে শশী, লাজে মসি ধরিল! ২।
বামে কমলা-রূপিণী, শৈব্যা সুধাংশুবদনী,
মৃগাঙ্ক-অঙ্কে রোহিণী, আসি যেন বসিল! ৩।

---

* চিতের অনল। † চিতুর আগুন।

জয় জয় জয়োল্লাসে, ভূলোক পুলকে ভাসে,
দেবতাগণ আকাশে, পুষ্প বৃষ্টি করিল! ৪।

[পার্থ-পরাজয় নাটক* হইতে উদ্ধৃত]

(প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষে নেপথ্যে গান)

রাগিণী টড়ী—তাল বাঁকী।

রণ-সাজে পদ্মিনী দল চলে রে!
ভ্রুকুটী-নয়না—মার্ মার্, মার্ মার্, রবে কি ভীষণ-বদনা!
পদভরে কম্পিতা ধরা টলে রে!
প্রচণ্ডা প্রায়্; সমর-উন্মাদিনী, অসিচর্ম্ম-ধারিণী—
ভয়ঙ্কর শেল শূল ধনুঃশর রে, শোভে করতলে, রে! ১।
সুন্দরী সব্; মাতঙ্গ-বিহারিণী—মেঘে যেন দামিনী;
অশ্ব-পিঠে লক্ষ শশী পশি যেন রে—খেলে রণস্থলে রে! ২।

(অশ্বমেধের অশ্ব-ধারিণী স্ত্রী-সৈন্য সহিত সংগ্রাম অত্যন্ত লজ্জাকর, সুতরাং সে বিপদ হইতে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন কে রক্ষা করিবে—তিনিই পাণ্ডবকে সকল বিপদ হইতে রাখিয়াছেন, এই ভাবে কৃষ্ণপুত্র মদনের প্রতি অর্জ্জুনের গান—"সুধন্বা আর সুরথের হস্তে যে রক্ষা পেলেম, সে কেবল তাঁরি গুণে," ইহার পর)

রাগিণী বাহার বাগেশ্রী—তাল মধ্যমান।

কি কব, মাধব-সুত! মাধব-গুণ-কাহিনী—
বিপদে সম্পদে সখা—সেই কৃষ্ণ গুণমণি!
খাণ্ডব যাদব জয়, কালকেয় কুলক্ষয়,
পাণ্ডব হ'তে কি হয়?—সব মূল চক্রপাণি! ১।

---

* নাটক ও গীতাভিনয়, উভয়ই এই পুস্তকে একত্র প্রকটিত আছে। বাহু গ্রামস্থ সৌখিন সম্প্রদায় দ্বারা এই গীতাভিনয় প্রথম প্রদর্শিত হয়।

ওহে, পঞ্চালে কিবা বিরাটে, দুর্ব্বাসা-ঘোর-সঙ্কটে,
অরণ্যে কি রাজপাটে, সহায় তিনি—
দাসের্ হৃদয়্ মাঝে, বাঁকা সাজে, বিরাজ্ করেন্ আপনি! ২।
দিয়ে, দ্রৌপদীরে লজ্জাম্বর, রাখিলেন্ যে পীতাম্বর,
কুরু-সমর-সাগর, তারিলেন্ যিনি,
সেই অভয়্-পদ, এ বিপদ, তরিবার তরণী! ৩।

(অর্জ্জুনকে সাহস দানার্থ মদনের গান)

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

চিন্তা কি তোমার্?
সখা ঋতুকান্ত, লইয়ে সামন্ত, সহায় একান্ত, হইবে আমার্!
মধু-পুষ্পগণ—সৈন্য অগণন, মলয়—সেনানী করিবে চালন, রণে অনিবার্!
অলি, পিকবর—রণ-বাদ্যকর, নারী-দর্পহর, তেমন কে আর্? ১।
প্রমীলা সুন্দরী হবে পরাভব,
রাগ ত্যেজি আজি করিবে উৎসব—প্রতিজ্ঞা আমার্!
শশিমুখে হাসি, তব বামে বসি, প্রেম-সুধারাশি, করিবে সঞ্চার্! ২!

(সখী প্রফুল্লা স্ত্রী-রাজেশ্বরী প্রমীলাকে রণসজ্জা ত্যাগপূর্ব্বক প্রমোদ-বনে আসিতে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশিলে প্রমীলার গান)

রাগিণী ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

আর কি হবে মিছে রণ-সাজে?
বিপক্ষ সেনাপতি, রতি-পতি নিজে; ফুলশর হানে হৃদি মাঝে!
(সে যে) বর-বেশে আসিছে, ধনুঃশর ত্যেজে!
বিনা এই নিধু-বন, এ রণ কি সাজে? ১।
(ওলো) হৃদয়্-দুর্গে প্রণয়্-রাজার্ বিজয়্-বাদ্য বাজে!
হারা'লে আ'জ্ বুঝি আমার্ সেনাপতি—"লাজে"! ২।

(প্রমীলার অঙ্গে পুষ্পবাণ নিক্ষেপকালে মদনের গান)

রাগিণী সিন্ধুমোল্লার—তাল তেওরা।

শুন, শর! বচন রে!—এ রূপসী-হৃদে প্রবেশি, কর কর ঘাতন রে!
কুসুম-গঞ্জন, নয়ন-রঞ্জন, কুসুমে রচন, এ নারী-গঠন—
প্রণয়-কুসুম-ভূষণ ধারণ, করে সে যেন রে! ১।
কুসুম-শরাসন! কর রে সন্ধান—মারণ্ উচ্চাটন, আদি পঞ্চবাণ—
বাণ সম্মোহন—মুনিজন-মনোমোহন—কররে ক্ষেপণ, হররে চেতন,
রাগ বর্জ্জন, সুরাগ বর্দ্ধন, হয় যেন সাধন রে! ২।

(অর্জ্জুনের সহিত প্রমীলার মাল্যবদল-কালে প্রফুল্লার গান)

রাগিণী সাহানা—তাল জলদ তেতালা।

সুপ্রভাত! সুমঙ্গল! মনোবাসনা পূরিল!
মনোমত নিধি বিধি, এত দিনে মিলাইল!
পদ্মিনী-কুল-বন্দিনী, প্রমীলা রাজনন্দিনী,
রাজকুল-শিরোমণি, হৃদয়মণি পাইল! ১।
কনককমল জিনি, প্রমীলা পদ্মবরণী,
পার্থ-নীলকান্তমণি, ভ্রমররূপে শোভিল! ২।
নবনীরদ ফাল্গুণী, বামে প্রমীলা দামিনী!
কালিন্দীজলে নলিনী, প্রফুল্ল হ'য়ে ভাসিল! ৩।

(দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষে লক্‌লকী রাক্ষসীর গান)

রাগিণী জঙ্গলা—তাল আড়খেমটা।

ও কি মজা বেঁধেছে!—দেদার্ আধার্ এসে জুটেছে!
ওরে নাক্ নাক্ মানুষ্, নাক্ নাক্ হাতী, নাক্ নাক্ ঘোরা এয়েছে!
নোলা ক'র্ত্তেছে সক্ সক্, বেরিয়ে ঝুল্‌তেছে লক্ লক্,
পেটের্ আগুন্ জ'ল্‌ছে ধক্ ধক্, (ঠোঁট্) ক'র্চ্ছে চক্ চক্!

ওরে, ধ'র্ব্বো মা'র্ব্বো চির্ব্বো নখে—আগে চর্ব্বি ঘি খাই, মাস্ পিছে! ১!

মিলে দুই শাশুড়ী বৌ, খাব হাঁরা হাঁরা লৌ,
জালায় পূরে আ'খ্‌বো ঘরে, টের্ পাবেনা কেউ!
আ'খ্‌বো মাচায় তুলে, যকৃৎ পীলে; আ'খ্‌বো হাতীর্ ঠ্যাং গাছে গাছে!২।

(দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের শেষে নেপথ্যে ভীষণ রাক্ষসের গান)

রাগিণী বেহাগ—তাল খর্‌তা।

না বুঝে তপস্বী সেজে হারানু জীবন!
প্রাণের প্রেয়সী কোথা, কোথা রৈল ধন জন!
বায়ুসুত্ সেই দুষ্ট হনু, লাঙ্গুলে জড়ায়ে তনু,
ভাঙ্গিল মস্তক জানু, হইনু পতন! ১।
তার্ ভাই সেই দুষ্ট ভীমা, বলে তুই কাল্‌নিমে মামা,
কত কষ্ট দিয়ে আমা, করিল ঘাতন! ২।

(তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক "পাণ্ডবনাথ ভিন্ন অন্য কারো সাধ্য নাই বাপু—" ইহার পর বভ্রুবাহনের প্রতি উলুপীর গান)

রাগিণী জঙ্গলা—তাল একতালা।

স্মরণে, নয়নে, বহে অশ্রুধার্!
কি কব পাণ্ডব-গৌরব-বিভব, ভুজবলে সব রাজা পরাভব,
দ্বিতীয় বাসব ভারতে উদ্ভব, ভবমাঝে যশোরব অনিবার্! ১।
লক্ষ ভূপ জিনি দ্রৌপদী গ্রহণ, খাণ্ডব দাহন সুভদ্রা হরণ,
কুরুক্ষেত্র-কীর্ত্তি ঘোষে জগজ্জন, হেন বংশে অংশে জনম তোমার্! ২।

(তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক, বভ্রুবাহনের প্রতি "রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত পিতৃপদে সমর্পণ কর গে!" ইহার পর চিত্রাঙ্গদার গান)

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

রাখ রে বৎস! বচন।
ভুবনে ধন্য, জগতে মান্য, জনক্ তব—পূজ তাঁর চরণ!

চিরদিন্ মম সাধ অন্তরে, তব পিতৃ-ক্রোড়ে হেরি তোমারে,
যদি বিধি নিধি দিল দয়া ক'রে, ক'রোনা রে হেলন ! ১।
কুসুম চন্দন বসন ভূষণ, হীরা মণি চুণী বিবিধ রতন,
সংহতি লহ করিয়ে সাজন, যতনে যাদুধন !
এই রাজ্য ধন দাস পরিজন, হয় গজ রথ রথী সৈন্যগণ,
সে চরণ-প্রান্তে কর রে অর্পণ, হেরে জুড়াই জীবন ! ২।

(তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষে ঐ প্রতি ঐ উক্তি-গান)

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়াঠেকা।

ভাব সেই অভয় চরণ্—যাত্রাকালে নাম্ নিলে জয়ী ত্রিভুবন্ !
তরিতে এ দুখার্ণব, তরী সে পদপল্লব, শব হ'য়ে করেন্ ভব, হৃদয়ে ধারণ্ !১।
অম্বিকা-মন্দিরে চল, পূজ সে পদকমল, অবশ্য হবে মঙ্গল, সফল মনন্ ! ২।

(তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের শেষে নেপথ্যে বভ্রুবাহনের উক্তি-গান)

রাগিণী জংলা-সারেঙ্—তাল তেওরা।

আজি পাণ্ডব-যশোরব, যত গুণ-গৌরব, সব যাবে !
গুণময় গাণ্ডীব, আজি নির্গুণ করিব, দেখিবে সবে !
অক্ষয় তূণ নিশ্চয় শূন্যময় হবে ; চক্রাকারে কপিধ্বজ ঘুরিবে ! ১।
মহাবীর ভীমসেনে, শোয়াব ধরাসনে ;
মহা মহা রথী অগণ্য, যতেক সৈন্য,
চুম্বিয়ে ধরা সবে, যবে লুটিবে ; পুত্র বলি তবে চিনিবে ! ২।

(চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষে নেপথ্যে চিত্রাঙ্গদার গান)

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

মা ! কাতরে তার তারিণি !
দুর্গতিহরা, ত্রাহি মে তারা, পরাৎপরা, ভক্ত-ভয়-হারিণি !

ত্রিদেব-শরণ্য, ত্রিলোক-বরণ্য ; তব পদে দাসী শরণাপন্ন ;
অনন্যগতি মা অতি বিপন্ন ; প্রসন্ন হও জননি ! ১।
সতী-দেহ পতি জন্য পরিহরি, সতী-ধর্ম্ম প্রচারিলে মর্ত্ত্যপুরী,
সতী স্ত্রীর্ মর্ম্ম তো জান সতীশ্বরী—যে দুখে দহে প্রাণি—
পিতা পুত্রে দ্বন্দ্ব করিয়ে শ্রবণ, হুতাশে শোষণ হ'তেছে জীবন,
অকূল পাথারে কর মা তারণ, দিয়ে চরণ্-তরণী ! ২।

(চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, অর্জ্জুনের গান—"এমন বীর ভূভারতে আছে কিনা সন্দেহ" ইহার পর)

রাগিণী পরজ—তাল ঝাঁপতাল।

কি দেহ-জ্যোতিঃ, ভূতলে দিনপতি ; গতি যূথপতি—অতি মত্ত বারণ !
লাবণ্য নব কিশোর, অথচ ভুজ কঠোর,
কি চঞ্চল নীলোৎপল যুগল নয়ন !
দোলে, শ্রবণে বীর-কুণ্ডল, বদন বিধুমণ্ডল,
ওষ্ঠাধরে ধরে কিবা রাগ-রঞ্জন !
বিশাল ললাট-পাট, বিশাল হৃদয়-ঠাট,
সুকোমল, সমুজ্জ্বল, সুন্দর গঠন ! ১।
সভ্য, সুধীর সভামণ্ডলে, পাবক সম ক্রোধকালে,
ধৈর্য্যে ধরা, শৌর্য্যে সুরপতি সমান !
অনায়াসে ভুবন-জয়, পারে হেন জ্ঞান হয়,
তেজে ভীষ্ম, এ অবশ্য, মম প্রাণধন ! ২।

(চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, বৃষকেতুর পতনে অর্জ্জুনের গান)

রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

কি হ'লো কি হ'লো, মরি ! একি রে নয়নে হেরি !
কি ল'য়ে কোন্ মুখে ফিরে, যাব রে হস্তিনা পুরী !
ঐ দেখ হে মীনকেতু, এক মাত্র বংশ-সেতু,

ছিল প্রাণের বৃষকেতু, নাশিল দুরন্ত অরি! ১।
যাত্রাকালে মা আমারে, সঁপে দিয়েছেন্ কুমারে,
কি ব'লে বুঝাব তাঁরে, বিফল্ আর্ এ জীবন্ ধরি! ২।

(চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, অর্জ্জুনের গান—"অভিমন্যুর শোকোত্তপ্ত-প্রাণ আ'জ্ শীতল হ'লো!" ইহার পর)

রাগিণী জংলা-সারেঙ্—তাল তেওরা।

করে সংগ্রাম, কি বিষম! যম সম বিক্রম রণস্থলে!
খর শর ক্ষেপণ, যেন পর্জ্জন্য-বরিষণ, বরষা কালে!
হুঙ্কারে, ধনুষ্টঙ্কারে, সিংহনাদে বুলে! ঘোর শব্দ শুনি স্তব্ধ সকলে!
হেরে মূর্ত্তি কালানল, পলায় সেনাদল,
মহা মহা বীর নির্জ্জিত, ভূমে পতিত; শোণিত-খর-স্রোত, নদী উথলে!
সর্ব্ব সৈন্য একাই মজালে! ১।
মহা বীর্য্য বাহুবলে, অতুল্য ধরাতলে,
হেন পুত্র মম কপালে, বিধি মিলালে, জুড়ালে—অভিমন্যু-শোক ভুলালে—
ধন্য হই রে পুত্র আয়্ কোলে! ২।

(চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, অর্জ্জুনের গান—"যা করেন সখা যদুনাথ!" ইহার পর)

রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

যা কর প্রাণমাধব! পাণ্ডব নিতান্ত তব!
তোমা হ'তে যশোমান, বিজয় বিভব!
রণে জয় পরাজয়, মান-অপমান-ভয়, কিছুই আমারি নয়, তোমারি সে সব!১।
বাড়ায়েছ উচ্চ করি, রাখ তো রহিব হরি, না রাখ মরিব স্মরি, শ্রীপদ পল্লব!২।
কিন্তু পার্থ-পরাভবে, তোমারি কলঙ্ক হবে,
কেবা আর ভবে তবে, নাম লবে তব! ৩।

(চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কের শেষে নেপথ্যে অর্জ্জুনের গান)

রাগিণী গারা-ভৈরবী—তাল তেওট।

হেন নিধি কি আছে সংসারে?

যেন প্রফুল্ল শতদল, বাৎসল্য নিরমল্, অতুল্য সুধারস সঞ্চারে!

স্বপক্ষ লক্ষ লক্ষ নাশে যে বিপক্ষ, না চাহে ভুজ তারে করিতে লক্ষ্য—

চক্ষে নাহি কোপ-কটাক্ষ—তার্ প্রতি—চক্ষে নাহি কোপ-কটাক্ষ!

স্নেহে নয়নে বহে জল্, ক্রোধানল্ সুশীতল্,

হৃদয়্ চায়্ রা'খ্‌তে তায়্ হৃদ্‌মাঝারে! ১।

(চতুর্থ অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, অর্জ্জুনের গান—"ভক্তের মান বাঁচাও!" ইহার পর)

রাগিণী গারা-ভৈরবী—তাল তেওট।

কোথায়্ রহিলে, হরি! এ সময়্?

অতি কাতরে ডাকি সখা, সঙ্কটে দাও হে দেখা, বিপদ্-সাগরে তার দয়াময়্!

কুরু-সমরানলে যাহারি কারণ, প্রতিজ্ঞা ভুলে অস্ত্র করিলে ধারণ,

চক্রে ঢাকিলে তপন—বাঁচাইলে—চক্রে ঢাকিয়ে তপন!

করি অগ্রজ অপমান্, অনুজা দিলে দান্, সেই অর্জ্জুন্ হতমানে গত হয়্! ১।

কি কব অসম্ভব—অক্ষয়্ তূণ্ আ'জ্ শূন্য!

সামান্য ধনু তুল্য, গাণ্ডীব্ হ'লো ছিন্ন!

অঙ্গ অতি অবসন্ন—আ'জ্ বুঝি—মৃত্যু আমার আসন্ন!

সে সব্ ব্রহ্মশর্ মনে নাই! কেবলি দেখ্‌তে পাই, সজল জলদ-রূপ্ জগৎময়্!২।

(৫ম অ, ১ম গ, কুন্তীর গান—"অগ্নি যমের বুকে সৈলো না!" ইহার পর)

রাগিণী ভায়রোঁ—তাল কাওয়ালি।

দুখ-নীরে, আরো কি ডুবাবি বিধি?

দুখ-নীরধি, নীরে নিরবধি, দুখিনী তো ভাসে জন্মাবধি!

যন্ত্রণার্ নাহি অবধি!

অভাগিনীর্ সুখ সাধে, সদা বিসম্বাদী—যৌবনে পতিধনে হ'লে প্রতিবাদী!
(পাল্‌টা) যৌবনে হারায়ে পতি, বনে ব'সে কাঁদি! ১।
পঞ্চদেবের্ বরে পঞ্চ অঞ্চলের্ নিধি—ভাবিতে তাদের্ দুখ্, বিদীর্ণ হয়্ হৃদি!
সদয়্ হ'য়ে সম্পদের্ সুখ্ দেখাইলে যদি—
অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত্, এই কি তোমার্ নিধি!
(পাল্‌টা) হৃদয়্ নিধি হ'রে নিলে, এই কি তোমার্ বিধি? ২।

(৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক, নেপথ্যে—সুভদ্রার গান)

রাগিণী কালাংড়া—তাল জলদ তেতালা।

দাবানলের্ কুরঙ্গ প্রায়্, প্রাণ্ আমার্ ছুটিতে চাহে!
জানে না জুড়াবে কোথা, দেহে কিন্তু স্থির নহে!
ভয়ঙ্কর দুঃস্বপন, হৃদে বজ্রাঘাত যেন, শত ভুজঙ্গ দংশন,
বিষ-দাহে তনু দহে! ১।
প্রাণ-পুত্র হারাইয়ে, প্রাণ্ ছিল যার্ বদন্ চায়ে, কি হবে আর্ প্রাণ্ রাখিয়ে,
সেই প্রাণ্‌পতি-বিরহে! ২।

(৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক, প্রমীলার গান)

রাগিণী রামকেলি—তাল ঢিমা তেতালা।

আ'জ্, বুঝেছি মা কপাল্ ভেঙেছে!
বিধি বাম্ হ'য়েছে—সর্ব্বস্ব ধন্, হৃদয়্ ভূষণ্, সে নীল্ রতন্, কেড়ে নেছে!
তরুণ অরুণ প্রায়্, সীমন্তে সিন্দূর হায়্, শোভা পায়্—
নিত্য নিত্য হায়্—শোভা পায়্!
আজি সে সীমন্ত শূন্য, হৈমবতী অপ্রসন্ন, নাহি সে সিন্দূরের্ চিহ্ন,
কে যেন মুছে দিয়েছে! ১।
মাতা পিতা বন্ধু ভাই, অভাগিনীর্ কেহ নাই, কোথায়্ যাই—
কার্ মুখ চাই—কোথায়্ যাই!
আজন্ম অরণ্য-বাসে, চকোরী যে চন্দ্র-আশে, পেয়ে শেষে কর্ম্মদোষে,
সে শশী অস্ত গিয়েছে! ২।

(৫ম অ, ১ম গ, কুন্তীর গান—"এক ঠাঁই দেখ্‌বো নারে কৃষ্ণ ?" ইহার পর)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

ছিল আমার্ দুটী নীলরতন্! কৃষ্ণধন্!
নিদয়্ বিধি একটীরে আ'জ্ ক'রেছে হরণ্!
কৃষ্ণার্জ্জুন্ দুই কাল-শশী, আমরি কি রূপ-রাশি!
যুগল্ বিধুমুখের্ হাসি, জুড়াতো জীবন্! ১।
দহিছে প্রাণ্ এই দুখেতে, পাবনারে আর্ দেখিতে—
যুগল্ মূর্ত্তি অবনীতে, নর-নারায়ণ্! ২।

(৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক, চিত্রাঙ্গদার গান—"শেষকালে আমার এই উপকারটী কর্!" ইহার পর)

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

চিরকাল, সহিল, দহিল দুখানল! কেবল, আশাতে প্রাণ ছিল!
আশা বিফল, সব সাধ ঘুচিল, জুড়াব জ্বাল রে চিতানল! ১।
পতি-জীবন, বধে যার নন্দন, পাপিনী তার সমান, কেবা বল! ২।
হেন পাতকী, বেঁচে আর সুখ কি, এনে দাও সখি, ভক্ষিব হলাহল! ৩।

(৫ম অ, ২য় গ, উলুপীর গান—"আশা উজ্জ্বল ক'ল্লে না" ইহার পর)

রাগিণী রামকেলি—তাল ঢিমা তেতালা।

হরি! এখনো কেন এলে না? সখা তব, প'ড়ে শব, পদাশ্রয় দিলে না!
তুমি হে পাণ্ডবস্বামী, পঞ্চ-ভ্রাতা-চিতগামী,
অভেদাত্মা পার্থ তুমি, (দোঁহে) ভিন্ন তো ছিলে না! ১।
যাঁর্ ভয়েতে কাঁপে শমন্, তাঁর্ সখায়্ সে করে হরণ্!
অভাগীদের্ ভাগ্যের্ লিখন্, (শমন্) তাই কি ভয়্ পেলে না? ২!
সদয়্ ভাবে উদয়্ হও, খগ পৃষ্ঠে দেখা দাও,
করুণা-কটাক্ষে চাও, (আর্‌তো) যন্ত্রণা সহে না! ৩।

(৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক, সুভদ্রার গান—"গাণ্ডীব যে অভিমানে গড়িয়ে প'ড়্‌লো!" ইহার পর)

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

হায়্‌ রে কি হেরি—ধরা'পরি, শ্রীঅঙ্গ লুটায়্‌!
মলিন বিধু প্রায়্‌, প্রভাহীন বদন কেন হায়্‌!
ডাকে অধিনী, নাহি শুনি, সে সুধা-বাণী!
বল কি কারণ্‌, হ'লো আ'জ্‌ এমন্‌—নাহি সম্ভাষণ্‌,
প্রেম-আলাপন্‌, সে প্রিয় বচন্‌, তব প্রমোদায়্‌! ১।
একি অসম্ভব্‌—অঙ্গে নাই সুসজ্জা সে সব্‌!
যেই শরাসন্‌, জয়ী ত্রিভুবন্‌, কিরীটী ভূষণ্‌,
কুণ্ডল-রতন্‌, ভূমে ঐ এখন্‌, গড়াগড়ি যায়্‌! ২।

(৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক, প্রমীলার গান—"পতিচরণ মিলিয়ে দাও" ইহার পর)

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

সহে না আর্‌ এ যাতনা, রহে না জীবন!
অবলার্‌ প্রাণ্‌ রাখ হরি, মিলায়ে পতি-রতন!
স্বাধীনা কুমারী সাজে, চিরদিন্‌ নারী সমাজে,
ছিলাম্‌ ভাল বনমাঝে, মজিলাম্‌ হ'য়ে অধীন! ১।
সুখ-সাধে কি প্রমাদ! কে সাধিল হেন বাদ?
রক্ষা কর কালাচাঁদ! ভিক্ষা দাও দুখিনীর্‌ ধন! ২।

(পার্থের শরীরে মণি সঞ্চালন কালে সকলের গান)

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

জয়্‌ শিব-শঙ্কর! জটাধর! শশিশেখর!
ত্রাহিমে ত্রাহিমে হর! হর হে দুর্গতি হর!
মুনিমন্ত্র মহৌষধি, সঞ্জীবনী-মণি আদি, তব সৃষ্টি দিগম্বর! ১।
মৃত্যুঞ্জয়! মৃত্যু হর, মিলিত হও হরি-হর, ভক্ত প্রাণ রক্ষা কর! ২।

(পার্থের পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি ও চারি নারীর সহিত মিলনের পর হুলুধ্বনির সহিত প্রফুল্লা ও ভারতীর গান)

রাগিণী পরজ—তাল ঝাঁপতাল।

কি মনোলোভা, নিরখি নব শোভা!
এক মেঘে, চারি দিগে, চারি সৌদামিনী-আভা!
চারিটী কনক-লতা, তমালে যেন জড়িতা,
বিভিন্ন বিকাশে ধন্য কিবা রূপ-গুণ-নিভা! ১।
(যেন) চৌদিগে হেম-বন্ধনী, মধ্যেতে নীল্‌কান্ত-মণি,
নীলগিরি ঘেরি যেন চারু চারি প্রবাহিনী! ২।
পার্থ পাণ্ডুকুল-রবি, যেন মেঘমুক্ত ছবি,
ছটা রূপে চারি দিগে চারি সিমন্তিনী-প্রভা। ৩।

যদুবংশ-ধ্বংস গীতাভিনয়।

[এই গীতাভিনয়ের গানগুলি কয়েক বৎসর হইল ভবানী-পুরের সৌখীন ভদ্র-সম্প্রদায়ের নিমিত্ত মনোমোহন বাবু রচনা করিয়া দেন। ইহার কথোপকথন-পালা অন্যে প্রনয়ণ করিয়াছিলেন।]

(দ্বারকায় দেবদূত আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠ-গমনের নিমিত্ত অনুরোধ করেন, সেই সময়ের গান)

রাগিণী ছায়ানট—তাল পঞ্চম সওয়ারি।

(আরো) কতকাল্ ভবে রহিবে?
তোমা বিনা গোলোক আঁধার, সুরকুল কত আর সহিবে?
ভূভার হরিতে আসা, পূর্ণ হ'লো সেই আশা, হে!
রহিলে ভুলে—তবে কেন আর্, রহিলে ভুলে!
মর্ত্ত্যলীলা কবে সম্বরিবে? ১।
বৈকুণ্ঠ শ্রীধাম তব, শূন্য আছে মাধব, হে!
দহিছে সব—মরি মরি হায়্—দহিছে সব!
বল কবে গিয়ে জুড়াইবে? ২।

(তদুত্তরে কৃষ্ণের গান)

রাগিণী জংলা—তাল তাল্‌ফেরতা।

হায়, জাগিল গোলোক-শোক, আজি অন্তরে! হৃদি বিদরে!
সে মম মধুর ধাম, অতুল সংসারে!
বৃন্দাবন, বিহার-বিপিন, যমুনা-পুলিন, গিরি গোবর্দ্ধন,
সব অনুরূপ তার্—ত্রিভুবন-সার্!
সে সুখ নগরী; আছি, সাধে কি হে পরিহরি?
দেব-কার্য্যে দেব-অরি, নাশি ভবপুরে! ১।
সম্পূরণ, ভূভার হরণ, দুর্জ্জন দমন, হয়নি এখনো,
শুনহে বচন সার্—সাধিতে আছে আর্—
স্ববংশ-সম্ভূত, দর্পিত যত, সব্ যদুসুত;
সে সকল দেবদূত, হবে হে বধিবারে! ২।

(দেবদূতের গান)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

স্থিতি-পালন-নিধন-কারণ, হ'য়ে চিন্তা কেন, ওহে চিন্তামণি!
যাঁর স্মরণ, মাত্রে বিপদ-ত্রাণ; বিপদ-শঙ্কা কেন, মনে ভাবেন তিনি?
ত্রিলোক-পাল তুমি কাল-সঞ্চালক, ভাগ্য বিধায়ক দুর্গতিভঞ্জক,
বিগ্রহ গ্রহ তোমারি সেবক, তবে কেন বিষাদ—বল হে শুনি! ১।

(ঋষিগণ সত্যই সর্ব্বজ্ঞ কিনা, ইহা পরীক্ষার্থ যদুবংশীয় যুবকেরা জাম্বুবতী-পুত্র শাম্বকে গর্ভবতী স্ত্রী সাজাইয়া ঋষিদের নিকট কপট ভাবে গণনার প্রার্থনা করে, সেই সময়ের গান)

রাগিণী বাহার-বাগেশ্রী—তাল ধামাল।

দেখ দেখ, তপোধন! গর্ভিণী এই রমণী।
প্রসবিবে কি সন্তান, বল হে স্বরূপ বাণী!

তোমরা তো সর্ব্ব জ্ঞানী, ত্রিকালজ্ঞ মহা মুনি,
তবে তো মহিমা জানি, যদি দিতে পার গণি! ১।
পতি বভ্রু মহামতি, পুত্র আশে সদা ব্রতী,
সে বাসনা ফলবতী, হবে কি না বল শুনি! ২।

(তদুত্তরে ঋষির গান)

রাগিণী পরজ-বাহার—তাল রূপক।

রে পাষণ্ড! একি ভণ্ড মন্ত্রণা!
ধন-যৌবনে মাতোয়ারা, চক্ষে না দেখ ধরা, নিতান্ত লঘু গুরু মাননা!
যদুকুল-কুলাঙ্গার্, শুনরে বচন সার্, এ বাক্য ব্যর্থ হবে না;—
যেমন্ আ'জ্ ক'রে গর্ব্ব, সাজিয়েছিস্ মিছে গর্ভ,
(হবে) এই গর্ভেই গর্ব্ব-খর্ব্ব, জাননা? ১।
এই শাম্ব দুষ্টমতি, সদ্য গর্ভবতী, স্বদোষে সত্য ঘটনা;
স্ববংশ-ধ্বংস তরে, (যেন) মুষল্ এক্ প্রসব্ করে,
(তাতে) যদুকুল্ নির্ম্মূল্ হবে—রবে না! ২।

(কুমারগণের খেদোক্তি-গান)

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল একতালা।

হরিষে বিষাদ আজি, কি হ'তে কি হ'লো!
প্রমোদ করিতে গিয়ে, একি প্রমাদ ঘটিল!
যে ব্রাহ্মণ-পদচিহ্ন, নিজে হরি ধরি ধন্য,
হায়্রে হ'য়ে মতিচ্ছন্ন, ছলিতে তায়্ মতি গেল! ১।
যে বিখ্যাত বংশ-দাপে, প্রতাপে ধরণী কাঁপে, ধ্বংস হবে ব্রহ্মশাপে,
মরি মরি মনস্তাপে, গুরু দণ্ড লঘু পাপে, এ তাপে হৃদি দহিল! ২।
জেনে শুনে এ কুমতি! অখ্যাতি রহিল ক্ষিতি! না জানি কি হবে গতি!
ভরসা মাত্র শ্রীপতি—যিনি অগতির গতি—চল, তাঁরে বলি চল! ৩।

(কুমারগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি-গান)

রাগিণী বাহার-বাগেশ্রী—তাল রূপক।

কেন, জেনে শুনে এমন্ কাজ্ ক'ল্লে?
ভুজঙ্গ-শিশু প্রায়্, দ্বিজাতি ক্রুদ্ধকায়্, সে ফণীর্ ফণা হায়্, কি ব'লে ধ'ল্লে!
ব্রাহ্মণ-বচন, কে করে খণ্ডন? তবে হয়্ মোচন, যুক্তিতে চ'ল্লে—
বিপদ্ না হ'তে পারে, মুষল্টী ঘ'স্লে! ১।

(নানা দুর্লক্ষণ দর্শনে ভীতা সত্যভামার প্রতি সখীর গান)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

কেন গো আ'জ্, রাজ্মহিষি! বিষাদিনী ধরাতলে?
আহা মরি! বদন্-কমল্, কেন ভাসে নয়ন্-জলে?
যে পুরে আনন্দ ধ্বনি, বিনা কভু নাহি শুনি,
সে পুরে পুরকামিনী, নীরবে ব'সে সকলে! ১।
নিত্য নৃত্য গীত্ উৎসব, বীণা-বেণু-সুধা-রব;
আ'জ্ কেন নাহি সব? অসম্ভব হায়্!
সারী শুক অধোমুখী, নাচে না শিখিনী শিখী,
পশু পাখীও অসুখী, মগন দুখ-সলিলে! ২।

(তদুত্তরে গান)

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

সখি! কি কব আর্!
স্বপন ভীষণ, অতি অলক্ষণ, দেখে ভয়ে হৃদি কাঁপিছে আমার্!
বিকট-বদনা, লোল-রসনা, ভ্রুকুটী-নয়না, তিমির-বরণা;
হেন ভয়ঙ্করী নারী একজনা, কেড়ে নিলে আমার্ অঙ্গের্ অলঙ্কার্! ১।
আর নাকি সখি হয় দরশন, পুরী ঘিরে কাল পুরুষ্ এক জন,
নিত্য নিশিযোগে করয়ে ভ্রমণ, অতি ভয়ঙ্কর কায়্—

যদুকুল-সুত যত বীরগণ, অঙ্গে তার করে বাণ বরিষণ,
গ্রাসে নাকি সব মেলিয়ে বদন, কিছুতেই নিধন হয় না গো তার্! ২।

(কৃষ্ণের প্রতি সত্যভামার উক্তি-গান)

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

উপায়্, কি হবে দয়াময়্?
আম্‌রা পুরনারীগণ, (হে) সদা সর্ব্বক্ষণ, হেরে দুঃস্বপন, পেয়েছি হে ভয়্!
(হরি) তব চরণ, করি স্মরণ, বিপদ্ তারণ, কার্ বা না হয়্!
তবে হেন অমঙ্গল, (হে) স্বকুলে প্রবল,
কি কারণে বল, হ'লো হে উদয়্? (হরি)! ১।
ও নামে কান্ত, কম্পিত কৃতান্ত, কাল-ভয় অন্ত—নিতান্ত অভয়্;
তবে বল কি সাহসে, (হে) নিত্য নিশি শেষে,
কাল দূত এসে, ভ্রমে পুরীময়্! (হরি)! ২।

(তদুত্তরে কৃষ্ণের গান)

রাগিণী বাহার-বাগেশ্রী—তাল ধামাল।

অধৈর্য্য হ'য়ো না, প্রিয়ে! বিপদে ধৈর্য্য সারথি!
অমঙ্গল নিবারণে, পুণ্য-পথে দেহ মতি!
শাস্ত্রে বলে দুঃস্বপন, আর যত দুর্লক্ষণ,
পুণ্য-তীর্থে স্নান দান করিলে হরে দুর্গতি! ১।
প্রভাস পবিত্র অতি, সর্ব্ব শুভ সিদ্ধ তথি,
সংহতি যদু-সন্ততি, তথা গতি ক'র্ব্বো সতি! ২।

(প্রভাসে আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য সাত্যকির প্রতি কৃষ্ণের উক্তি-গান)

রাগিণী পরজ—তাল রূপক।

করি বারণ্, তোরে শিনি-নন্দন্ রে, রা'খ্‌বি জীবন্ যদি!
মরণ্ বুদ্ধি, ঘোর্ কুবুদ্ধি; তোরে হ'য়েছেন্ বুঝি প্রতিকূল্ বিধি।

ক'রেছিস্ কি কার্য্য? দেখিয়েছিস্ কি বীর্য্য? এ আর্য্যসমাজে, বল্ রে?
সুধু বচনেই প্রবল্ রে! শৃগাল্ হ'য়ে সিংহের্ সহ হ'স্ বাদী! ১।
কুরুক্ষেত্র-রণে, লুকাচুরি বিনে, ছিল তোর্ অন্য কিবা কাজ্ রে?
ধ'র্ত্তিস্ বটে রণ-সাজ্ রে! তবে বড়াই করিস্ কোন্ কর্ম্ম সাধি? ২।

(তদুত্তরে সাত্যকির গান)

রাগিণী সিন্দূরা—তাল ধামাল।

সারথি জানে কি সমর-তত্ত্ব? তুমি তো অশ্ব চালনে ছিলে মত্ত!
পার্থ সহ, অহরহ, নিরাপদে ছিলে!
সব্যসাচী-গুণে বাঁচি, দ্বারকায় এলে!
এই তো তব কীর্ত্তি বিচিত্র বীরত্ব!—স্বদলে এখন্ বদনে মহত্ত্ব! ১।
মম বাণে, মহা রণে, কেবা না জ'রেছে?
কুরু-সৈন্য, ছিন্ন ভিন্ন, কোন্ দিন্ না হ'য়েছে?
সোমদত্ত-সুত—অতুল বীরত্ব—সে শূর, এ শরে পেয়েছে পঞ্চত্ব! ২।

(তদুত্তরে কৃষ্ণের গান)

রাগিণী পরজ—তাল একতালা।

প্রাণের্ মায়া, তোর্ নাই কি সাত্যকি?
নৈলে রে কুলাঙ্গার্, কিসে এই অহঙ্কার্?
যমের্ দ্বার্ যাবার্ সাধ্ সত্য আছে কি? ১।
যা মুখে আ'স্ছে তোর্, তাই ব'লে ক'চ্ছিস্ জোর্,
ভেবে দ্যাখ্ রণচোর্, যখন্ তোর্ বিপদ্ ঘোর্,
ভূরিশ্রবা-শরে, পরিত্রাহি স্বরে, ডেকেছিলি কারে, মনে পড়ে কি? ২।
যখন্ তার্ অসির্ ঘায়্, নিরুপায়্, প্রাণ যায়্,
তখন্ বল্ কার্ কথায়্, পার্থ তোরে বাঁচায়্?
সোমদত্ত-সুত, ভূতলে মূর্চ্ছিত; তুই তারে নির্জ্জিত, ক'রেছিলি কি? ৩।

দেখে তায় পতিত, হ'লি তুই ধাবিত—
অসি হস্তে দ্রুত, করিলি আঘাত!
এম্নি তুই বলিষ্ঠ—এম্নি বীরশ্রেষ্ঠ! ছিছিরে পাপিষ্ঠ, ব'ল্‌বো আর কি? ৪।

(তদুত্তরে সাত্যকির গান)

রাগিণী পরজ—তাল ঝাঁপতাল।

তুই দুর্জ্জন দুঃশীল, কুচক্রী কুটিল রে!
চিরকাল্ যে মহাখল, সুধুই জানে ছল, সে কভু কি হয় সরল রে?
শৈশব্ হ'তেই ননী-রমণী-চোর্—চৌর্য্য চাতুর্য্য কার্য্যই তোর্!
পিতা মাতা নাহি ধার্য্য, সাধিতে কার্য্য, ক'র্লি কতবার্ বদল রে! ১।
শৈশবে গোপ-শিশু গোপাল নাম্, ধেনু চরালি ব্রজধাম্!
জাতি চুরি যৌবন্‌কালে—ক্ষত্রিয় দলে, কৌশলে মিলন্ ঘটিল রে! ২।
মারিলি কংসরাজে তস্কর প্রায়্, শেষে পলালি দ্বারকায়্!
ভীষ্মক রাজকুমারী, করিলি চুরি, কপটে হ'লি প্রবল রে! ৩।
সমান তোর কুরু পাণ্ডবগণ্, তবু না জানি কি কারণ্,
ছলে বলে চক্রজালে, কৌরব দলে, জ্বালিলি ধ্বংস-অনল রে! ৪।
পরম বন্ধু বলিস্ পাণ্ডবে হায়্, তবে কোন্ প্রাণে বল্ আমায়্,
যে বধে পঞ্চকুমার, সেই ঐ পামর, যাদব-দলে পায়্ স্থল রে? ৫।

(তদুত্তরে কৃতবর্ম্মার গান)

রাগিণী পরজ-কালাংড়া—তাল একতালা।

এ দর্প আর্ যে সৈতে নারি! মিছে গর্ব্ব তোর্ আয়্ রে খর্ব্ব করি!
নাহি জানিস্ কোনো তত্ত্ব, তথাপি প্রলাপে মত্ত,
পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র, আম্নি কিরে সংহারি? তোর্ মত আর্ ভণ্ড নাহি হেরি! ১।
যে মুখে পাপ্-বাক্য আনিস্, গুরুজনের্ নিন্দা করিস্,
সে মুণ্ড কেন ধরিস্—আয়্ রে দ্বিখণ্ড করি! এখনি রে আ'জ্ যাবি যম্‌পুরী! ২।
হরির্ হাতের্ যোগ্য অরি, হ'লে তোরে মা'র্ত্তেন হরি,

এ কাজ্ তাই আমারি, ক'র্ত্তে হবে কি করি!
ভয়্ থাকে তো যা, ভয়ার্ত্তে না মারি! ৩।

(ঐ বিবাদসূত্রে মাতিয়া পানোন্মত্ত যদুবংশ পরস্পর মারামারি করিয়া সকলেই ধ্বংস হইল—তদবস্থায় কৃষ্ণের গান)

রাগিণী বাহার-খাম্বাজ—তাল একতালা।

হা হা বৎস! কোথা গেলে, যদুকুল-সুত সব?
এককালে নিরুত্তর—একি একি অসম্ভব!
সমুদ্র-কল্লোল, সম কোলাহল, রণস্থলে ছিল এখনি!
ভোজবাজি প্রায়্, গেলরে কোথায়্, খেদে কাঁদে হায়্, পরাণি!
দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য সব—যেন স্বপনের্ বিভব! ১।
মত্ত করী যেন, এক এক জন, বলে অনুপম, জগতে!
তেজে কৃষাণু, প্রদীপ্ত ভানু, মম অঙ্গজনু, ভারতে!
এই প্রভাস্-তীর্, হেরে কি স্থির্, রহে প্রাণ্—
কি ব'লে যাইব পুরে? উথলিবে শোকার্ণব! ২।

(দারুক সারথির প্রতি কৃষ্ণের গান)

রাগিণী কেদারা—তাল ঢিমা তেতালা।

যারে যা, দারুক্ যা, হস্তিনা নগরে!
ব'ল্‌গে যা সখা অর্জ্জুনে;—"তোমার্ হরি, যোগে জীবন্ হরে!"
যদু-বংশ-ধ্বংস-পর্ব্ব, সর্ব্বনাশের্ কথা সর্ব্ব,
বড় বুদ্ধির্ বড় খর্ব্ব, ব'লো তাঁরে বিশেষ্ ক'রে! ১।
দ্বারকা হ'লো শ্রীভ্রষ্ট, ব্রহ্মশাপে সকল্ নষ্ট,
রাম্‌কৃষ্ণ অবশিষ্ট, মনের্ কষ্টে তারাও মরে! ২।
প্রাণের্ অর্জ্জুন্ গুণের্ সখা, দুঃখ এই হ'লো না দেখা!
তাঁর অপেক্ষায়্ জীবন্ রাখা, তাপিত্ প্রাণ্ যে সৈতে নারে! ৩।

অসংখ্য যদু রমণী, সব্ হ'লো আ'জ্ অনাথিনী,
যত্নে যেন রাখেন্ তিনি, সঁপে গেলাম্ তাঁরি করে! ৪।

(যোগোপবিষ্ট কৃষ্ণকে মৃগ-ভ্রমে জরা নামক ব্যাধ শরাঘাত করিয়া শেষে জানিতে পারিয়া তৎকর্ত্তৃক খেদোক্তি-গান)

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালি।

আমরি! কি হেরি! আহা, কি হ'তে কি হ'লো!
কুরঙ্গে মারিতে শর, শ্রীঅঙ্গে বিঁধিল!
যোগবলে দীপ্ত তনু, ভূমে যেন কাল-ভানু! অভিন্ন ব্রজের কানু,
প্রভাসে উরিল! ১।
নব-দূর্ব্বাদল-নিভা, শ্যামল মাধুরী কিবা, কভু বা জলদ-বিভা,
মানস মোহিল! ২।
পীত বাসে ঢাকা অঙ্গ, ভ্রমে ভাবিনু কুরঙ্গ, এখন্ হ'য়ে ভ্রান্তি ভঙ্গ,
মরম দহিল! ৩।

(কৃষ্ণের প্রতি করযোড়ে ব্যাধের গান)

রাগিণী ললিত—তাল জৎ।

মোহ-নিদ্রা-গত, তোমায়্ চিন্‌লেম্ নাথ! যদুকুল-তাত, তুমি জগন্নাথ!
তুমি নিত্য ধন—সত্য সনাতন—আমি অভাজন, মূঢ় জ্ঞান-হত! ১।
হীনজাতি-ধর্ম্ম, নাহি জেনে মর্ম্ম, ক'ল্লে'ম কি কুকর্ম্ম—তোমায়্ শরাঘাত!২।
মরি মনাগুনে, উপায়্ আর্ দেখিনে, রাখ নিজ গুণে, হ'লেম্ পদানত! ৩।

(নেপথ্যে গান)

রাগিণী যোগীয়া—তাল ঢিমা তেতালা।

মরি কি কব হৃদয় বিদরে! আর আনন্দ হবে কি যদু-নগরে?
কুক্ষণে প্রভাসে আসি, উন্মত্ত! সমরে পশি, প্রহারে—সংহারে পরস্পরে! ১।
নাহি সে উল্লাস-রব—গীত বাদ্য মহোৎসব—প'ড়ে সব আছে শবাকারে! ২।

(প্রভাসে আসিয়া বহু খেদোক্তির পর অর্জ্জুনের গান)

রাগিণী রামকেলি—তাল একতালা।

হায়্! যদুকুল হ'লো অকালে নিধন!
পতিত র'য়েছে, যেন ছিন্ন পদ্মবন!
হা প্রিয় কুমারগণ! নিদ্রা-বশে আর কেন? উঠ রে জীবন-ধন!
হেরে জুড়াই প্রাণ! ১।
হা সখা মধুসূদন! তুমি বিপদ-ভঞ্জন! তবে তব সুতগণ,
কেন আ'জ্ এমন? ২।
পুত্র অভিমন্যু শোকে, তনু জর জর একে, তব বংশ-ধ্বংস দেখে,
অস্থির জীবন! ৩।

(পরে কৃষ্ণেরও পতন দর্শনে অর্জ্জুনের গান)

রাগিণী আলেয়া—তাল কাওয়ালি।

উঠ হে প্রাণের্ বংশীধর্! ধূলাতে লুণ্ঠিত সখা, কেন তবে কলেবর্?
কুরু-সমর-সাগরে, পাণ্ডবে পার্ করিবারে, সারথির সজ্জা ধ'রে, হ'লে কর্ণধার্!
তোমা বিনে মরি মরি! কেমনে প্রাণ্ ধরি, হরি!
দেখা দেও ওহে মুরারি—দহিছে অন্তর্! ১।
ব'ল্‌তে আমায়্ প্রাণের্ সখা, তবে কেন নাই আর্ দেখা,
কি ব'লে ভাই গেলে একা, একি ভাবান্তর্!
অনন্যগতি পাণ্ডব, সবে না বিরহ তব!
কি ল'য়ে রব, মাধব! অবনী ভিতর্! ২।

(অর্জ্জুনের দ্বারকা গমনের পর পুরনারীদের গান)

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

আরো কি সাধেরে প্রাণ র'য়েছ দেহেতে?
ভেবেছ কি এখনো আর্, রবে এই শূন্য দেহেতে?

প্রাণের্ অধিক প্রাণ, জগতে দুর্ল্লভ ধন—
প্রাণ্পতি আর্ পুত্রগণ, প'ড়ে আছে প্রভাসেতে! ১।
সুরাসুরে নাগ নরে, যাঁর শরে শঙ্কা করে,
সে পড়িল ব্যাধ-শরে, একি অঘটন!
এ খেদে বিদরে হৃদি! কি করিলি, হা রে বিধি!
এই তোর্ বিধি? দিয়ে নিধি, কেড়ে নিলি কটাক্ষেতে! ২।

(সত্যভামার গান)

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

কি শুনি রে! আমি কি আ'জ্ জেগেই স্বপন হেরি?
সত্য কি সত্যভামারে, ত্যেজেছেন্ শ্রীহরি?
হা কান্ত দ্বারকাপতি! আমি যে অনন্যগতি,
একান্ত শ্রীপদে মতি—তোমারি কিঙ্করী! ১।
সোহাগে বলিতে, কান্ত! অভিন্ন দেহ নিতান্ত!
তবে কেন হ'য়ে ভ্রান্ত, ভিন্ন গেলে চলি?
ভেবেছ কি একা যাবে?—এ দাসী সঙ্গিনী হবে—
কি সুখে আর্ এই ভবে, রহিব মুরারি? ২।
হা বৎস সুপুত্রগণ! একি শুনি অকারণ,
জননীরে বিস্মরণ, হ'লে কি ব'লে?
ঘরে মম শত বিধু, রহিল যুবতী বধূ,
সেই খেদে কাঁদিছে সুধু, পরাণ আমারি! ৩।

(পথে দৈত্যের হাতে যদু রমণীগণকে রক্ষায় অসমর্থ হইয়া পার্থের গান)

রাগিণী খট্-টড়ি—তাল ঝাঁপতাল।

আর কি ফল বল এ দুর্ব্বল ভুজে?
গাণ্ডীব তুলিতে নারি, ছি ছি মরি মরি লাজে!

মহা মহা রণে, যে গাণ্ডীব শরাসনে; ঘন ধারা সম বাণে, ছেয়েছি গগণে;
সে ধনু তুলিতে তনু কাঁপিছে—হৃদয়ে বাজে! ১।
এ সময়ে সখা, একবার দেও হে দেখা, তোমা বিনা কুল-মান ভার হ'লো রাখা,
পার্থের্ আ'জ্ সামর্থ্য ব্যর্থ—সর্ব্ব মূল তুমি!
বীর্-সাজে সাজায়ে তারে, রেখেছিলে ধরা মাঝে! ২।

পঞ্চম স্তবক।

পাঁচালি।

এখন যেমন নাটক ও গীতাভিনয়ের ছড়াছড়ি, পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই রঙ্গ-ভরা বঙ্গ দেশে তেমনি পাঁচালির অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ছিল। এমন কি, প্রায় প্রত্যেক ভদ্র-পল্লীতে—অতি ক্ষুদ্র গ্রামেও—আর কিছু থাকুক না থাকুক, বারোয়ারি ও পাঁচালির দল পাওয়া যাইতই যাইত।

নব্য সম্প্রদায়ের গোচরার্থ 'পাঁচালি' বস্তুটা কি, একটু বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। যদিও হাফ্-আখ্ড়াই ও দাঁড়া-কবির ন্যায় পাঁচালিতেও দুই দলে সঙ্গীত-সংগ্রাম হইত, কিন্তু উহাদের ন্যায় ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তর প্রত্যুত্তর চলিত না। অর্থাৎ কবিতে যেমন এক দল পূর্ব্বপক্ষ রূপে আসরী গান গাইলে অপর দল উত্তর-পক্ষ রূপে তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব বাঁধিয়া গান করেন, পাঁচালিতে তৎপরিবর্ত্তে পূর্ব্বাভ্যস্ত ছড়া ও গানেরই লড়াই হইত—যে দল অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে ছড়া কাটাইতে ও গান গাইতে

পারিতেন, সেই দলের ভাগ্যেই জয়শ্রী দীপ্তিমতী হইয়া নিশান লাভ ঘটিত!

পাঁচালির প্রণালী এইরূপ;—হাফ্-আখ্ড়াইয়ের ন্যায় তান্‌পূরা, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা, মোচং প্রভৃতি ইহার বাদ্য যন্ত্র—ইদানীং ঐক্যতান বাদ্যের ফ্লুটাদি উপকরণও তৎসঙ্গে থাকিত। হাফ্-আখ্ড়াইয়ের ন্যায় বাদ্যেরও লড়াই হইত—সে বাদ্যের নাম "সাজ বাজানো"। সাজ বাজনার পর "ঠা'কৃরুণ-বিষয়" বা "শ্যামা-বিষয়"। প্রথমেই শ্যামা-বিষয়ক একটী গান সকলে মিলিয়া গাইবার পর কাটান্‌দার উক্ত বিষয়ের ছড়া কাটাইতেন—অর্থাৎ ঐ কার্য্যের উপযুক্ত কোনো এক ব্যক্তি উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গীর সহিত কখনো বা সহজ গলায়, কখনো বা এক প্রকার সুরের সাহায্যে, কখনো বা পদ্যে, কখনো বা গদ্যের ছুট কথায় উচ্চস্বরে ছড়া বিন্যাস করিতেন—কাটাইতে জানিলে তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের লোমাঞ্চ হইত। ফলতঃ সুকবির রচনা ও সু-কাটান্‌দার কর্ত্তৃক যোজনা হইলে নানা রস উদ্দীপনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ছড়া কাটানো হইলে সকলে মিলিয়া আবার গান। কোনো কোনো দলে এই গান এমন মিলসুদ্ধ ও তান-লয়-বিশুদ্ধ ভাবে গাওয়া হইত যে, শ্রোতাগণ মোহিত হইয়া অজ্ঞাতসারে আহা আহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই গোঁড়া-দল যোগ্যাযোগ্য সকল অবস্থাতেই বাহবার চীৎকারে আসর ফাটাইয়া দিত; তাহাতে কখনো বা জ্বালাতন করিত, কখনো বা হাসাইত!

শ্যামা-বিষয় প্রায় এক ছড়াতেই সমাপ্ত হইত, কিন্তু অনেক দলে দুই তিনটী ছড়া, সুতরাং তিন চারিটী গানও হইত। সে যাহাহউক, ঐ দল শ্যামা-বিষয় গাইয়া আপনাদের যন্ত্রাদি সহিত

উঠিয়া যাইতেন, প্রতিদ্বন্দ্বী দল আসরে নামিতেন। তাঁহারাও ঐরূপে শ্যামা-বিষয় শেষ করিয়া উঠিয়া গেলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বদল আসিয়া সাজ বাজাইয়া সখীসম্বাদের মহড়া-গানটী গাইয়া ছড়া কাটাইতেন। প্রথম ছড়ার পর গান; আবার দ্বিতীয় ছড়া ও তৃতীয় গান; আবার তৃতীয় ছড়া ও চতুর্থ গান—এইরূপে কয়েকটী ছড়া ও কয়েকটী গানের পর তাঁহাদের প্রস্থান ও অপর দলের প্রবেশ এবং ঐরূপে ছড়া গান হইয়া সখীসম্বাদ মিটিয়া যাইত। পরে বিরহের বেলাও ঐ প্রণালী অবলম্বিত হইত।

একটী কথা বলিতে অবশিষ্ট;—যখন যে দল যে প্রসঙ্গের বিন্যাস হেতু আসরে নামিতেন, তখন তাঁহারা যে কয়টা ছড়া ও গান করিতেন, তাহার সমুদয়েতেই সেই একই বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা থাকিত—বিভিন্ন ছড়ার যে বিভিন্ন বিষয়, তাহা নয়। অর্থাৎ এক দল সখীসম্বাদের সময় প্রথম ছড়ায় মাথুর, দ্বিতীয় ছড়ায় মান, তৃতীয় ছড়ায় দান গাইবেন, তাহা হইবার যো নাই—সব ছড়াতে সেই একই প্রসঙ্গ বিবৃত করিতেন।

ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে ছোট জাগুলীয়া গ্রামে মনোমোহন বাবুর নিজ বাটীতে শারদীয়া মহাপূজোপলক্ষে নবমীর রাত্রে কলিকাতাস্থ সিমুলীয়া পল্লীতে তাঁহার ও তাঁহার বান্ধবগণের উদ্যোগে যে পাঁচালির দল হয়, (প্রায় হাফ্‌আখ্‌ড়াইয়ের দলের ন্যায়, যেহেতু হাফ্‌আখ্‌ড়াইয়ের প্রধান প্রধান দোয়ার এই দলে সন্নিবিষ্ট ছিলেন) সেই সৌখিন দলের সহিত বামুনমুড়া গ্রামস্থ সৌখিন দলের পাঁচালি-সংগ্রাম হইয়াছিল। সিমুলীয়ার দলে সখীসম্বাদের পুরাতন ছড়া কাটানো হয় এবং গানের মধ্যে কেবল দুই একটী মনোমোহন বাবু বাঁধিয়া দেন। বিরহের ছড়ার নিমিত্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিবরের সুপ্রসিদ্ধ গানের কবিতাকে মনোমোহন বাবু রূপান্তরিত

করিয়া দেন ও মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনমত গান কয়টী রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং ছড়া ত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার রচিত গানগুলি মাত্র নিয়ে প্রকটিত হইতেছে। এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, ঐ আসরে ঐ সিমুলীয়ার দলকর্ত্তৃক যেরূপ সুন্দর ছড়া কাটানো ও গান গাওয়া হইয়াছিল, প্রাচীন লোকেরা বলেন, তেমন আর তাঁহারা কখনই প্রায় শুনেন নাই।

(সখীসম্বাদ—দুর্জ্জয় মানের পূর্ব্বাবস্থার গান)

রাগিণী যোগীয়া-রামকেলি—তাল একতালা।

আর্ এখন্, কি মানে বিপিনে রব সই?
গৃহ-সজ্জা পরিহরি, বাস-সজ্জা বনে করি,
যার লাগি জেগে মরি, সে লম্পট এলো কৈ? ১।
বিহঙ্গ ললিত ধরে, কিশোরীর প্রাণ হরে, হিমকর হীন-করে ঐ!
কপটে কপটী কালা, মজাইল কুলবালা,
ফুলমালা দুনো জ্বালা, অবলা হায়্ কতই সই! ২।

(বিরহ—মানের পালার গান)

১

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল একতালা।

কেন আ'জ্ অরুণ নয়ন?
সে করে দাহন, সহেনা রে প্রাণ! তাহে নিশ্বাস-পবন, বহে ঘন!
ও বদন, মরি প্রাণ, হ'লো মলিন, বল কি কারণ?
অনুরাগ্, সে সোহাগ্, রসরাগ্, ভুলিলে!
কিসে অপরাধী পেলে, কও এখন? ১।

২

রাগিণী মিশ্র-যোগীয়া—তাল একতালা।

যদি এ ভাবে রবে; স্বভাবে হারায়ে, স্বভাবে হারাবে!
ডাকিছে বিহঙ্গ, ঝঙ্কারিছে ভৃঙ্গ, ঐ ঐ রে, অঙ্গহীন দেব রুষিবে! ১।

তব বিম্বাধর, কাঁপে থর থর, অধীর্ যেন চায়্ মম অধর!
হৃদে ধৈর্য্য আরো নিজ পতি ধর!
অনুমতি দান্, কর প্রাণ্, যাই কাছে তবে? ২।

৩

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল কাওয়ালি।

তোম্ তোম্ তা না না না,* ললনা এ কি ছলনা,
সুখের্ যামিনী দুখে যায়্; প্রাণ্ রে!
ধন্য ধন্য, ধনি! ধন্য এ মান্ করা,
সা'ধ্তে সা'ধ্তে হ'লেম্ সারানিশি প্রাণে সারা,
থর থর কলেবর, নিয়ত নয়নে ধারা!
শ্রান্ত ক্লান্ত দেখ কান্ত তব, তাক্ তাক্ ধ্লাং! ১।

৪

রাগিণী বাহার—তাল ঢিমা তেতালা।

প্রাণ্! এত সাধায়্ সাধ ভাঙে না! শোন্ লো ধনি—তাদ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্,
তা না না না, না না না না, মান্ করে যত ধনী, সাধিলে ভাঙে অমনি,
সে মান্ তোমার্ নয়্, সুধু সুধু ছলনা! ১।
মিছা মানে কর মান্, তবু তারে সাধি প্রাণ্,
মানি সে মানে, যদি মানে মানে থাকে মান্!
ধাক্কেটে তাক্ ২, ধুম্ কেটে তাক্ ২, কত আর্ সহে যাতনা! ২।

৫

(নিজ মান সমাধান করিয়া মানিনীর গান)

রাগিণী রামকেলি—তাল একতালা।

এই অভিমান গেল! আছ তো হে ভাল—প্রাণনাথ! বল?
বেঁধে প্রেমডোরে, রেখেছ যাহারে, সোহাগ-হারে, প্রাণ্ প্রাণ্ রে,

---

* পাঁচালিতে যেথানে চতুরঙের সুর, সেখানে হিন্দী গানের বাজনার বোলগুলি অমনি বজায় রাখাই রীতি, যে হেতু বাঙ্গালা শব্দ বসানো তো অসম্ভব অথবা সম্ভব হইলেও সুরের জোর থাকে না। ফলতঃ এ সব সুর কেবল গাইবার জমাট জন্য গ্রহণ করে, বচনের জন্য তত নয়।

তারে সাধায়্ কি ফল ? ১।

ক্ষম হে! বঁধু হে! ধরি হে চরণে!

এসো এসো, ব'সো ব'সো, হৃদি-সরোজাসনে!

যে কমল প্রমুদিত ছিল, সে কমল ফুল্ল হ'লো, প্রাণ্ রে, আশা পূরিল !২।

৬

(শেষ ছড়ার পর শেষ গান—নায়কোক্ত প্রভাতী)

রাগিণী ললিত—তাল দোলন।

প্রভাত না হ'তে যামিনী—গৃহে চল বিনোদিনি!

হ'লো তোমার্ মান ভঙ্গ, কর আরে রসরঙ্গ, অঙ্গহীন রঙ্গ কিছু নয়্—ও প্রাণ্!

কর প্রেম-সুধা দান, প্রাণ্ রে, ক্ষুধিত চকোরে ধনি! ১।

ঐ বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজার রজনীতে ঐ গ্রামবাসী দত্ত বাবুদের বাটীতে ঐ সিমুলীয়ার দলের সহিত নলকুঁড়া গ্রামের সৌখিন দলের পাঁচালীযুদ্ধ হয়। এবারে মনোমোহন বাবু আপনাদের দলে ছড়া গান প্রায় সমুদয়ই নূতন বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় সখীসম্বাদের ছড়া আর পাইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু শুনিয়াছি, তাহা অতি অপূর্ব্ব হইয়াছিল। ফলতঃ ছড়া পাঠ ভিন্ন গানের মর্ম্ম সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না, এই জন্যই এই আক্ষেপ। সে যাহা-হউক, কিন্তু সেই সখীসম্বাদের গান কয়টী এবং বিরহের ছড়া ও গানের সমস্তই পাওয়া গিয়াছে। শ্যামা বিষয়ের পুরাতন ছড়াই হইয়াছিল; কেবল জগদ্ধাত্রী পূজার রাত্রি বলিয়া সেই দেবীর উদ্দেশে নিম্নস্থ সূচনা-গানটী মাত্র তাঁহার দ্বারা নূতন রচিত হয়।

রাগিণী বাহার—তাল দোলন।

কেশরি-কেশরাসিনী, ত্রিনয়নী, শশিভালিনী!

ত্রিলোক তারণে জগদ্ধাত্রী রূপিণী—করুণাময়ী মা!

জীবে বরাভয় দায়িনী—তার তারিণী! ১।

(তেহারাণ—করুণাময়ী ইত্যাদি)

(সখীসম্বাদ—মাথুর—কৃষ্ণের মথুরা গমনের পরবর্ত্তী অবস্থার গান)

১

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

দুনয়নে সদত সখি, কালবরণ দেখি, সেই বাঁকা আঁখি—আমায় হ'লো একি?
ছলিয়ে গেছে যে কালিয়ে, মনে নাহি লয়;—
তারে যমুনা-পুলিনে; কুঞ্জবনে; মনে মনে, ধ্যানে—অজ্ঞানে, জ্ঞানে লখি! ১।
ভুলিতে বাসনা; কল্পনা, ভুলিতে না দেয়!
যেন প্রেমাশে, শ্যাম্ আসে, বসে পাশে;
রসে তোষে, হাসে, সন্তোষে হৃদে রাখি! ২।
মোহন মুরলী এখনো, বাজে যেন সই!
ব'লে শ্রীরাধা শ্রীরাধা, রাধা রাধা; রাধা, রাধা, রাধা, কেমনে ভুলে থাকি* ?৩।

২

(মেঘ দর্শনে কৃষ্ণ ভ্রমে বিরহ-বিকার-গ্রস্তা রাধার গান)

রাগিণী মোল্লার—তাল ঢিমা তেতালা।

সই! ঐ বুঝি শ্যাম্ আমায় গগণে!
ভর্ করি পবনে, আসিছে বিমানে—দুখিনীরে এত দিনে, বুঝি প'ড়েছে মনে!
সাধের এ নবঘন, চিকণ কালিয়ে;
হেলিয়ে, দুলিয়ে, আসিছে এখানে! ১।
চকিত, স্তম্ভিত— যেন লাজ বাসে মনে!
চরণে বিক্রীতা জনে, লাজ কি কারণে? ২।
একি একি দেখি গো সই, কৈ কাছে এলো কৈ?
স'রে স'রে যায় যে ঐ, বধিয়ে জীবনে! ৩।
কেন কেন হেন হ'লো— চলি গেল কি মনে?
তৃষিতা চাতকী রাধায়, না তুষে প্রেম্-জীবনে?৪।

---

* হিন্দী খেয়াল ভাঙ্গিয়া এই গানের সুর যখন প্রথম প্রস্তুত হয়, তখন ইহাতে বাঙ্গালা শব্দ প্রয়োগ করিতে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভিন্ন অন্য কেহই সুচারুরূপে পারেন নাই—তিনিও একটী মাত্র অন্তরা বৈ করেন নাই। কিন্তু মনোমোহন বাবু কেমন সুন্দর ভাবযুক্ত তিন কলিভূক্ত ঐ গানটী রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কেহ ভাবিবেন না যে, ঈশ্বর বাবুকে আমরা অপারগ বলিতেছি—তিনি শব্দের জাহাজ ছিলেন।

৩

(ঐ অবস্থার ঐ উক্তি-গান)

রাগিণী ঐ—তাল ঐ।

ঐ, জলধরে ধরিব কেমনে?

সচঞ্চল পবনে, সঞ্চরে গগণে; ধরি ধরি জ্ঞান করি, ধরিতে তাই পারিনে!

গিরি শিরে শিরে ছুটি, উঠি পড়ি সঘনে—

পসারিয়ে দুটী বাহু—তবু ছুঁতে পাইনে! ১।

ধরা নাহি দেয় সখি, উপায় কি করি?

এমন চাতুরী, করিবে কে জানে? ২।

সদয় ভাবে উদয় হ'য়ে, নিদয় হ'লো কোন্ প্রাণে?

আশা দিয়ে দহিল, হায়! নিরাশা দহনে! ৩।

পাখা পাই তো উড়ে যাই সই, শরণ লই ঐ চরণে—

সাধ্ করে দামিনী হ'য়ে, মিশি গে মেঘের সনে! ৪।

৪

(রাধার মূর্চ্ছা দর্শনে সখিদের গান)

রাগিণী সুরট-মোল্লার—তাল ঢিমা তেতালা।

সখি! প্যারী কেন আ'জ্ এমন হ'লো?

আমরি, কিশোরী! ব্রজরাজ—রাজ—করি, চক্ষে বহে বারি,

মোহে অচেতন রাই—কমল বদন শুকালো! ১।

ছিন্ন ভিন্ন যেন নীরস নলিনী, অধীরা পড়িয়ে আছে অবনী,

থর থর কাঁপিছে ধনী!

শ্বাস বহে ঘন তায়! অসারে অবশ হইল! ২।

৫

(কৃষ্ণকে আনিবার উদ্দেশে মথুরা যাত্রাকালে দূতীর গান)

রাগিণী সুরট মোল্লার—তাল একতালা।

আ'স্তে শ্যাম ধনে! এ, এ!

সজল নয়নে, চলে দূতী অতি চঞ্চল চরণে—রাধা-রূপ ধ্যানে!

(বলে) "দেখো ব্রজেশ্বরি রেখো চরণে,
আশা পূরে হে আশা মনে— লোকে না হাসে—
যেন আসি মানে মানে" ! ১।

বিরহ।

[এই সময়ে মনোমোহন বাবুর কোনো বয়স্য-বন্ধু (যাঁহার সহিত আবাল্য পরম প্রণয়) এবং অপর জনৈক আত্মীয় যুবক একত্র সরকারী কর্ম্মে ব্রহ্মদেশ গমন পূর্ব্বক কয়েক বৎসর তথায় বাস করিতেছিলেন। শেষোক্ত যুবা এই পাঁচালির প্রাক্কালেই স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, কিন্তু প্রথমোক্ত বান্ধববর বাটী আসিবার কথা বার বার তাঁহার পিতাকে লিখিয়াও কথামত কার্য্য করিতে পারেন নাই। কবিবর স্বীয় প্রিয় মিত্রবরকে তাঁহার গৃহস্থিতা তরুণীভার্য্যার দুঃখাবেদন জানাইবার জন্যই হউক অথবা (তদুদ্দেশ্য ব্যতীতও) রহস্যচ্ছলে সেই উপলক্ষে এই বিরহ-গাথা যে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ষষ্ঠ ছড়ার বাক্যাবলী শ্রবণে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।]

(প্রথম সূচনা গান—শীতকালে গাওয়া, এজন্য শীত বর্ণনা)

রাগিণী বসন্ত-বাহার—তাল মধ্যমান।

দুরন্ত হেমন্ত সখি, কৃতান্ত সমান্ !
নাহি পিকবর্ ; শশধর্ মলিন প্রভায়্ ! এ অসময়্ ;
তবু হয়্, প্রমোদার্ প্রেমোদয়্—শিশিরে সিহরে তনু, অতনু হানিছে বাণ্ !
যামিনী বাড়িছে যত, কামিনী জ্বলিছে তত—
বিষম বিরহে প্রাণ্ দহে নিয়ত !
অবলা সরলা বালার্ এ যাতনায়্ গেল প্রাণ্ !

প্রথম ছড়া।

ষোড়শী রূপসী বালা, বিয়োগ-বিধুরা;
বিফল যৌবন-ভারে, বিষম আতুরা!
ছিন্ন ভিন্ন বেশ ভূষা; লাবণ্য মলিন;
দেহ ক্ষীণ; প্রভাহীন—বদন্ নলিন!
কবরীর অর্দ্ধ কেশ, এলায়ে প'ড়েছে!
আহা! হেমন্ত-প্রভাবে, মুখচন্দ্র শুখায়েছে!
ওষ্ঠ-বিম্ব, মাঝে মাঝে, হিম-চিহ্ন ধরে!
কজ্জল, নয়ন ছাড়ি, উজ্জ্বল অধরে!
চপলা খেলিত আগে, হাস্য-ছলে যার,
এখন্, বিরহ-শীতের ভয়ে, দেখা নাহি তার!
শাপ-ভ্রষ্ট পারিজাতের দশা যে প্রকার;
আহা, পতি বিনা সেরূপ দুর্গতি অবলার!
চাঁদের অভাবে কি কুমুদী ফুল্ল থাকে?
না, রাত্রি হ'লে কমলিনী মুখ খুলে রাখে?
তরুণীর সেইরূপ, শুখায়েছে রসকূপ, সকলি বিরূপ তার পক্ষে।
বনলতা, বনফুল, আর্ বিহঙ্গ পতঙ্গকুল,
সবাই বিপক্ষ হ'লো কে করিবে রক্ষে?
দেখ, যেই পঞ্চভূত, জগতের জীবন রক্ষা করে;
কালগুণে তারাও, তার প্রতি শত্রুভাব ধরে;—
জগৎপ্রাণ যারে কয়, সে বায়ু বিপক্ষ হয়, সদা ফুলগন্ধ বয়;
অগ্নি এসে হৃদে রয়; জলে আর শীতল না করে!
আর, আকাশ আকাশ হ'য়ে, চ'কের উপরে র'য়ে,
নিশা দিবা আশা তার হরে!
পৃথিবী সবার ধাত্রী, সর্ব্ব জীবে সুখদাত্রী—ধরণী ধরিত্রী যাঁরে কয়—
দেখে তারে অনাথিনী, বিপক্ষ হ'লেনও তিনি, ছলনা করেন বিপর্য্যয়;—

কোলে রাখিবার ছলে—রাবণের চিতা জ্বেলে—ভূমিশয্যা ধরাতলে,
দিয়েছেন পেতে ;
অবলার পক্ষে সে তো, কুমারের পণ মত, শুয়ে তায় সে অবিরত,
শুমে শুমে পোড়ে দিনে রেতে!
আহা! স্বর্ণ অঙ্গ পুড়ে কালী, অঙ্গনা অঙ্গনে ঢালি, স্বর্ণ অভরণ ফেলি দূরে,
বসনে বদন ঝাঁপি, গুরু গুরু কাঁপি কাঁপি, অবিরত ভাসে নেত্রনীরে!
পাশে প্রিয় সহচরী, আসে প্রিয় ভাব ধরি—ভাষে প্রিয় প্রবোধ বচন;
সাদরে হৃদয়ে তুলি, আবরণ-বাস খুলি, চুম্বিল সে কমল বদন!
তার কাছে প্রাণের কথা, ফুটিতে বিরহ-ব্যথা, চায় পুনঃ পারে না লজ্জায় রে!
কিন্তু তার যত্ন দেখি, ভাবিল হৃদয়ে লখি, এমন প্রাণের সখী,
এরে এ দুখের ভাগী, না করি তো ক'র্ব্বো আর কায় রে?
(ও তাই) ফিরায়ে খঞ্জন-আঁখি, বিধুমুখে সুধা মাখি,
বলে সখি! হ'লো একি? প্রাণ যায় যায় রে!
এ যাতনা কত সৈ? তোরে বৈ কারে কৈ?
প্রাণসই! একি দায়, হায় হায় হায় রে!

(এই বলিয়া গান)

রাগিণী বসন্ত-বাহার—তাল একতালা।

প্রাণে আর্ সহে না সখি রে!
বিরহ-বাসরে, চিরকাল্ বাস রে—দেখা বিবাহ-বাসরে, ব'ল্‌বো কি রে! ১।
সাধ ছিল, মনে রৈল, সব ফুরালো, আশা না পূরিল—
পিপাসায়্, নিরাশায়্, এ দশায়্, গেল প্রাণ্!
দেখ, প্রাণপতি হ'য়ে প্রাণ হরে! ২।

দ্বিতীয় ছড়া—সখীর উত্তর।

সখী তার শাদা সিদে, বাঁকা চুরা ভাব হৃদে, ধারণ ক'র্ত্তে জানে না;
আলা ছাঁদে [illegible] ধরি গলায়, বুঝায় তারে ঢালা কথায়,
(প্রিয় বির[illegible] দুঃখে চক্ষে ধারা ধরে না!)

ওলো ব'ন্ সব্ জানি—পোড়া জা'ত্ পরাধিনী, পরের জন্যে এ ভোগানি,
ভুগ্‌তে আমরা হ'য়েছি!
কেটে কেটে পোরে লুণ, ফুট্‌তে গেলেই কালী চুণ—
কুলের বৌ হ'য়ে যেন শূলে বেঁধা র'য়েছি!
কি পাপ হওয়া কুলবালা—একে তো এই বিচ্ছের জ্বালা, তায় আবার
কলঙ্কের মালা, ছল পেলেই হায় খল জনেতে অম্নি গলায় পরাবে!
আহা মরি আর কাঁদিস্‌নে, অমন্ ক'রে আর্ থাকিস্‌নে,
দেখ্‌তে পেলেই নাফানীরে হয় তো কুচ্ছ রটাবে!
জানিস্ তো বাঘিনী, ঘরে ননদিনী, পাড়ার সব নাগিনী,
উঠিবে এখনি, করিয়ে ফোঁস্!
নাকে আঙুল দিয়ে, যেন অবাক্ হ'য়ে, নানান্ কথা ক'য়ে,
কেবল খুঁজ্‌বে দোষ!

(ছুট কথা)

কেউ ব'ল্‌বে, "ওমা! এ কেমন বৌ গো—ও মা! সে দিন্‌কের্ ছুঁড়ী, আ'জো ফুল্ ঝরিনি, ইরির মধ্যেই বিচ্ছেদ্-জ্বালা এত শিক্‌লে!" কেউ ব'ল্‌বে "সত্যি সত্যি কি আর এই বয়সে সত্যিকার্ বিচ্ছেদ্-জ্বালা হয়? ও সব বাউচুল্লি বৈ আর কিছুই নয়!" কেউ ব'ল্‌বে "ছি ছি, যাব কোথা—ঘেন্নার কথা—ইরির মধ্যেই এত বেহায়া—নজ্জায় যে ম'রে যাই—ঘেন্নায় যে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয়—শাশুড়ী ননদের সুম্‌কেই নাজের মাথা খেয়ে কেমন ক'রে স্বোয়ামী স্বোয়ামী ক'রে হাত্ পা আছড়ায়—কোকিল্ ভোম্‌রার্ মুখ পোড়ায়, আমরা সেকেলে মুক্ষু সুক্ষু মেয়েনোক তাই ভেবেই খুন্ হই!" কেউ ব'ল্‌বে "নচ্ছার! আসল নচ্ছার! নেকাপড়া শিক্‌লেই ঐ রকম জ্যেঠামো আর বেহায়ামো দেখায়!—কেবল পাকা পাকা সমিস্তের কথা কয়, আর কথায় কথায় চ'ক্ বুজে পতিপদ ধ্যান করে!" এই কথা শুনে সবাই হয় তো হা'স্‌বে, আর কেউ বা হয় তো ব'ল্‌বে "ও মা ছি ছি! আমাদেরও তো তারা কতবার কত বিদেশ গেছে, কৈ আমরা তো ও সব বাউচুল্লি জা'ন্তেম না!" কোনো তরঙ্গিণী বা ব'ল্‌বেন "তোমরা

ভালই কও, আর মন্দই কও, আমি দিব্বি গেলে ব'ল্‌তে পারি, ও বৌ কক্ষণই ঘরে থা'কবে না!"

তাই বলি ব'ন্‌, কথা শোন্‌, মর্ম্মে ম'রে থাকো।
আশা পথে, কোনো মতে, মনকে বেঁধে রাখো॥
ধৈর্য্য বিনে এ রোগের আর কোনো অষুদ নাই—
কেঁদে পাগল হ'য়ে কেবল লোক-হাসানো ভাই!
তোমার তো বিদেশে আছে, যখন আবার আ'স্‌বে কাছে;
তখন তো জুড়াবে ক্ষুধা, এখন যেমন ভুকো!
আমার দেখ কি ভোগানি—কাছে থেকেই কি পোড়ানি—
হাড়ে নাড়ে পোড়া'চ্ছে হায় আমার পোড়ার মুখো!
একে তো সে সেই রসিক, জান তো যে মেজাজের ঠিক,
তায় আবার নেসাতে বেঠিক, সকল দিগেই স্থ!
মদের সঙ্গে গুলি গাঁজা!—ভুগে অস্থি ভাজা ভাজা!
কি পাপে ব'ন্‌ এত সাজা, বিধি দিচ্ছে, উঃ!
সারা রা'ত্‌ ইয়ারের্‌ দলে, বোতল বোতল ঢেলে ঢেলে,
ভোরের বেলা ট'লে ট'লে, এসে ঠেলেন দোর্‌!
কোনো দিন্‌ বা প্রেমতরঙ্গে, প্রাণেশ্বরী ছুঁচোর সঙ্গে,
নর্দ্দমায় রা'ত্‌ কাটিয়ে রঙ্গে, ভোরের বেলা ভুরু-ভঙ্গে, বাড়ী এসেই জোর্‌!
তখন আর কি করি, ভাই! ঘড়া ঘড়া জল এনে নিজে ম্যাথর হই—
শ্রীঅঙ্গ-পাইখানা, ধুয়ে থানা থানা,
গায়ের গন্ধে, মুখের গন্ধে, বমি ক'রে মর্ম্মে ম'রে রই!
জল বৈতে, আর জ্বালা সৈতে, পারিনে যখন;
খুলে, চ'কের ফয়রা, মনের ময়লা, ধুয়ে দিই তখন!

(এই বলিয়া গান)

রাগিণী বাহার—তাল ঢিমা তেতালা।

সই! যে জ্বালা সৈ, হায়! তা কারে কই?
প্রেম্‌ তো ঘুচে গেছে, মুখের্‌ আলাপ্‌ মিছে আছে—

ঘর্ করা সার্ গোচে গাচে—জ্যান্তে মরা হ’য়ে রই! ১।

রমণীর্ বল্ অভিমান্, সে বল্ রাখ্‌বার্ নাহি স্থান্,
যে সা’ধ্‌বে যে রা’খ্‌বে সে মান্, সে তো সদা হতজ্ঞান্—
কুসঙ্গে রয়্ কুরঙ্গে, মদের্ হ্রদে ঢেলে প্রাণ্!
সেই বিষে সব্ জ্ব’লে গেল, সর্ব্বনেশে বুঝ্‌লে কৈ? ২।

বিয়ের্ বেলা কি উল্লাস্—বর্ ক’রেছে বি, এ, পাস্!
বাঁগ্‌বাগিচে বেচে বাবা, দান্ দিলেন্ তাই পুরিয়ে আশ্!
কে জানে, সেই গুণধর্ সা’জ্‌বে বাঁদর্—সুরাদাস্!
আশার্ গাছে তুলে পিছে কেড়ে নিলে সুখের্ মৈ! ৩।

তৃতীয় ছড়া—পুনর্ব্বার চির-বিরহিণীর উক্তি।

প্রাণ-সখি! সতী হ’য়ে পতি-নিন্দে ক’রো না!
যেমন্ তেমন্ হ’ক্, তবু কাছে আ’স্‌তে ভুলে না!
যত্ন কর, রত্ন হবে—কোনো দোষ তার থা’ক্‌বে না—
নিদেন, আমার মতন মনাগুনে পুড়ে ম’র্ত্তে হবে না!
হায়! কি পোড়া অদৃষ্টের গুণ—পুড়ে পুড়েই হ’লেম খুন,
বিধাতা বিগুণ বিধিমতে!
যিটী সকলের পক্ষে গুণ, সময় গুণে আমায় বিগুণ,
কি কব নাথের গুণ, মনাগুন না পারি নিভাতে!
লোকে কয়, তারে রসময়, তাও মিছে নয়;—
সে রস পরের কাছে হয়—আমার কাছে নয়!
সে তো কোনো রসে নয় নিগুর্ণ, কিন্তু পরের রসেই খুব নিপুণ,
কেবল ঘরের রসেই বিগুণ হ’য়ে আপনার রমণীরে ক’ল্লে খুন!
যদি স্বকীয়ায় না প্রকাশে স্বগুণ—তবে বওয়া তার বলদের গুণ—
সে গুণের কপালে আগুন!
আমার গুণমণির গুণের ফল—এখন বাকী কেবল কালী চুণ!

এও কি সখি কবার কথা, কেবল মনে রাখি মনের ব্যথা,
প্রাণ ফাটে ফুটিতে না পারি!
সদা বিরলে বিরসে থাকি, লোকের নিকটে ঢাকি,
বিমুখী অসুখী, যেন পিঞ্জরের সারী!
সই! এ ভোগ্ আর্ বুঝ্‌বে কে? হ'য়েছে যার জেনেছে সে,
জর জর অস্থির পরাণ!
মনে করি ভুলে থাকি, ভোলা কি হায় যায় রে সখি?
শয়নে, স্বপনে, জ্ঞানে, অজ্ঞানেও বিদ্যমান্!
গত নিশি ওলো সখি, অপরূপ স্বপ্ন দেখি, ভাব তার কিছুই বুঝি নাই।
তুমি তো রসিকা, প্রেমেতে প্রেমিকা, বহুদর্শী বয়োধিকা,
বল দেখি এ আবার হ'লো কি বালাই?
(দেখ্‌লেম্) দুই দিগে দুই দল—হাব ভাব, বিপরীত তাদের সকল;
দুদলে দুজন কর্ত্তা সবার প্রধান; রণবেশে মহারোষে দোঁহে আগুয়ান—
পুরুষ আকার দুটী, করিতেছে ছুটাছুটি, ঝুটাপুটি করে ক্রোধবশে।
সঙ্গে সহচর যারা, বিভিন্ন-আকার তারা, দুই দিকে দুদলেই রোষে!
একদলের যে অধিপতি, বিকট আকৃতি অতি, নয়ন কোটরে স্থিতি,
চন্দ্র সূর্য্য সম দুটো জ্বলে!
তপ্ত শূল হাতে তার, গলায় সর্পের হার,
থালি পুরে সে সাপের বিষ রাখে ঢেলে॥
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর, সঙ্গে দশটী সহচর—এক একটী যমের দোসর!
সদা করে হুহুঙ্কার, বলে "বিরহীদের অধিকার, নিতে পারে সাধ্য কার?"
শুনে অঙ্গ কাঁপে থর থর!
আর, অন্য দলের কর্ত্তা যিনি, এরূপ্ তো বিরূপ্ আর্ কুরূপ্ নন তিনি—
আহা! তাঁর মনোহর ছাঁদ;—
সুরূপ সুঠাম অতি, দেখ্‌লেই ভুলে যুবতী, রসের নিদান—রসফাঁদ!
হাসি হাসি মুখ খানি, মধুর মুখের বাণী, ফুলের ভুষণে অঙ্গ শোভা!

দূরে ছিলেন ব'লে সখি, ভাল ক'রে নাহি দেখি, কাছে থা'ক্‌লে হয় তো আরো দেখ্‌তেম মনোলোভা!
ময়ূর কোকিল পাখী, ফেরে রঙ্গে সঙ্গে রাখি, খঞ্জন-গঞ্জন-আঁখি, যখন ফিরায় লো;
ইচ্ছা করে তারে সখি, দলে বলে কাছে রাখি, (তাঁর) দাসী হ'য়ে সদা থাকি, সেবি দুটী পায় লো!
কিন্তু! কিন্তু! আহা মরি!—(ব'ল্‌তে) বুক ফাটে সহচরি!
দেখে পেলেম ঘোর্ যাতনা—সে তো জয়ী হ'লো না—
কপাল্ দোষে সেই শেষে হারিয়ে পলালো!
তখন, কৃষ্ণকায় সেই দৈত্য বেটা—বিকট হাসির ঘটা—
নেচে নেচে তেড়ে এসে, আমার্ অঙ্গ-সঙ্গ করিতে চাহিল!
যেন, হা ক'রে গ্রাসিতে আসে, দেখে আমি মরি ত্রাসে,
সখি! দৌড়িয়া পলাতে চাই, দৌড়িবার শক্তি নাই,
ট'লে পড়ি স্বপন-স্বভাবে!
ভয়েতে চীৎকার করি! জেগে উঠে কেঁদে মরি! বল বল সহচরি!
এ ভাব্ ঘটিল কোন্ ভাবে?

(এই বলিয়া গান)

রাগিণী বাহার—তাল ঢিমা তেতালা।

হায়্! একি সখি দেখি স্বপনে!
শোন্ লো সখি, তান্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্, তা না না না না না,
হৃদি কাঁপে থর থর, ভয়ে তনু জর জর,
আকুল্ অন্তর্ করে—জল ঝরে নয়নে! ১।
কত দিন্ সই কত রূপ্, স্বপ্ন দেখি অপরূপ্,
এরূপ্ তায়্ প্রাণ্ তবু হয়্ না কভু বিরূপ্;
ধাক্কেটে তাক্ ২, ধুম্‌কেটে তাক্ ২, আ'জ্ কেন ভয়ে বাঁচিনে? ২।
কি করি কি করি হায়্, বল সখি কি উপায়্?

জাগ্রৎ স্বপনে জ্বালা—উহু মরি জ্ব’লে যায়্!
ধাক্কেটে তাক্ ২, ধুম্‌কেটে তাক্ ২, অহরহ দাহ জীবনে! ৩।

চতুর্থ ছড়া।

তখন তার সখী তারে ব’ল্‌ছে “সই! তুই মিছে চিন্তা করিস্ নে,
ভেবে ভেবে মরিস্ নে, অমন ক’রে কাঁদিস্‌নে,
স্বপ্নের কথা কারু কাছে বলিস্ নে—
আপ্‌না হ’তে সুমঙ্গলে অমঙ্গল আনিস্ নে!
তুই যে স্বপ্ন দেখেছিস্, সে আর কিছুই নয়;—
সে কেবল মতিভ্রম, ভাবনার এই ক্রম, তুই নাকি সর্ব্বদা ভাবিস্;
এখন তোর বিরহ নাকি, তাই ভাবিস্, “পীরিতি কি?”
স্বপ্নে তাই বিরহ পীরিতে দেখেছিস্!
যাঁর কথা ব’ল্লি শেষে—ভুবন-মোহন বেশে, “প্রণয়” তিনি—পুরুষ রতন!
আহা! ত্রিভুবন মাঝে কেবা তাঁহার মতন!
তাঁর মধুর প্রভাবে আর দয়ার গুণে সখি! দুখের সংসারে হয় অনেকেই সুখী!
ভাগ্যবলে, তাঁরে পেলে, অতুল্য সকল কষ্ট তৃণ তুল্য দেখি!
আর, কুৎসিৎ আকার্ যার, “বিরহ” সে দুরাচার, অবলার শত্রু চির দিন!
অনল গরল ল’য়ে, বুকের ভিতর থুয়ে, আয়ু আর দেহ করে ক্ষীণ!
সঙ্গে যে তার দশটী সঙ্গী, এক এক জন এক এক ধিঙ্গী, দশ দশা
লোকে তাদের কয়!
সেই দশ দশায় পেলে সখি, কিছুই আর রয় না বাকী—এক এক ক’রে
সেই দশটী ভেয়ের শুন পরিচয়;—
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠের নাম চিন্তা; জাগরণ দ্বিতীয়; উদ্বেগ তৃতীয়;
ক্ষীণতা চতুর্থ; মালিন্য পঞ্চম্; প্রলাপটা ষষ্ঠ; ব্যাধি সপ্তম;
উন্মাদ অষ্টম; মোহ নবম; আর যার নাম ক’ল্লে’ই

ভয় হয়, সেই দশমের নাম—"মৃত্যু!"
এরা যারে ধরে, তার দফা একেবারেই সারে!
শুনে অবাক্ হ'য়ে বলে ধনী,"সত্য বটে প্রাণ্ সজনী, স্বপ্ন তবে বাতিকস্থধু নয়;
স্বপনেও যা দেখ্‌তে পাই, আমারেও তো ঘ'ট্‌ছে তাই,
এক এক ক'রে দশের মধ্যে দেখা দিয়েছে নয়!
আর একটী যে আছে বাকী, তারে বড় ভয় না রাখি,
আসে আস্থক ক্ষতি কিবা তায়!
পতি-ধ্যান ক'রে ক'রে, অতি তপস্থার জোরে, অমর হ'চ্ছি জ্যান্তে ম'রে;
মরণেরে কে আর ডরায়?
সদাই মনোতুখে থেকে, মরণেরে নিত্য ডেকে,
কিছুতে আসে না দেখে, বুঝেছি মেনেছে পরাজয়!
আবার, মনে মনে মনোজেরে, ক্রোধানলে দগ্ধ ক'রে,
হ'য়েছি প্রকৃত মৃত্যুঞ্জয়!
আগে আমার্ সে ছিল রিপু, ফুলবাণে বিঁধ্‌তো বপু,
প্রেমানলে দহিত হৃদয়!
হর রূপ ধ'রে এখন, তারে আর নাহি করি ভয়!
দেখ সখি হয় না হয়, সেই মহাদেবের সমুদয়, লক্ষণ আমাতে বিলক্ষণ;
শিরে জটা আছে তাঁর, আমারও এই কেশভার,
অযতনে তৈল বিনে হ'য়েছে তেমন!
অঙ্গে শিব মাখেন ছাই, আমারো তো অভাব নাই, মুখে ছাই গায় খড়ি উড়ে!
পয়োধর তুটী হায়, ডমরু-দ্বিখণ্ড প্রায়, আছে সখি দেখ বুক জুড়ে!
মলিন বসন পরি, যেন ব্যাঘ্রচর্ম্ম ধরি, লেগে আছে কপালে আগুন!
শিব যেমন সদা ভোলা, আমিও তো প্রেমে ভোলা,
মনাগুনে অভিমানে ঘটে তমোগুণ!
ধ্যানে ছিলেন সে ঈশান, হেনেছিল ফুলবাণ, ভস্ম হ'লো ফুলবাণ তায়;
আমিও র'য়েছি ধ্যানে, ইথে যদি বাণ হানে,

তাচ্ছিল্য আগুনে দগ্ধ করিব নিশ্চয়!
তাই বলি তারে আর মরণেরে, আর আমি নাহি করি ভয়!"

(এই বলিয়া গান)

রাগিণী মিশ্র-যোগীয়া—তাল একতালা।

সখি! যাতনা গেল!—শীতল হইল, সেই প্রেমানল!
প্রবোধ পেয়েছি, সে আশা ছেড়েছি, সই সই রে, মনোদুখ মন ভুলিল! ১।
মদনেরি বল, কি করিবে বল? ভয়্ না করি, তার্ ফলাফল!
বিষম বিরহ-তাপ্ জুড়ালো—পতি দরশন্, পরশন্, সাধ ঘুচিল! ২।
নিরাশার কাছে, কেবা কোথা আছে?
যত জ্বালা কেবল্ আশার্ পাছে পাছে,
সে আশা নিবিলে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচে—নিরাশাতে প্রাণ্, মূর্ত্তিমান্ পাষাণ্ করিল!৩।

পঞ্চম ছড়া।

তখন, রঙ্গিণী সঙ্গিনী তার, বলে "কি বলিস একে আর?
দেখ্‌ছি সখি এ তোমার, বিরহ প্রলাপ চমৎকার!
হায়! ভেবে ভেবে তুই হ'লি সারা, দিবানিশি তোর চক্ষে ধারা,
এ ধারা তো নয় সুধারা—এতে তোর প্রাণ ধরা ভার!
যখন যেমন, তখন তেমন, মিছে কেন করিস অমন,
শান্ত হ'য়ে স'য়ে থা'ক্তে হয়;
পুরুষেরা নারীর তরে, ঘরে ব'সে কি থা'ক্তে পারে?
দেশ বিদেশে ঘুরে ফিরে, আবার এসে জুড়ায় হৃদয়!
ঐ দ্যাখ্, ওদের নূতন বাড়ীর বড় ছেলে, ঘোর্ যুবতী নারী ফেলে,
দুতিন বছর ছিল দূর-দেশ।
সব্বাই ব'ল্‌তো আ'স্‌বে না আর, শুনে ক'র্ত্তেম হাহাকার!
কিন্তু বড় বৌটী বড় শান্ত, তোমার মতন নয় নিতান্ত,
তাইতে এখন পেলে কান্ত, নাইকো দুখের লেশ!

'যে সয় সে রয়,' এ কথা কি মিছে হয়? আশাতেই লোক বেঁচে রয়,
নিরাশ হওয়া ভাল নয়, আশা বড় বন্ধু অসময়!
কে না থাকে ধ'রে আশা? দেখ না চাতকীর দশা—
চ'ত্ ব'শেখে ঘোর পিপাসা, তবু কভু হেঁটমুখ নয়!
ও পাড়ার সেই শ্যামমোহিনী, সেও তো ছিল বিরহিণী,
আদ্‌পোন্ বয়েস একাকিনী, কেটে গেল তার;
পতির পত্র যেই পেতো, সকল দুঃখ ভুলে যেতো, আশায় আশায় কেবল
থা'ক্তো, ব্রত আর পূজা মা'ন্তো, তিলের তরে এমন ক'রে হইনি তো অসার্!
সেই পুণ্যেতে পতি পেলে, বিয়েন ধ'ল্লে বুড়ো কালে,
পালে পালে ছেলে কোলে—ঘুচেছে বিষাদ!
তোমারো ঠিক তেম্নি হবে, স'য়ে থাকো সকল পাবে—
দুবছরে 'মা মা' ক'রে, ডা'ক্‌বে সোণারচাঁদ!"

(এই বলিয়া গান)

রাগিণী বসন্ত-বাহার—তাল কাওয়ালি।

তোম্ তোম্ তা না, না না, ললনা নিরাশ্ হ'য়ো না—
সতীর্ সাধনার্ জয়্ হয়্ হয়্ রে!
কান্ত কান্ত করি ভ্রান্ত কি হইলে, প্রশান্ত ভাব্‌টী তব একান্ত তেয়াগিলে,
ধৈর্য্য-তরী, আমরি, নিরাশা-নীরে ডুবাইলে!
ধাকেটে তাক্ ধুম্‌কেটে তাক্ ধ্লাং, ধাধা কেটে কেটে তাক্ তাক্ ধ্লাং,
সই লো! সৈলে হবে আশা পূর্ণ, তাক্ তাক্ ধ্লাং!

ষষ্ঠ ছড়া।

শুনে ধনী তখন, বলে "শুন ব'ন্—কার্ কোথায় কি
ঘ'ট্‌লো ব'লে সবার্ কি তাই হয়্ রে?
এ পোড়াকপালীর সই তেমন কপাল নয় রে!
তা হ'লে কি চিরকালটা এম্নি ক'রে ভুলে ফেলে রয় রে?

আহা! সর্ব্বনেশের পর্ব্ব কটাও মনে কি না হয় রে?
ভাদ্রমাসে আশার ছলন—পত্র তাঁর এলো যখন,
শ্বশুর প'ড়ে ব'ল্লেন তখন, ফল্না আমার আ'স্‌বে পূজোর আগে।
সে পূজো তো গেছে ভাই, কোথায় বা কে দেখা নাই!
সে পোড়া দেশে কি আজো পূজো নাহি চাগে?
অম্নি ক'রে পূজোর পরে, আবার পত্র এলো ঘরে, শ্বশুর ব'ল্লেন হর্ষভরে,
নিশ্চয় এবার আ'স্‌বে এই কার্ত্তিকে!
সে কার্ত্তিকও শেষ হ'লো—কার্ত্তিক পূজো ফুরিয়ে গেল*—
তবু না পাই আমার কার্ত্তিকে!
আ'জ্ কা'ল্ হবে আসা, বার মাস তো করি আশা,
না আসায় নিরাশায় মরি!
বৎসরেতে ছয় ঋতু, সমান জ্বালা—ধৈর্য্য সেতু,
এ তরঙ্গে অটুট্ কিসে রাখি সহচরি?
কি বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বুকে যেন বিঁধে বর্শা,
শরৎকালের ভর্সা তো শুনিলে!
শীতে রাত্রি বাড়ে যত, হৃদি-কম্প বাড়ে তত,
অনলের তাপ কত—যত তাপ হৃদয়-অনলে!
আশায় আশায় কত সয়—বটে আশা সুখময়—
কিন্তু সখি আর নয়—কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে লেবু শেষে তেতোই হয়!
আমার পক্ষে যে আশয়, সে তো হ'লো দুরাশয়,
(এখন্) ভয় হ'চ্ছে অতিশয়—পাছে কেহ দেয় কুআশয়!
দারুণ প্রেম-পিপাসা; মেঘ ছেড়ে অন্য আশা,
ঘটে পাছে সে দুর্দ্দশা—হই পাছে চাতকী পাতকী!
তবে দশা হবে কি?—হব কি কুল-কণ্টকী?
না, না, না—বরঞ্চ আত্মঘাতকী, না হইব বিশ্বাস-ঘাতকী!

* সেবারে অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী পূজা হইয়াছিল।

(এই বলিয়া গান)

রাগিণী পরজ—তাল ঢিমা তেতালা।

হায়্! কামিনী পায়্ যাতনা—এতো কৈ?
আমি যে এ জ্বালা সৈ, সে যদি বুঝিতে সই,
তবে কি এ দশা ঘটে নিরাশ্-নীরে ডুবে রই? ১।
প্রাণধন্, (করে) প্রাণ-পণ্, মিছা ধন্ আ'ন্তে!
না জানি কেমন্ মন্, যৌবন্ রসের্ ধন্, নাহি চায়্ হায়্ হায়্ সই্! ২।

সপ্তম ছড়া।

"চাতকী পাতকী" আর "বিশ্বাস-ঘাতকী"!
ওমা! ওমা! সে আবার কি?—ছি ছি অমন কথা বলিস্‌নে সখি!
প্রাণের জ্বালা এতই বা কি?—হ'লো জ্বালা, তাতেই বা কি?
ওলো সখি, তোর্ বা কি?—আমার্ যা, তার্ নয়্ তো সিকি!
ভেবে একবার দেখ্ দেখি—আমার ঘরে কাণ্ডটা কি?—
বা'র্ ভড়ঙে থাকি, কিন্তু আসলে ফাকি!
বারমেসে দুঃখ তোমার, শুনালে যতেক;
আমার বারমেসে তেম্‌নি, শোন্ লো তবে প্রাণ্‌সজনি—
পরের শুন্‌লে আপ্‌নার জ্বালা জুড়াবে অনেক!
তোমার আছেন অদর্শন; আমি পাই দরশন;
এইটী তফাত বটে, কিন্তু বেশী পোড়ানি তায়—
হরির চক্র সুদর্শন, ছুঁতে মাছি কাটে যেমন, বিপদ বড় তাঁর দর্শন,
প্রাণ-বায়ুটী আকর্ষণ, হয়্ কথায় কথায়!
সে দর্শনের মুখে ছাই!—স্পর্শনের তো কথাই নাই—
সে পক্ষে প্রায় বালাই চুকে গেছে!
বাড়ার ভাগ কদাচারে, বারমাসই নয়ন ঝুরে,
সেই বারমেসে দুঃখ কিছু কই তোমার কাছে;—

বৈশাখে বসন্ত পেয়ে সবার সুখের তত্ত্ব;
ফুটে কলি, জুটে অলি, মধুপানে মত্ত!
আমার বঁধু, পিপের মধু, পীয়ে আসেন মেতে!
(দেখে) লোকে হাসে, আমি কিন্তু কাঁদি দিনে রেতে! ১।
জ্যৈষ্ঠ মাসে আঁব, কাঁঠাল সকল ঘরে ঘরে;
খায় ফেলে বিলোয় লোকে তত্ত্ব তাবাস করে।
আমার ঘরে কে আ'নবে ভাই? যদি বা তত্ত্বে আসে;
চাটের জন্যে বাইরে নে যায়, ব্যায়্‌রা সর্ব্বনেশে!
তিনশো টাকা মাইনে পায়, ভূতে উড়োয় সব্—
মাইরি দিদি ঘরে কেবল নেই নেই নেই রব্! ২।
আষাঢ়েতে পর্ব্ব ভারি—রথে জগন্নাথ্;
আমার প্রভু পথে হয় তো থাকেন চিৎপাত্!
মট্ কদ্‌মা মেঠাই মণ্ডার সাধ্ তো গেছে ঘুচে;
এমন জন কেউ নাইকো দিদি, ফুট্‌কড়াই দে পুছে! ৩।
যত পড়ে শ্রাবণের ধারা, ততই তাঁর্ বাড়ে কুধারা—
নয়ন-ধারা বেগে আমার বয়;
বর্ষাকালে বাতের ভয়ে, বেশী মদ খেয়ে খেয়ে,
শুতে এসে মাথা গরম—হয় তো বমি হয়! ৪।
ভাদ্র মাসে জলের তরঙ্গ থৈ থৈ;
নেশার তরঙ্গে বঁধু—সঙ্গে ইয়ার, বারবধূ—
সহর ঘুরে বেড়ান সুধু, ক'রে হৈ হৈ!
লক্ষ্মী-পূজো আধা মাসে, লক্ষ্মী-ছাড়া-কাণ্ড বাসে,
দেখে দেবী উর্দ্ধশ্বাসে, ত্রাসে ফিরে যান;
দূরে থেকে কোপনয়নে কুদৃষ্টিতে চান!
তারি ফল সই হাতে হাতে, সকল থা'ক্তে এই হাবা'তে
দশা ভুগ্‌তে দশের কাছে হয়—
সংক্রান্তিতে কত জাঁকে, অরন্ধন ভোজ করে লোকে,

আমার হয় তো কর্ম্মের পাকে, অরন্ধন না ক'ল্লেই সে দিন নয়! ৫।

আশ্বিনে পূজোর ধুমে বাবুর বেশী ফূর্ত্তি;
(হয়) আল্‌পাকা সাটীনে কত চায়নাকোট কুর্ত্তি!
টিকিট মারা জুতো; আর বাক্স ভরা মদ্;
(এনে) পোমেটম্ আর অডিকলম্ ভাবে গদ গদ্!
ন-পোয়া বহরের আসে নয়ানসুক এক থান—
মাঠা'কূরুণকে দুখান ঠেঁটি, ঝিকে দেয় একখান;
বাকী থান ম্যাজেণ্টা দিয়ে ছুপিয়ে ব্যায়রা লয়;
ছেঁড়া চাপ্‌কান্ কুটির্ টুপি, বখ্‌শীস্ তারে হয়!
ননদ ছুঁড়ীর সাড়ী একখান কিন্তেও ভুল হয় না;
আমার বেলাই হরেক রকম উঠে নূতন বায়না!
বারাণসী তো মহা দোষী; ঢাকাই মনে লয় না;
গাউন দিতে রাজি, কিন্তু অভাগীর তা সয় না!
মেজাজ বুঝে, ঘেঁসে ঘুঁসে, কাছে একবার যাই;
গিয়ে বলি "রাঁড়্‌কে দেও গে—আমার ও কাজ নাই!"
এম্নি ক'রেই ঘর করি সই, নিত্যই নূতন সৈ;
তুমি হ'লে ম'রে যেতে—আমি যাই তাই রই!
পূজো আচ্ছা নেম্‌নিমেসা, সকল হ'লো রদ্;
রা'ত্ দিন্ কেবল রব শুনি "দে মদ, দে মদ!"
বাঁকা তেড়ি; বাঁকা ছড়ি; পায় বাঁকা বুট;
বাঁকা মেজাজ; বাঁকা মুখে কথা ড্যাম্ হুট্;
ওয়াচ্‌গার্ড গলায় ঝোলে, ট্যাঁকে ওয়াচ্ ঘড়ি;
জোটেনা বাবুদের কেবল দড়ি কল্‌সীর কড়ি! ৬।

কার্ত্তিক অগ্রাণ নূতন হিমে, নেশা আর ঘুম!
রা'ত্ পোয়ালেই প'ড়ে যায়—খোঁয়ারি ভাঙার ধুম!
পৈতৃক এক পুরোণো সাল, থেঁথ্‌লে থেঁথ্‌লে চিরকাল,

হ'য়ে গেছে খুব বেহাল—জীর্ণ জরা কাবু;
কার্ত্তিক পূজোর দিন হ'তে, গুচিয়ে তারে কোনোমতে,
গায় দিয়ে কার্ত্তিক সাজেন বাবু!
হয় তো গেলেন সন্ধ্যা বেলা, সকাল বেলা তা ফালা ফালা,
রিপু ক'র্ত্তেই দর্জির পো খায় হাবু ডুবু! ৭।৮।

পৌষ মাসে হৌস থেকে নগদ মাল আসে—
বড় দিন আর ছোট দিনের ছুটি ছুটাবার আশে!
বাইরে ঝোলে গ্যাঁদার মালা, ঘরের ভেতর র্যাঁদার জ্বালা,
বৈঠকখানায় টেবিল কোলে ডেবিল দল বসে;
হোটেল থেকে আসে খানা, খ'টেল ইয়ার জোটে নানা,
কিন্তু "গোটুহেল" ভাষে, যদি উঠ্‌নোর মুদী আসে!
ঘরে নাস্তি কড়াক্রান্তি, কিসে কাটে পিটে-সংক্রান্তি?
ব'ল্লেই বলে "নেই মানস্তি—ফাই ফাই" ক'রে ধ'ম্‌কে উঠে সই;
বলে "ছোট লোকের পরব ওটা—ওতে আমি নই"! ৯।

মাঘ মাসে লাগ পাইনে—নানা কারখানা—
রাঁড়ে ভাঁড়ে বাগানে ইংরেজী-তর খানা!
প্রতি ইয়ার বাগান দেন প্রতি শনিবার।
প্রতি হপ্তা প্রতি বাবুর্ বাড়ে শুঁড়ির ধার!
শ্রীপঞ্চমী!—আমার পক্ষে বিশ্রী দেবী তিনি;—
দুষ্ট স্বরস্বতী রূপে, বারমাস তার ঘাড়ে চেপে,
দুখিনীরে নাথ থা'ক্তেও ক'চ্ছেন অনাথিনী।
নাথ নাকি নাথের বাগানে—প্রধান আড্ডার স্থান যেখানে—
সরস্বতী পূজো এনে, করেন মহা জাঁক;
নিমন্ত্রণ হয় অঙ্গ বঙ্গ, তথায় নাকি করেন রঙ্গ—
দেশহিতৈষী ব'লে যাঁদের নামে বাজে শাঁক! ১০।

ফাগুন মাসে অন্যের বাড়ী রাধাকৃষ্ণের দোল।

মদের ধারে বাবুর বাড়ী শুঁড়ির গণ্ডগোল!
সমবয়সী সব রূপসী সুখে খেলে ফাক।
শাশুড়ী বৌ আমরা দেখি, চা'লের্ জালা ফাক! ১১।
চৈত্র মাসে শুঁড়ির ধার খুব শানিয়ে ওঠে—
সেই শ্রাদ্ধ গড়ায় গিয়ে ছোট আদালত কোটে!
শমন গেল, ওয়ারিন এলো, সীল প'ড়্লো কপাটে—
গা-ঢাকা অন্দরে বাবু—হায়্! তবু ফ্রেণ্ড জোটে!
আফিসের যে জমাদার, তার কাছেও হ'য়েছে ধার, সেও নিত্যই হাঁটে!
শেষে, চাক্‌রি গেল, খবর্ এলো, তবু কাক ছোটে!
তবু মারেন রাজা উজীর—দন্তে মাটি ফাটে!
কার্ সাধ্য নিকটে যায়, ইংরেজি বোলের চোটে! ১২।

ঐ বারমেসে কথা সাঙ্গ না হ'তে অমনি,
খুঁড়ী ঝি এক ছুটে এলো—হাস্য-বদনখানি;
বলে "বখ্‌সিস্—বখ্‌সিস্—বখ্‌সিস্ চাই—ঐ গলার ঐ হার!
বাড়ী এসেছেন বড় বাবু—(হবেন্) 'গলার হার' তোমার!!
মাইরি, বউ-দি! গাড়ী দেখ্‌লেম ফটকের কাছে—
উঁকি মেরে দেখে মুখ্‌টী, ছুটে এলেম ফুলিয়ে বুক্‌টী,
আগে খবর দেওয়ার সুখ্‌টী, আর কেউ পায় পাছে!"

(এই সুসংবাদে সখী কর্ত্তৃক সহর্ষে শেষ গান)

রাগিণী ললিত—তাল দোলন।

সুপ্রভাত্ আ'জ্ হ'লো, সজনি! উদয়্ তোমার্ হৃদয়-মণি!
চেয়ে নাথ-আসা-পথ, পূরিল আ'জ্ মনোরথ,
সাঙ্গ হ'লো সেই চাতক্-ব্রত!—তোমার্—উদ্‌যাপন্ আ'জ্ সেই চাতক্-ব্রত!
শুন লো ঐ সুললিত—সই, সই, সই, রে!—সুমঙ্গল শঙ্খধ্বনি! ১।

বিচ্ছেদ্ দিল রণে ভঙ্গ; আতঙ্ক ছাড়িল সঙ্গ;
কর সুখে রসের্ প্রসঙ্গ!—এখন্—পতি ল'য়ে প্রেমের্ প্রসঙ্গ!
উথলিবে প্রেম্‌তরঙ্গ—সই, সই, সই, সই রে!—পবিত্র সে প্রবাহিনী! ২।

পূর্ব্বে কলিকাতাস্থ কাঁসারী-পল্লীর বহু উদ্যোগ ও বহু ব্যয়ে প্রতি বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবসে "সং" বাহির হইত। তাহাতে পরিহাসাত্মক ও নানা রসোদ্দীপক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিনয় সকল প্রদর্শিত হইত। ভাল ভাল লোকে সেই সব অভিনয়ের বিষয় নির্ব্বাচন এবং যাহাতে তত্তাবৎ সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। অধিক কি, মৃতমহাত্মা অনরেবল বাবু কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতিও তাহার উৎসাহদাতা ছিলেন এবং হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রিকা মধ্যেও তাহার সমালোচনা করিতেন।

যদিও প্রাচীন প্রথানুসারে দুই একটা অশ্লীল কাণ্ডও তন্মধ্যে দৃষ্ট হইত, কিন্তু অধিকাংশ প্রদর্শন দর্শনে ভদ্র লোকে সন্তুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না—বিশেষতঃ অশ্ব-বাহিত অনেকগুলি সুসজ্জিত কাটরা ঘরের মধ্য হইতে উত্তম বসন-ভূষণে বিভূষিত অভিনেতারা যে সমস্ত অভিনয় দেখাইত ও গান গাহিত, তাহা আমোদ ও শিক্ষা-প্রদ সুন্দর দৃশ্য বলিয়া গৃহীত হইত। এই শেষোক্ত অভিনয়ের নিমিত্ত মনোমোহন বাবুর নিকট হইতে তাঁহারা কয়েক বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছড়া ও গান প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। তত্তাবতের মধ্যে যে কয়টী পাওয়া গিয়াছে, পশ্চাতে সেই তিনটী ছড়া (গান সহিত) প্রকটিত হইল।

১

(শকুন্তলা নাটকাবলম্বনে ছড়া—ইহার গান পাই নাই—ঐ কাট্‌রার ভিতর রাজা সিংহাসনোপবিষ্ট এবং শকুন্তলার সহিত গৌতমী ও ঋষিকুমার দ্বয় উপস্থিত। প্রত্যেকে যথাযোগ্য অঙ্গভঙ্গী সহিত কথোপকথনাদি অভিনয় করিতেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে এই ধাতুর বিভিন্ন অভিনয় বিভিন্ন কাট্‌রায় প্রদর্শিত হইত)

দুষ্মন্তের প্রতি শার্ঙ্গরবের উক্তি।

জয় জয় মহারাজ দুষ্মন্ত ভূপতি!
যশঃকীর্ত্তি, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি, ধর্ম্মে থা'ক্ মতি!
ধর্ম্মারণ্য-বাসী, পুণ্যরাশি, তপোধন—
মহর্ষি কণ্বের শিষ্য, আমরা দুজন॥
অবধান, মহারাজ! তাঁহার আরতি—
শকুন্তলা কন্যা ধন্যা—রূপ-গুণবতী—
তাঁরে না জা'নায়ে তোমা ক'রেছে বরণ।
তথাপি হ'য়েছে তাঁর প্রীতির কারণ॥
চন্দ্র বিনা কুমুদীর, অন্য কেবা পতি?
সিন্ধু ছেড়ে তটিনী কি করে অন্য গতি?
রাজকুল-রবি তুমি, ধন্য ধরা মাঝে।
তোমা ভিন্ন পদ্মিনী নারী কি অন্যে সাজে?
কিন্তু বিবাহিতা কন্যা—পিত্রালয়ে বাস—
সুশীলা হইলে তবু লোকে উপহাস!
এই হেতু রাজ-গৃহে, তাঁর অভিসার!

(সস্নেহে শকুন্তলার হস্ত ধরিয়া)

এই লহ, মহারাজ! মহিষী তোমার!

দুষ্মন্তের উক্তি।

মহর্ষি কণ্বের পদে প্রণতি আমার।
কিন্তু হায়, একি বিড়ম্বনা বিধাতার!—

কনক বরণী এই রমণী রতন!
ইঁহাতে আমাতে কভু নাহি দরশন!
পরিণয় দূরে থা'ক্, পরিচয় নাই—
স্মৃতি-পথে অন্বেষিয়া কিছুতে না পাই!

শার্ঙ্গরবের সকোপ উক্তি।

ধর্ম্মাধিকরণে তুমি ধর্ম্ম রক্ষা হেতু—
অধর্ম্ম-প্রবাহ-মাঝে, তুমি ধর্ম্ম-সেতু!
অন্যায় করিলে কেহ, তুমি দণ্ডকারী।
এমন অন্যায় কেন কহ দণ্ডধারি?

গৌতমী শকুন্তলার প্রতি।

এস, বৎসে! কুতূহলে; আবরণ মুক্ত হ'লে,
চিনিতে পারিবেন্ মহারাজ।
(অবগুণ্ঠন মোচন করিতে করিতে)
মুখ-চন্দ্র দীপ্ত কর, বৃথা লজ্জা পরিহর,
উৎসবে বিপদে নারী করিবে না লাজ!
(রাজা শকুন্তলার মুখ দেখিয়া হেঁট মুণ্ড)

সকোপে শার্ঙ্গরবের উক্তি।

কেন কেন, মহারাজ! মৌন হ'য়ে রহিলে?
বলনা, ছলনা ছাড়ি, চিনিতে তো পারিলে?

দুষ্মন্তের উক্তি।

ছলনায় কিবা ফল— কুরু-বংশে নাহি ছল—
সত্য বলি ঋষির কুমার!
(যেন স্বগত) হায়, হায়, কি বালাই, দেখা নাই শুনা নাই,
লোকে বলে মহিষী তোমার!

শকুন্তলার প্রতি শারদ্বতের সকোপ উক্তি।

শুন, বালে! যেই কালে, ক'রেছিলে মাল্যদান—
না জেনে চরিত্র, চিত্ত—নাম শুনেই হতজ্ঞান!

এখন ভুঞ্জহ, পুঞ্জ স্বরোপিত বিষফল!
যা বলিতে হয় বল—বিলম্বে কি আর ফল?

শকুন্তলার মৃদু উক্তি।

হা বিধাতঃ! এই ছিল ললাট-লিখন!
সরলা—সরল মন, ভাবিয়া সরল জন, সঁপিলাম প্রাণ মন,
কে জানে যে সুধার্ণবে বিষের সৃজন!
অরণ্যের পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ এত!
ভাঙ্গিল স্বপন-ভুর, সব আশা হ'লো দূর, আপন অদৃষ্ট ক্রুর,
সাধিয়া কাঁদিয়া হব মিছা মানহত!

রাজার সরোষ উক্তি।

বরষার প্রবাহিনী, নিজে হ'য়ে কলঙ্কিনী,
তীর-স্থিত তরু শ্রেণী, করয়ে পাতন!
সেইরূপ ভাব তব— নাশিয়া নিজ গৌরব,
আমাকেও পাপ-পঙ্কে করিবে ক্ষেপণ!
(অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আর পাওয়া গেল না)

২

(কৃষ্ণ-কালী বিষয়ে ছড়া)

শুনিয়ে মুরলি-ধ্বনি, গৃহে হ'য়ে উদাসিনী, বনে এলেন কমলিনী রাই।
কুটিলে তো দেখ্‌তে পেয়ে, কুটিল ভাবে অম্নি ধেয়ে,
জানায় গিয়ে আয়ান ঘোষের ঠাঁই ;—
"শুন বলি ওগো দাদা!—তোমায় তো বানিয়েছে গাধা—
হারামজাদা বৌ এমন দেখিনে ;
তোমার মাথায় ঘোল ঢালি, বনে নিয়ে বনমালী,
রসের খেলা খেল্‌ছে সে নির্জ্জনে!"
আয়ান বলে "শোন্ কুটিলে, জানিরে তুই খুব্ কুটিলে—
দিন্‌রা'ত্ সুধু কুটিল্ তত্ত্বে ফিরিস্—

কথায় কথায় ধ'রে ছুতো, ন্যাতা ক্যাঁতা হাঁড়ির মত,
উট্‌তে ব'স্‌তে বৌকে মন্দ করিস্‌!
চল্‌ দেখি তোর্‌ সঙ্গে যাই—কথায় সুধু ভুল্‌বো নাই—
স্বচক্ষে আ'জ্‌ দেখ্‌তে চাই—সত্যি হয় তো রাধার মাথা খাব!
(আর্‌) যদি হয় এ কথা মিছে, (তবে) মজা দেখ্‌তে পাবি পিছে—
যমের বাড়ী এখনি পাঠাব!"

এই ব'লে আয়ান কুটিলাকে সঙ্গে নিয়ে রেগে বেগে চ'ল্লেন—জটিলাও পশ্চাৎ ধ'ল্লেন! দূর হ'তে তা দেখ্‌তে পেয়ে

(কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি)

চেয়ে দেখ, বনমালি, হ'লো বিষম দায়;—
আয়ান ঘোষের হাতে আ'জ্‌ প্রাণটা বুঝি যায়—
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিবাদী ননদী মোর্‌ বাঘিনী;
ভাইকে নিয়ে আ'স্‌ছে ধেয়ে, উপায় কি শ্যাম গুণমণি?

(এই বলিয়া গান)

রাগিণী মুল্‌তানী—তাল ঢিমা তেতালা।

হরি! কি হ'লো দায়্‌—বাঁচি আ'জ্‌ কেমনে?
মরি—ভয়ে মরি! ঐ আ'স্‌ছে আয়ান্‌, দেখ বংশিবয়ান্‌!
সঙ্গে জটিলে কুটিলে অরুণ-নয়নে! ১।
গয়্‌লার্‌ ঘরের্‌ কেলে হোঁৎকা, হাতে ল'য়ে কোঁৎকা,
যমদুতের্‌ মতন্‌ আ'স্‌ছে হায়্‌;
যদি দেখিতে পায়্‌, তোমার্‌ কাছে আমায়্‌, এই কুঞ্জবনে;
তবে ছা'ড়্‌বে না ছা'ড়্‌বে না রা'খ্‌বে না জীবনে! ২।

(তদুত্তরে কৃষ্ণের উক্তি)

শুন রাধে বিনোদিনি, চিন্তা কেন কর ধনি!
উপায় করিব আমি, হ'য়ো না উতলা।
ব্রজে তুমি রাই কিশোরী, ছলেতে আয়ানের্‌ নারী,
গোলোকে গোলোকেশ্বরী, আপনি কমলা!

তুমি প্রিয়ে আদ্যাশক্তি, ভব-ভয়ে কর মুক্তি,
আয়ানের্ কি আছে শক্তি, তোমায়্ ভয়্ দেখাতে?
ত্যেজে রূপ—বনমালী, আমি হই কৃষ্ণ-কালী,
তুমি দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি, বৈসহ পূজিতে!
চূড়া খুলে হই মুক্তকেশী, বাঁশীকে এই করি অসি,
বনমালা মুণ্ডমালা হবে!
রবে না আয়ানের ভয়, তোমার হবে জয় জয়,
কুটিলের্ সব্ বড়াই ভেঙে মুখ্টা পুড়ে যাবে!

(এই বলিয়া গীত)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

চিন্তা কি রাই প্রাণ্প্রেয়সি! মুক্তকেশী সাজি আমি!
জবা ফুলে, বিল্বদলে, শক্তি পূজা কর তুমি!
তুমি রাধে আদ্যাশক্তি, তব গুণে হব শক্তি,
জন্মিবে আয়ানের্ ভক্তি, ধন্য হবে ব্রজভূমি! ১।

কৃষ্ণ ঐ রূপে কালী হ'লেন—রাধা ঐ রূপে পূজা ক'চ্ছে'ন, দেখে,

(কুটিলার প্রতি আয়ানের উক্তি)

এ তো দেখ্ছি, রাধা আমার, কালী পূজো ক'চ্ছে'—
দিগম্বরীর রাঙা পদে, রাঙা জবা দিচ্ছে!
জপের মালা হাতে ক'রে ইষ্টদেবী জ'প্ছে;
(ওর্) জপের গুণে আপ্নি দেবী প্রতিমায় ঐ দুল্ছে!
ও লাফানি! ও ঢলানি! ও কুটিলে রাঁড়ি!
আমার মা'গের সঙ্গে তোমার এত আড়াআড়ি!
ভাল কাজেও কুচ্ছ রটা'স্—এত বাড়াবাড়ি!
ইচ্ছে করে, নখে ক'রে, আবাগি তোর্ পেট্টা চিরে, ছিঁড়ে ফেলি নাড়ী!—
যে নাড়ীতে জন্মে এত নষ্টামির কাঁড়ি!
তুই কি চ'কের মাথা খেয়ে, আপ্নি দেখে গেলি?
না, কাণ্ দুটোর মাথা খেয়ে, কারোর্ মুখে শুন্লি?

তখন্ বা কি ব'ল্লি—এখন্ স্বচক্ষে কি দেখ্‌লি?
এখন্ কেন অমন্ ক'রে, নাকে হাত দে, অবাক্ হ'য়ে রৈলি?

(এই বলিয়া গান)

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালি।

কৈ লো কৈ কুটিলে কৈ—নন্দের্ বেটা কৈ?
প্রাণ্ প্রেয়সী রাধা আমার্, মুক্তকেশী পূজ্‌ছে ঐ!
থেকে থেকে চ'ম্‌কে উঠিস্, কথায় কথায় বোকে দুষিস্,
কালী দেখ্‌তে কালা দেখিস্, ও কালামুখি!
আমার্ ঘরের্ লোকেই ড্যাংরা তুল্‌বে, তা পরে ব'ল্‌বে কি?
এই কোঁৎকা তোর্ মাথায়্ ভাঙ্গি—নৈলে এ রাগ্ মেটে কৈ? ১।

৩

(দুর্জ্জয় মানে কৃষ্ণের সন্ন্যাস-গ্রহণ ভাবের ছড়া—দূতীর উক্তি)

দেখ দেখ কমলিনি! কুঞ্জদ্বারে আসি,
দাঁড়ায়ে র'য়েছে এক নবীন সন্ন্যাসী;—
ত্রিশূল-ডম্বুর-ধরা; পরা বাঘ-ছাল;
ববম্ ববম্ ঘন বাজাইছে গাল;
ভাং ধূতুরার ঘোরে আঁখি ঢুল্ ঢুল্;
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি; কর্ণে ধূতুরার ফুল!
"ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি" ধীরে ধীরে বলে—
আহা! কথাগুলির ছলে যেন সুধারাশি গলে!

(আসিয়া দেখিয়া তদুত্তরে রাধার উক্তি)

আহা মরি প্রাণ সই, কেমন সন্ন্যাসী ঐ, ওরে দেখে প্রাণ কেন কাঁদে?
কি দেখালি হায় হায়, নয়ন ফিরানো দায়, প্রাণেরে বাঁধিল প্রেমফাঁদে!
এ গোকুলে শত শত, দেখেছি সন্ন্যাসী কত, এর মত কে কোথা দেখেছে?
আহা কি লাবণ্য ছটা, সজল জলদ ঘটা, ছদ্ম-বেশ-ভস্মেতে ঢেকেছে!
আর কিবা মনোলোভা, বিমল বদন শোভা, তাহে কাল-শশীর কিরণ।

আবার্ সখি দেখ আসি—আমি যাহা ভালবাসি—বাঁকা ভঙ্গী বাঁকা দুনয়ন!
তাহে অতি খরশান, কুটিল কটাক্ষ-বাণ, সন্ধান করিয়ে হরে প্রাণ!
এ যদি সন্ন্যাসী সই, কেন গো অধৈর্য্য হই? ভণ্ড যোগী করি অনুমান!
কে এলো কি ক'রে ছলা, হেয়ে হ'তেছি চঞ্চলা—অঙ্গ মোর অবশ হইল—
ঘরে ফিরে যেতে চাই, পথ না দেখিতে পাই—একি সখি বিপদ ঘটিল!
যে হ'ক্ সে হ'ক্ সখি, সুধাইয়ে দেখ দেখি, কি মনে সে এখানে এসেছে?
কেনই বা গৃহ-ত্যাগী, কি লাগি হ'য়ে বিবাগী,
এ নবীন বয়সে সে এ যোগী সেজেছে?
প'ড়েছি তো বিষম্ ফেরে, অদেয় নাহিক এরে—যা চাবে সই তাই এরে দিব—
কুলমান প্রাণ মন, জীবন যৌবন ধন—জিজ্ঞাস গো কি দিয়ে তুষিব?

(এই বলিয়া গান)

বল বল, প্রাণসখি, হ'লো কি আমায়্—আকুল্ হৃদয়্ হায়্!
যোগী বেশে কে এসে আ'জ্, আমার্ মন হ'রে ল'য়ে যায়্?
একে কালা-কলঙ্কিনী, (আমার্) নাম্ রেখেছে ননদিনী,
এখন্ আবার্ সন্ন্যাসিনী, (বুঝি) হ'তেই বা হয়্—একি দায়্! ১।

(সন্ন্যাসীর প্রতি দূতীর উক্তি)

প্রণতি করি গো পায়, সন্ন্যাসি ঠাকুর!
এ বয়সে এত ক্লেশ—অস্থি চর্ম্ম অবশেষ! গৃহে কেন এত দ্বেষ?
কাশী কাঞ্চী কোন্ কোন্ দেশ, ভ্রমিয়াছ দেখিয়াছ তীর্থ কত দূর?
দীক্ষা-গুরু কে তোমার—আশ্রম কোথায় তাঁর—
এ ভেকে ভিক্ষার দীক্ষা কে দিলে তোমায়?
ঝুলি কক্ষে, ধারা চক্ষে, পদচিহ্ন ঢাকা বক্ষে, যোগী হ'য়ে কি বাঁকা চক্ষে,
অমন্ ক'রে কুকটাক্ষে, কুলবতীর কুল মজায়?
কেন বা নগর গ্রাম ফেলে, শ্রীরাধার নিকুঞ্জে এলে?
এখানে তো ভিক্ষা দিবার যো যোত্র নাই—
কেবল মোদের দেহ প্রাণ, আর আছে মানিনীর মান,
তা ছাড়া আর বাড়া কিছু খুঁজে তো না পাই!

এতে যদি থাকে ফল, তবে মনের কথা খুলে বল—ব'ল্লে হবে না নিষ্ফল—
যা চাবে তা পাবে ভিক্ষে, আজ্ঞে দিয়েছেন রাই!

(উত্তরে কৃষ্ণের উক্তি)

শুন দূতি, রসবতি, আমার পরিচয়;—
মনের কথা—মর্ম্মের ব্যথা—ব'ল্‌তে ক'র্চ্ছি ভয়!
(কেননা) বড় মা'ন্‌ষের বৌ হ'য়ে কি ছোট কথায় থা'ক্‌বে?
হতভাগার দুঃখের কথা, মন দিয়ে কি শুন্‌বে?
এ বয়সে সন্ন্যাসী কেউ, সাধ ক'রে কি হয়?
প্যায়্‌দায় সাজিয়েছে যোগী—আপন্‌ ইচ্ছায় নয়!
সংসার ক'র্ত্তে দায় দড়া সই নিত্যই লোকের হয়;
কিন্তু, প্রেমের যেমন দায়, বুঝি কিছুর তেমন নয়!
সখি! সেই প্রেম আমার দীক্ষা-গুরু—পণ্ডিত গোঁসাই!
তিনিই আমার কাণে কাণে, খুব্‌ নির্জ্জনে—খুব সাবধানে,
ইষ্ট দেবীর নাম ব'লেছেন—ব্রজেশ্বরী রাই!
রাধা-মন্ত্রে, রাধা-তন্ত্রে, গুরু দিয়েছেন দীক্ষে!
কাজে কাজেই ভেক্‌ নিয়ে সই, সেই নামেতেই ক'রে বেড়াই ভিক্ষে!
এই যে দেখ্‌ছো কাল্‌-ভুজঙ্গ, কাঁধে জড়িয়ে বই;
রাই-নামের জোরে তার কামড়ে ভয় করিনে সই!
কিন্তু নামের জোরে, বাহ্য-সাপ্‌কে, অগ্রাহ্য যেমন ক'চ্ছি;
তেম্নি মান্‌-ভুজঙ্গের বিষের জ্বালায় দিবানিশি জ্ব'ল্‌ছি—
তাতে জর জর, মর মর, ঢ'লে ঢ'লে প'ড়্‌ছি—
আর, শেষ কি হবে, সেই হুতাশে, পুড়ে খুন হ'চ্ছি!
"সুধাদৃষ্টি" ঔষধ আছে, (তোমাদের) কমলিনীর কাছে;
যদি সেই সুদৃষ্টিতে দৃষ্টি করেন, তবেই প্রাণটা বাঁচে!
যোগীর পক্ষে, চান্‌ সুচক্ষে, এই ভিক্ষাটী চাই;
তবেই, জীবন পেয়ে জন্মের মতন চরণে বিকাই!

(এই বলিয়া গান)

মরি মরি সহচরি কি করি বলনা?
কে আছে আর্ কারে কই—যাতনা যত সই? তোমা বিনে
কে বুঝিবে মরম-বেদনা?
কাতরে মিনতি করি ছলনা ক'রো না! ১।
সাধে কি সংসার-সুখ-সাধ ত্যেজিয়ে,
শ্মশানে মশানে ফিরি, সন্ন্যাসী হ'য়ে?
দারুণ মান-দায়, যায় যায় প্রাণ যায়,
কিশোরী-বিরহ-জ্বালা, আর তো সহেনা!

(রাধার প্রতি বৃন্দার উক্তি)

বলি, শুন্‌লি তো গো রাই, যা ভেবেছি তাই;
কপট যোগী বলে কেবল মান ভিক্ষাটী চাই!
আর শরমে কাজ নাই— আর গরবেও কাজ নাই—
পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ—সে বড় বালাই!
আপন মুখে ব'লেছ রাই, যা চাবে দিবে গো তাই,
আর কি এখন ঘোম্‌টা টানা সাজে?
কমল-বদন তোলো তোলো, মনের কপাট খোলো খোলো,
হৃদি সিংহাসনে ল'য়ে বসাও যোগীরাজে!
(যখন) সা'ধ্‌লে কাঁ'দ্‌লে পায়ে ধ'রে, (তখন) চাইলিনেকো মানের ভরে,
এখন্ তো মান ভাংলে জোরে, সন্ন্যাসী গোঁসাই!
ধন্য শ্যামের নাগরালি, ধন্য ক'রে এই ঘট্‌কালি,
সাবা'স্ বটে! একমুটো ছাই গায়ে মেখে মানের মুখে দিলে ছাই!
পোড়া বিচ্ছেদের বাদ ঘুচে গেল, আমাদের সাধ পূর্ণ হ'লো,
কি আনন্দ আ'জ্ কুঞ্জধামে!
(তবে আর) মিছে বিলম্ব সৈতে নারি, এস এস ব্রজেশ্বরি,
(আবার) কুঞ্জে ল'য়ে বংশীধারী, দাঁড়াও তেজি ভঙ্গী করি,
(আমরা) জুড়াই নয়ন যুগল হেরি—রাইকিশোরী শ্যামের বামে!

(রাধার উক্তি-গান)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঢিমা তেতালা।

চিনেছি চিনেছি সখি, এ তো যোগী নয়্!
আমায়্ ছলে, মজালে; পেয়ে অবলা সরলা কালা, ভুলায়ে মন্ হ'রে লয়্!
সেধে কেঁদে যখন্ গেছে;
তখন্ দুর্জ্জয় মানভরে, চাইনিকো ফিরে তারে,
এখন্ অঙ্গে বিভূতি মেখে ক'র্লে মানের্ পরাজয়্! ১।
গেল গেল—মান গেল!
বঁধুর এ দশা হেরি, আর কি রৈতে পারি?
আমার্ কুল-শীল-মান-প্রাণ, সঁপিলাম্ তায়্ সমুদয়্! ২।

(উভয়কে দাঁড় করাইয়া সখীদের উক্তি-গান)

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়খেম্‌টা।

মরি! যুগলরূপে ভুবন ভুলায়্! নয়ন জুড়ায়্!
শ্যামের্ বামে কমলিনী—(যেন) মেঘে সৌদামিনী প্রায়্!
দেখ গো কদম্বতলে, দাঁড়ায়েছে বামে হেলে,
বনমালা দোলে গলে—(আহা) কিবা শোভা হ'লো তায়্! ১।

সপ্তম স্তবক।

আগমনী, নবমী ও বিজয়া।

(বর্ত্তমান বর্ষে রচিত—আগমনী)

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়াঠেকা।

উমার কারণে প্রাণে, যে যাতনা নিশি দিনে;
মা হ'তে বুঝিতে চিতে, জুলিতে না—দিতে এনে!

প্রাণ্ কাঁদে তাই সদাই কাঁদি, কৈলাসে তাই যেতে সাধি,
রেখেছ তো বছরাবধি, প্রবোধি ছল-বচনে! ১।
উমা ভাবে মা পাষাণী, লোকেও কয়্ পাষাণী রাণী,
আমি যে পাষাণ্-অধিনী, এ কাহিনী কেউ না জানে!
কায়া তব পাষাণ্ ব'লে, অন্তরেও কি পাষাণ্ হ'লে?
অমন্ মেয়ের্ মায়া ভুলে, রহিলে গিরি কেমনে? ২।
কৈলাসে যাই ব'লে যেতে, শিবের্ দোষ্ এসে শুনাতে,
"শরতে আ'স্‌বেন্ পুরেতে"—ব'লে ভুলাতে!
(ভাল!) আমি যেন অবোধ্ নারী, যা বুঝাও তাই বুঝি গিরি,
আনিতে গৃহে কুমারী, তোমার্ কি সাধ্ হয়্ না মনে? ৩।

(বহু বৎসর পূর্ব্বে রচিত—আগমনী)

রাগিণী সরফরাজ—তাল জলদ তেতালা।

ওহে গিরি! ত্বরা করি, আন গিয়ে প্রাণের্ গৌরী।
না হেরে সে মুখ-শশী, ধৈরয ধরিতে নারী॥
কি ছার মিছার গেহে, রব কার মুখ চেয়ে?
সবে মাত্র উমা মেয়ে—তাহে জামাতা ভিকারী! ১।
ঘরে আমার্ নানা রতন্, মার্ আমার্ বিভূতি ভূষণ,
অম্বর বিহনে বসন্, বাঘাম্বর হ'য়েছে শুনি!
তুমি তো পাষাণ-রাজ, লোকে মোরে দেয় লাজ—
বলে "সম্বৎসরে আজো, তত্ত্ব না নিলে শেখরি!"

(বর্ত্তমান বৎসরে রচিত—আগমনী)

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়াঠেকা।

এই তো শরতঃ ঋতু আগত হে গিরিরাজ!
আনিতে প্রাণ-নন্দিনী, আর কেন কালব্যাজ?

আশ্বাসি রেখেছ মোরে, শরতে আনিবে মারে;
সে কথায় বিশ্বাস ক'রে, আছি হে ধ'রে ধৈরয! ১।
"মা বাপ" বলিতে যার, থাকে কেহ ত্রিসংসার,
বৎসরান্তে একবার, তত্ব তার—ছি ছি লাজ!
এ তিন ভুবন মাঝ, কে করে আর হেন কাজ?
তাই বলি হে নিলাজ! কর হে যাত্রার সাজ! ২।

(বহু পূর্ব্বে রচিত—আগমনী)

রাগিণী বেহাগ—তাল জলদ তেতালা।

ওহে গিরি! গৌরী আমার, কবে আসিবে?
বিধুমুখে আধ-বোলে মা ব'লে ডাকিবে?
আমারে বঞ্চনা করি, নিত্য বল' যাই শেখরি,
বল না পাষাণ গিরি, আর কত কালে যাবে? ১।
স্বপ্ন দেখি নিশি শেষে, গৌরী আমার মলিন বেশে,
শিয়র-দেশে ব'সে ভাসে নয়ন-জলে!
করুণ-স্বরেতে উমা, কেঁদে বলে "ও মা! ও মা!
ভুলে কি রহিলে আমা—কবে আর আ'স্তে পাঠাবে?" ২।
জান তো জামাতা হর, সদা মত্ত দিগম্বর,
কাহারো বচনে আরো, নাহি পাঠাবে!
ভিকারীর ঘরে দিয়ে, নিশ্চিন্ত আছ বসিয়ে,
রাজার তনয়া হ'য়ে, (তার) চিরদিন কি এম্নি যাবে? ৩।

(বর্ত্তমান বৎসরে রচিত—আগমনী)

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কে এলো অচল-পুরে?
দেখরে, নয়ন জুড়ালো হেরে, দশভুজে দশ দিক্ উজ্জ্বল ক'রে!
বিজলি চমক সম, রূপের ছটা ছুটে!
স্বর্ণাতসী-বর্ণা দেবী, অঙ্গ হ'তে জ্যোতি উঠে! ঝলমল তাহে অলঙ্কারে! ১।

তরুণ অরুণ নিভা, চরণ-কিরণ কিবা,
তায় কি শোভা রক্তজবা, রত্ন নূপূরে!
বিবুধ-রিপু-সংহারে; দশায়ুধ করে;
সব্য পদ সিংহোপরে; বাম পদ মৈষাসুরে—কোকনদ যেন নীল নীরে! ২।
দুই ভিতে সুতা সুত— ভিন্ন রূপ গুণযুত—
জ্যেষ্ঠা কন্যা বামে স্থিত, মুকুট শিরে;
পদ্মভরে; পদ্ম করে; পদ্ম বর্ণ ধরে;
বামে হেলা; চঞ্চলা প্রায় চঞ্চলা জ্ঞান্ হয় গো তারে;
মৃদু হাসি; কিবা বিম্বাধরে! ৩।
দক্ষিণে অন্য নন্দিনী, ধীরা স্থিরা সুবয়ানী;
মণিময় চূড়া-ধারিণী; বীণা-বাদিনী;
শ্বেতাব্জ-দল-বাসিনী; শ্বেতাব্জ বরণী;
মূর্চ্ছনা রাগ রাগিণী, সঙ্গীত, কবিত্ব বাণী, মূর্ত্তি ধ'রে, সেবা করে তারে! ৪।
এক পুত্র গজমুণ্ড, কি প্রচণ্ড শ্বেত শুণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ড তায় লণ্ড ভণ্ড করিতে পারে;
লম্বোদর; কলেবর মণ্ডিত সিন্দূরে;
শঙ্খ, চক্র, গদাম্বুজ, চতুষ্করে শোভা করে; এক দন্ত; বসি মূষা'পরে! ৫।
আর সুত ষড়ানন, সুতরুণ, সুদর্শন;
সুবসন, সুভূষণ, দেহে শোভন;
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, শৌর্য্য, একত্রে মিলন;
কোমল করে ভীষণ খর শর শরাসন; সুবাহন—ময়ূরে বিহরে! ৬।

(বর্ত্তমান বর্ষে রচিত—আগমনী)

রাগিণী যোগীয়া-ভায়রোঁ—তাল জৎ।

মহিষি! দেখ আসি—এই তোমার সেই উমা-শশী!
বর্ষান্তেই আ'জ্ উদয় পুরে, রাকা পূর্ণ (আজিকার ঐ) রাকা পূর্ণমাসী!

মরি কি মাধুরী, আঁখি জুড়ায় হেরি,
আলো করে গিরিপুরী, নাশি তমঃ (ঘুচে গেল) মনের তমঃ রাশি! ১।
সম্বৎসর যায় বিচ্ছেদ-খেদে, কাল কেটেছে কেঁদে কেঁদে,
সেই সাধের ধন লও মা হৃদে, আ'জ মনোসাধে!
"মা মা" ব'লে ডা'কছে উমা, গণাই ডা'কছে "আয় না আই মা!"
ডা'কছে গুহ, বাণী, রমা—মুখে মধুর (মৃদু মৃদু) কিবা মধুর হাসি! ২।
প্রখর শরতের ভানু, ঘেমেছে সব সোণার তনু,
বৃষ-রথ তার দেখে আইনু, তেতে কৃষাণু!
আয় গো তোরা করি ত্বরা, বরণ করি নয়ন-তারা,
ঘরে নে যাই দিয়ে ধারা—সঙ্গে পুর (মিলে আমরা) যত পুর বাসী! ৩।

(বহু পূর্ব্বে রচিত—আগমনী)

রাগিণী মঙ্গল-বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

হারানিধি উমা আমার, আয় মা একবার করি কোলে!
তাপিত প্রাণ জুড়াও মা আমার, শ্রীমুখে ডেকে মা ব'লে!
অভাগী মেনকা আমি, অচল আমার স্বামী,
সবে মাত্র কন্যা তুমি— বৎসরান্তে দেখা দিলে! ১।
কত লোকের কত কথা, শুনে পাই মরমে ব্যথা,
সত্যি ক'রে বল মা তথা— শিবের ঘরে কেমন ছিলে?
জামাই নাকি শ্মশানবাসী, ভস্ম মাখেন দিবা নিশি,
গৃহে তুমি উপবাসী, সদা ভাস নয়ন-জলে? ২।

(বহু পূর্ব্বে রচিত কিন্তু অধুনা পরিবর্দ্ধিত—নবমী)

রাগিণী যোগীয়া-ভায়রোঁ—তাল জৎ।

উমা! আমার কোলে আয় রে—আজিকার দিন বৈ নয় রে!
দুদিন বৈ করিনি কোলে—দুদিন বৈ রাখিনি বুকে,
তৃপ্তি কি তায় (মায়ের প্রাণে) তৃপ্তি কি তায় হয় রে?

কত সাধন্ ক'রে, সম্বৎসর পরে, তোমা ধন্ পেয়েছি ঘরে,
জুড়াইতে (মরি মরি) জুড়া'তে হৃদয়্ রে! ১।
ওমা তোর্ বিচ্ছেদে খেদে, কাল্ কেটেছি কেঁদে কেঁদে ;
হ'লো তাই পাষাণের হৃদে, করুণা উদয়্ রে!
অচল্‌রাজ্ তাই সচল্ হ'য়ে, আপনি কৈলাসে গিয়ে,
আ'ন্‌লে তোরে হিমালয়ে, তুষে মৃত্যু (কত ক'রে) তুষে মৃত্যুঞ্জয়্ রে! ২।
সপ্তমী অষ্টমী নিশি, পোহালাম্ উৎসবে ভাসি,
হেরিতে ও মুখশশী, ছিল না সময়্ রে!
উরিল আ'জ্ কাল্ নবমী, হুতাশে ব্যাকুলা আমি,
প্রভাতে কা'ল্ যাবে তুমি, করি শূন্য (গিরিপুরী) করি শূন্যময়্ রে! ৩।
জানি তুমি মহামায়া—অতীত সব্ মোহ মায়া,
মায়ের্ এ সামান্য মায়া, বাঁধে কি তোমায়্ রে?
প'ড়ে রব শূন্যকায়া, তাই ভেবে মা করিস্ দয়া,
মনে রাখিস্ গো অভয়া, ভুলিস্ নে তোর্ (দয়াময়ি!)
ভুলিস্ নে তোর্ মায়্ রে! ৪।

(বহু বৎসর পূর্ব্বে একদা এক গায়ক-বন্ধু কিঞ্চিৎ আক্ষেপের সহিত বলেন "ত্বরা কর গিরিবর দিবাকরে কর মানা" এই সুন্দর মহড়াটী মাত্র আছে—ইহার আর কিছুই মনে নাই—এই গানটী সম্পূর্ণ করিতে পারেন? মনোমোহন বাবু সেই মহড়া লইয়া নীচের এই অপূর্ব্ব নবমী গানটী বাঁধেন)

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

ত্বরা কর গিরিবর! দিবাকরে কর মানা!
তাহার উদয়ে আমার্ উমাশশী রহিবে না!
তুমি তো অচলপতি, উদয়াচলের প্রতি,
আজ্ঞা দেও যেন সম্প্রতি, দিনপতিকে ছাড়ে না! ১।

তোমার শেখরোপরি, জলধর আছে গিরি,
তারা যদি রহে ঘেরি, তা হ'লেও পূরে বাসনা।
আমি তো অবলা নারী, বল কি করিতে পারি?
করু যাহে রহে গৌরী—গৌরী গেলে বাঁচিব না! ২।

(বর্ত্তমান বৎসরে রচিত—বিজয়া)

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

এই তো উদিত, বিজয়া! কাল্ বিজয়া-কুপ্রভাত!
এখনি যে আ'ন্‌বে নন্দী, সাজা'য়ে সেই বৃষ-রথ!
আনন্দময়ী দর্শনে, তিন্‌টী দিন্ গিরি-ভবনে,
কি আনন্দে নিশি দিনে, পুরীজনে ছিল রত! ১।
ত্রিপুরা এলে এ পুরে, ত্রিপুর উল্লাসে পূরে,
ভূলোকে পুলকে নরে, কি উৎসব্ করে!
মঙ্গলার্ এই আবির্ভাবে, ভবে মঙ্গল্ সবে ভাবে,
এ কথা বুঝালে ভবে, রা'খ্‌তে কি হয়্ না সম্মত? ২।

(অন্য সময়ে রচিত—পুরবাসীর উক্তি-বিজয়া)

রাগিণী রামকেলি—তাল একতালা।

কাল্ বিজয়া আ'জ্ এলো—হায়্ বিজয়া কি হ'লো—ঐ অভয়া চলিল!
সবার্ শূন্যকায়া, দেখেও মহামায়া, না করি দয়া—মায়ের্ মায়াও ভুলিল!
কেমনে, আ'জ্ প্রাণে, পাষাণে, বাঁধিল?
নয়ন্‌জলে, রাণী গলে, তবু বিদায়্ চাহিল!
আলা করি গলা ধরি গৌরী, আধ বোলে মা মা করি, ঐ রে,
(মায়ে) মায়ায়্ মোহিল! ১।
মত্ত প্রায়্, রাণী তায়্; (আর্) কমলায়্, ধর্ বুকে;
চুম্বে ঘন, গজানন, গুহ বাণী শ্রীমুখে!

অম্বর সম্বরে নাহি রাণী, মুখে না নিঃসরে বাণী, হায় রে,
(আহা!) ধৈর্য্য হারালো! ২।
কলেবর, নিরন্তর, থরথর, শিহরে!
এ ভাব্ হেরি, বিনয় করি, বুঝায় গৌরী, কাতরে;—
"কৈলাস্-নাথ্-আদেশে যেতে হ'লো, তোর্ কাছে প্রাণ্ প'ড়ে রৈল, মা গো!"
(এই) ব'লে ভুলালো! ৩।

অষ্টম স্তবক।

বৈষ্ণব ও বাউল-তন্ত্রাদির গান।

কলিকাতাস্থ বহুবাজার-নিবাসী (নেড়া গির্জ্জার পল্লীতে) প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রামকানাই অধিকারী মহাশয়ের ভবনে ঝুলনোৎসব সময়ে প্রতি দিন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে বৃন্দাবন-বিলাস-ব্যঞ্জক নব নব বেশে সাজাইয়া বার দেওয়ানো হয় এবং প্রতি রজনীতেই লীলা-সংক্রান্ত সঙ্গীতাদি নানা উৎসব হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীরামপুর-বাসী মৃত বিহারীলাল দাসের বিশেষ যত্নে মনোমোহন বাবু সেই সঙ্গীতামোদের নিমিত্ত পশ্চাল্লিখিত গান কয়টী রচনা করিয়া দেন। বিগ্রহের যে দিন যে বেশ, সে দিন তদ্বর্ণনামূলক অতি সুন্দর গান হওয়াতে শ্রোতৃবর্গ এতদূর পুলকিত হইয়াছিলেন যে, তৎপরে কেহ কেহ মনোমোহন বাবুর সকাশে আগমন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাবাদ ও আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই।

১

(শ্রীরাধা সুবল সাজিয়া নিকুঞ্জে কৃষ্ণের নিকট আসেন, তদবস্থার গান)

রাগিণী পরজ—তাল একতালা।

নবীন্ রাখাল্ বেশে, কে গো কুঞ্জে এসে, দাঁড়ালো ঐ হেসে, রাখাল্‌রাজার্ পাশে ; রূপে তমঃ নাশে, বিজলী প্রকাশে, সুবল্ দাদার্ সাজ্ সেজেছে ?
কিন্তু এ গোকুলের্ রাখাল্ তো এ নয়্, তা হ'লে কি হেন হেমকান্তি হয়্ ?
শিরে চূড়া ; আবার্ বেণী বিপর্য্যয়্—পীতবাসে পৃষ্ঠে ঢেকেছে ! ১।
বিলোল কুরঙ্গ-নয়ন-যুগল, বিলাসে আবেশে উল্লাসে চপল,
কজ্জলে উজ্জ্বল প্রেমে ছল ছল, রসে ঢল ঢল খেলিছে ! ২।
সুবল্ হ'লে সখি এ ভ্রুভঙ্গী কেন— অভিন্ন অনঙ্গ-শরাসন যেন ?
গরল্-মাখা বাঁকা কটাক্ষ এমন, রাখালে কে কোথা দেখেছে ? ৩।
করী-অরি জিনি মাজাখানি সরু, কি সুচারু উরু যেন রম্ভাতরু !
রাখালে সম্ভবে এ নিতম্ব গুরু ? (আবার্) পদ্মগন্ধ গায় ছুটিছে ! ৪।
বৎস কোলে আছে, হৃদয়্ ঢাকা তায়্ ; পীনোন্নত বুক্ তবু দেখা যায়্—
মেঘের্ আবরণে মেরু কি লুকায়্ ? ভঙ্গীতেই তো ধরা প'ড়েছে ! ৫।
তাই বলি এ ছদ্ম-সুবল্-বেশী রাই ;—নিত্যই নবলীলা ল'য়ে প্রাণ্ কানাই !
(আম্‌রা) নূতন্ যুগল্ রূপ্ হেরে প্রাণ্ জুড়াই—মরি কি মাধুরী হ'য়েছে ! ৬।

২

(কৃষ্ণ রাজবেশ ধারণ করেন—তদবস্থার গান)

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

রাখাল্-সাজ্ আ'জ্ ত্যেজি হরি, রাজবেশ্ ধ'রেছেন্ ভাল !
কালরূপে আরো যেন, কুঞ্জধাম্ আ'জ্ আলো হ'লো !
শিখিপুচ্ছ-চূড়া-স্থলে, কনক কিরীটি ভালে,
দেখি যেন নীলাচলে, নব অরুণ উদিল ! ১।
পীতাম্বর পরিহরি, স্বর্ণ-পরিচ্ছদ পরি,
মণি-সিংহাসনোপরি, বিহরে নব ভূপাল !

বামে কনকবরণী, বিরাজিতা রাধা রাণী—
জলদে যেন দামিনী—হেরে নয়ন মোহিল! ২।
রাজসভা অতুলনা— পূর্ণ-সুধাংশু-বদনা,
চৌদিগে গোপ-অঙ্গনা, নবীনা সখী মণ্ডল!
বাজায়ে মৃদঙ্গ বীণা, জাগায়ে তান মূর্চ্ছনা,
কোকিল-কণ্ঠ ললনা, গায় গীত সুরসাল! ৩।
কুম্‌কুমে চর্চ্চিত অঙ্গ— সুরভি কুসুম সঙ্গ,
গৌরবে গুঞ্জরে ভৃঙ্গ, সৌরভে হ'য়ে আকুল!
শ্যাম-নব-ভূপ দেখি, পুলকে নাচিছে শিখী,
গায় সারীশুক পাখী, কুহরে সুখে কোকিল! ৪।

৩

(কৃষ্ণের কোটাল-বেশ-ধারণ—তদবস্থার গান)

রাগিণী বেহাগ—তাল জলদ তেতালা।

কি দেখি—কি দেখি—অপরূপ একি, সই গো!
কুঞ্জদ্বারে, কে আজি দাঁড়ায়ে, দেখ দেখ ঐ গো!
রাই রাজার্ রাজত্ব আজি সে সফল—
উপযুক্ত দ্বারী—প্রহরী জুটিল—
এমন্ চিকণ্ কালো, ত্রিভঙ্গ কোটাল,
জগতে আর্ আছে কৈ গো? ১।
শিরে পাগ্ বাঁধা, ফেলে মোহন্‌চূড়া;
আজানু লম্বিত অঙ্গে জামা যোড়া;
কটিতে বন্ধনী—প্যাঁচে প্যাঁচে বেড়া;
সেই রাখাল্‌ধড়া আ'জ্ নাই গো! ২।
ত্যেজি মোহন্ বাঁশী, অসি আজি করে;
চিন্‌লেম্ কেবল্ সখি, বাঁকা আঁখি হেরে;—
যে বাঁকা নয়নে মনঃ প্রাণ হরে—
ধৈর্য্য-হারা মোরা হই গো! ৩।

চোরের্ দমন্ কারণ্ দ্বারী রাখে দ্বারে,
এ নিলাজ্ দ্বারী, নিজেই চুরি করে!
চল, ধ'রে তারে, হৃদি-কারাগারে,
বেঁধে রেখে সুখে রই গো! ৪।

নিম্নলিখিত গানটী কাহার জন্য কবে হইয়াছিল, তাহা স্থির হইল না ; বোধ হয়, নগরকীর্ত্তনের গান হইবে।

প্রার্থনা গান।

সেই বাঁকা সাজে, যুগল্রূপ্ দেখাও হে হরি, হৃদয়্ মাঝে!
সাজায়েছি হৃদ্-কুঞ্জধাম্ প্রেম্-সরোজে!
বন্‌ফুলের্ হার্ গেঁথেছি হে, ভাবের্ কুসুমে;
ভক্তি চন্দন্, তুলসী-মন্, দিব হে পদরজে! ১।
রতি মতি ভাব্, সখী ভাবে করিবে উৎসব্;
রসনা কোকিল্ পাখী ছা'ড়্‌বে কৃষ্ণ রব্;
চিন্তা দূতী, চতুর্ অতি, হৃদয়্ নিকুঞ্জে;
প্রাণ্-মধুকর্, চরণ্‌পদ্মে, ঘুরিবে গুঞ্জে;
যেন কালরূপ্ ভাল ক'রে আলো করে মন্;
নিরমল্ অচঞ্চল্ ভাব্, পাই যেন দর্শন্;
হেমাঙ্গিনী কমলিনী; তুমি নীল্‌মণি—
কালিন্দীর্ জলে যেন ফুল্ল কমলিনী!
নবীন নীরদ্ তব শ্রীঅঙ্গ আভা—মানস-লোভা—
বামে রাই দামিনী শোভা—জড়িত নীল্‌কান্তে যেন সুবর্ণ-প্রভা!
(সেই) যুগল্রূপ্ দেখে, কালের্ বুকে, শেল্ যেন বাজে! ২।

নীচের গানটীও ঐরূপ—বোধ হয় কবি-গান।

মহড়া।

কোথায়্ রহিলে শ্যামরায়্?
হ'লে কি দোষে নিরদয়্, দয়াময়্ হে, কেন প্রেমদায়্ দহিলে হে প্রমোদায়্?

হরি, কি করি—শূন্য কুঞ্জ হেরি, হ'লো কিশোরী, শব প্রায়্!
যেন পাগলিনী কমলিনী রাই;
হ'য়ে শ্রীহীনে, মলিনে, প'ড়ে ঐ বিপিনে, বদনে বচন নাই;
বহে শতধার্ নয়নে, ক্ষণে চৈতন্য ক্ষণে বোধশূন্য—মোহ যায়্!

চিতেন।

গোপীর্ তোমা বৈ গুণধাম্, আর্ কে আছে শ্যাম্, অনন্যগতি শ্রীচরণ্!
প্রেমাধিনী, কৃষ্ণ-কাঙালিনী, প্রেম-উন্মাদিনী, গোপীগণ্!
গোপীর্ পুণ্য ব্রত অন্য কিছুই নাই;—
কিবা বিপদে, সম্পদে, সাধে কি বিষাদে, শ্রীপদেই প্রাণ্ জুড়াই!
পদে জীবন যৌবন সঁপেছি সব্; তবে ডুবালে কেন হরি নিরাশায়্?

একদা কলিকাতার কোনো সুবিজ্ঞ ধনী (বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়) মহাশয়ের নিকট নবীনচন্দ্র শিরোমণি কথক মহাশয় নিম্নস্থ গানের মহড়া মাত্র গাইয়াছিলেন—সে গানের আর কিছুই তাঁহার মনে ছিল না। অসম্পূর্ণতা জন্য আক্ষেপ সহকারে মদন বাবু কহেন "ইহা কি সম্পূর্ণ হয় না?" কথক মহাশয় সেই অনুরোধ-ক্রমে মনোমোহন বাবুর নিকট আসিয়া গানটী পশ্চাল্লিখিতরূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইয়া যান।

রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী—তাল ঢিমা তেতালা।

কেন রে এমন হ'লি আ'জ্ নিমাই ধন!—
নদীয়া আঁধার করি, কোথা রে গমন?
কিশোর বয়স তোর, সাজে কি রে এ কঠোর?
কটিতে কৌপীন-ডোর, একি অলক্ষণ—সহে কি মায়ের প্রাণে রহে কি জীবন?১।
ননীর পুতুলি সম, বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ মম,
অকূলে কেমনে তারে দিবি বিসর্জ্জন? হৃদয় বিদরে হেরে সে বিধু-বদন! ২।

লোকলাজ তেয়াগিয়ে, যেন পাগলিনী হ'য়ে,
রাজ্‌পথে লুটায়ে ঐ করিছে রোদন ; বারেক মধুর বোলে কর সম্বোধন। ৩।
ভুলিয়ে মায়েরি মায়া, ত্যেজিয়ে প্রাণেরি জায়া,
রেখে যাবি শূন্যকায়া, হরিয়ে চেতন—সোণার গৌরাঙ্গ বিনা শূন্য নিকেতন! ৪।
অভাগী জননী ডাকে, উত্তর না দিয়ে তাকে,
হরি ব'লে, বাহু তুলে, মুদিয়ে নয়ন! কেন রে চৈতন্য-শূন্য চৈতন্য-রতন? ৫।

বাউলের গান।

(পূর্ব্বোক্ত গায়কপ্রবর বিহারীলাল দাস বাঁধাইয়া লইয়া যান)

তাল ঢিমা তেতালা।

এসে ভবের্ হাটে, ঘোর্ সঙ্কটে, মারা যাই!
বেচা কেনা, দু চা'র্ আনা, কিছুই আমার্ হ'লো নাই!
বোকা পেয়ে দুষ্ট বেণে, জিনিস্ দিলে সব্ ঠকা'নে,
আসল্ নকল্ নাহি চিনে, ধোকায়্ প'ড়ে ঠ'ক্‌লেম্ ভাই! ১।
বেচ্‌তে গেলেম্ হ'য়ে ব্যস্ত, তাতেও আরো ক্ষতিগ্রস্ত,
অবশেষে শূন্যহস্ত— রেস্ত-হীন্ ঘুরে বেড়াই! ২।
ছ বেটা গাঁ'ট্‌কাটা জুটে, যা ছিল তা নিলে লুটে,
পুঁজিপাটা নাইকো মোটে—দেশে যাবায়্ (ভবপারে) যাবার্ সম্বল্ নাই! ৩।
মন্‌মোহনের্ মন্ বুঝে না, দেখে ঠেকেও তো শেখে না,
কুসঙ্গ তবু ছাড়ে না, মায়ার্ বশে (স্ত্রী পুত্রের্ বশে) রয়্ সদাই! ৪।

(১২৯১ সালে আঁড়িয়াদহের সৌখিন বাউলের দলের নিমিত্ত)

তাল একতালা।

হরি নামের্ সারি গেয়ে চল্ বেয়ে!
শুনে, বোম্বেটে যম্ পালিয়ে যাবে—ভয়্ পেয়ে!
রিপুর্ তুফানে কি ডর্? পাকা মাঝি পীতাম্বর্;

পাপীর্ ভরা পার্ করা তার্ পেসা নিরন্তর্!
যদি ভক্তি-দাঁড়্ ভাই টা'ন্‌তে পার, তবে মুক্তিপুর্ যাই পার্ হ'য়ে! ১।
গাঙে মায়ার্ ঘূর্ণিপাক্, ও তায়্ ঘটায়্ ঘোর্ বিপাক্;
লোভের্ বাঁকে কলুষ্-কুমীর্ থাকে লাথে লাখ্!
কিন্তু অভয়্ পদে ঝিঁকে মেরে, মাঝি কাটিয়ে নে যায়্ পাশ্ দিয়ে! ২।
নামের্ পা'ল্ তুলে সুখে, শান্তি-বাতাসের্ মুখে,
মোহ-দহ পারে যাব মনের্ কৌতুকে!
কারে শঙ্কা যাব ডঙ্কা মেরে—ও সেই কালের্ মুখে ছাই দিয়ে! ৩।
হ'লো ভবের্ হাট্ করা, পারে যাবি কে তোরা?
বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'লো, আয়্ তবে ত্বরা!
ও ভাই, এমন্ সুদিন্ আর্ পাবিনে—ভবের্ নেয়ে ডা'কছে দ্যাখ্ চেয়ে! ৪।

(১২৯৩ সালে গোবাগানের সৌখিন বাউলের দলের নিমিত্ত)

তাল সব গানেই একতালা।

১

ভেবে দ্যাখ্ মনে—রবি চিরদিন্ কি এইখানে?
ও তুই কোথায়্ ছিলি, কোথায়্ এলি, মনঃরে,
আবার্ যাবি কোন্ দিন্ কোন্ খানে—যেতে হবে আ'জ্ কা'ল্ কোন্ খানে? ১।
যেমন্ সরাইতে লোক্ লয়্ বাসা, চ'লে যায়্ হ'লে ফর্সা, ভবে তেম্নি তোর্ আসা!
ভুলে সে দশা, তোর্ লম্বা আশা, মনঃরে, যেন ব'সেছিস্ মৌরস্ কিনে! ২।
ছিছি কুতত্ত্বে মন্ মত্ত হ'য়ে, সারার্থ ভুলে গিয়ে, তুচ্ছ পদার্থ পেয়ে;
বিষয়্ অনিত্য বিষ্ নিত্য খেয়ে, মনঃরে, বিষম্ চিত্তরোগ্ আ'নলি টেনে! ৩।

২

কিসের্ জাঁক্ মনে? একবার্ চেয়ে দ্যাখ্ মুখ্ দর্পণে!
মাথায়্ টাক্ প'ড়েছে, পাক্ ধ'রেছে, দেখ্‌ছিস্ নে—
ও তোর্ ডাক্ এয়েছে জা'ন্‌ছিস্‌নে—শমন্ ডাক্ দিয়েছে শুন্‌ছিস্‌নে! ১।

দেখে ইন্দ্রিয়ের্ এই ভগ্নদশা, মগ্ন হয়্ না তোর্ আশা, ঘুচে যায়্ না পিপাসা !
তবু পাপের্ বাসা, মায়ার্ পাশা ভাংছিস্‌নে—হবে শেষ্ কি দশা ভাব্‌ছিস্‌নে।২।
ব'সে নির্জ্জনে মুদিয়ে আঁখি, ঠাওর্ ক'রে দ্যাখ্‌দেখি, ভুগিস্ কিসের্ ঝক্‌ঝকি ?
এসব্ তাল্লুক্ মুলুক্ মিছে হুজুগ্ বুঝ্‌লিনে—তারা কেউ যাবে কি তোর্ সনে ? ৩।

৩

এসে এই ভবের্ মেলায়্, খেলায়্ দিন্ কাটালি !
এ খেলায়্ মায়ার্ ছলায়্ ভেল্কি লাগায়্, ছিছি মন্, তার্ ভোগায়্ ভুলে গেলি !
সে তোরে বোকা পেয়ে, ঠকালে ধোকা দিয়ে, রাং দিলে কাঞ্চন্ নিয়ে,
লাভ্ হ'লো তায়্, ছিছি মন্, লাভ্ হ'লো মনের্ কালী ! ১।
না হ'লো বেচা কেনা, সার্ হ'লো আনাগোনা ; সাধনার্ সাবেক্ দেনা,
তাও মিট্‌লো না ; আবার্ মন্, হাল্ দেনা বাঁধিয়ে গেলি ! ২।
ছিল যা পুঁজিপাটা, লুট্‌লে গাঁ'ট্‌কাটা ছটা, পার্‌ঘাটায়্ ঘ'ট্‌লো ল্যাঠা,
সম্বল্ হারা, ছিছি মন্, পারাণি-হারা হ'লি ! ৩।
এমন্ যে মানব্-জনম্, বুঝ্‌লিনে কি তার্ মরম্, লোভেতে খেলি ধরম্,
লজ্জা শরম্, শেষে মন্ বিষ্ হারিয়ে ঢোঁড়া হ'লি ! ৪।

৪

ও মন্, বৈতে তোর্ পাপের্ বোঝা, আর্ তো পারিনে !
এ ভার্ নৈতে পারে বৈতে ঘাড়ে—সৈতে কে আর্ এক্‌জন্ বিনে ?
সে জন্ বিপদভঞ্জন্, ভক্তের্ হৃদয়রঞ্জন্,
পতিত্‌পাবন্ নাম্‌টী তার্, নামে কাঁপে খোদ্ শমন্ !
পাপীর্ ভরা পার্ করাই কাজ্ তার্—ভোলা মন্ মন্‌রে আমার্—
এমন্ পাকা মাঝি দেখিনে আর্—হা'ল্ বিনা করে গো পার্—
কেবল্ তার্ চরণের্ গুণে ! ১।
সরল্ প্রেমের্ সে প্রেমিক্, ভবের্ ভাবুক্ সেই নাবিক্,
পার্ করে তায়্ ভাব্ যার্ ঠিক, নৈলে বড়ই বেগতিক্ !
পয়্‌সা কড়ি চায়্ না সে মাঝি—ভোলা মন্ মন্‌রে আমার্—
কেবল্ প্রাণ্‌টা ভ'রে ডা'ক্‌লেই রাজি, অমি সে উড়িয়ে ধ্বজি,
নে যায়্ শান্তি-নিকেতনে ! ২।

৫

কিছুতেই হ'লিনে তুই সোজা!

এতকাল্ এত দেখ্‌লি, এত ঠেক্‌লি, ভোলা মন্, তবু রৈলি বোকার্ রাজা!

ভণ্ডামির্ ভড়ঙে তোর্ টান্, করিস্ অসৎকে সৎজ্ঞান্,

কমল্ ফেলে সিমূল্ ফুলে ঢেলে দিস্ তুই প্রাণ্!

কপট্ প্রেম্ দেখায়ে তোরে, বাঁধ্‌ছে যারা করম্-ডোরে,

তুই তাদের্ আদর্ ক'রে, চরণ্ ধ'রে, করিস্ পূজা! ১।

চৌদিগে বাসনার্ বাজার্, আমোদ্ বিকোয়্ তায়্ হাজার্,

বিলাস্ বিবী বাহার্ ক'রে ঘুর্‌ছে তায়্ আবার্!

মাৎসর্য্য-মদের্ দোকানে, আশ্চর্য্য মদ্ সবাই কিনে;

না শুনে নিষেধ্ কাণে, তুই সেখানে, করিস্ মজা—

(পাল্‌টা) তোরে মুই, যতই ফিরুই, ফের্ গিয়ে তুই করিস্ মজা! ২।

৬

উদয়্ হও হে হৃদয়্ মাঝে!

বামে ল'য়ে রাইকিশোরী, দাঁড়াও বাঁকা সাজে—ব্রজের্ তেম্নি বাঁকা সাজে!

তরুণ-অরুণ-নিভা, চরণ-কিরণ কিবা—ও তায়্ নূপূরে কি শোভা!

পদ শতদল্, তাহে পরিমল্, মোহে মত্ত অলিরাজে! সদা! ১।

পৃষ্ঠে পীতবাস ঝুলে, পবন-হিল্লোলে দুলে—মেঘে বিজলী প্রায়্ খেলে!

কি মোহন্ ধড়া, কটিতে বেড়া; বক্ষে ভৃগুপদ্ বিরাজে! কিবা! ২!

গলে দোলে বনমালা; শিরে চূড়া বামে হেলা—শিখিপুচ্ছ তায়্ উজলা!

মধুর্ বাঁশরী, অধরে ধরি, রাধা রাধা ব'লে বাজে! যেন! ৩।

৭

এ সংসার্ মন্ কেবল্ ফক্কিকার্! ও তার্ বাইরে ভড়ং ভেতর্ ছার্!

যেমন্ মাকাল্ ফলের্ বাইরে রাঙা, ভেতর্ দেখ্‌লেই হয়্ ন্যাকার্! (ছি ছি!)

হায়্, তোমার্ তোমার্ যারাই করে, তোমার্ অসময়ে তারাই সরে,

ভুলে যায়্ আগের্ উপকার্!

ও মন্, অন্য কে আর্, মাগ্ ছেলে তোর্ থা'ক্তে চায়্ না আর্!

যদি অপার্য্যেতে ছা'ড়্‌তে নারে, তবু করে মুখ্ আঁধার্! ১।

তুই যাদের্ তরে অকপটে, ক'রে গায়্ রক্ত জল্ মরিস্ খেটে, এই তো মন্ তাদের্ ব্যবহার্! একটু পান্ থেকে চূণ্ খ'স্‌লে পরে নিস্তার্ রয়্‌না আর্!
ছি ছি তাদের্ মায়ায় ভুলে রৈলি—কাজ্ হারালি আপনার্—
(পাল্‌টা) ভুলে তাদের্ মায়ায় একাল্ সেকাল্ পরকাল্ খা'স্ আপনার্! ২।
তোর্ ভাগ্যফলে যদি মিলে, সতী সাধ্বী নারী সুবোধ্ ছেলে, সুধারার্ সকল্ পরিবার্! তবু ক'টা দিন্ বা তোমার্ হ'য়ে থা'ক্‌বে তারা আর্?
হবে দুদিন্ বাদে তফাৎ সবে—সঙ্গে কেউ না যাবে কার্! ৩।
হায়, এরাই তো সব্ কলির্ যন্ত্র, কেমন্ লাগায় যে মোহিনী মন্ত্র, সে তন্ত্র বুঝে উঠা ভার্! যত ভোগের্ লোভের্ মায়ার্ বস্তু ফাঁদ্ কলিরাজার্!
সে যে টোপ্‌টী ফেলে ব'সে আছে, স্যায়্‌না হ'স্‌তো খা'স্‌নে চার্! ৪।
এই বিষয় আশয় টাকা কড়ি, বাড়ী গাড়ি জুড়ি ঘড়ি ছড়ি, তোর্ অধীন্ থা'ক্‌বে ক দিন্ আর্? একটী নিশ্বাসেও যে বিশ্বাস্ নাই শেষ্ খাবি খাবার্!
ও মন্, ইরির্ মধ্যেই ক'রে নে সব্, আসল্ কাজ্ তোর্ যা কর্ব্বার্—
(পাল্‌টা) ইরির্ মধ্যে ক'রে নিতেই হবে, পার্ হবার্ কাজ্ যা কর্ব্বার্! ৫।

৮

মরণ-হরণ অভয়-চরণ কর্ রে স্মরণ—এড়াবি যদি শমন্ ভবন্!
শিবের্ আরাধ্য সে নিধি, হৃদি-পদ্মে বিধি, যোগে নিরবধি, করেন্ সাধন্!
জানিস্‌নে মন্, বিধি নিরবধি করেন্ সাধন্! ১।
আছে, যত আধি ব্যাধি, সবার্ মহৌষধি, সর্ব্ব সিদ্ধি সাধি, পেলে সে ধন্!
চতুর্ব্বর্গ স্বর্গ আদি, হ'ক্‌না কেন বাদী, তিলের্ তরে যদি, পাই দরশন্!
রাঙা চরণ, তিলের্ তরে যদি, পাই দরশন্! ২।
ও মন্, জনম অবধি, সংসার-নীরধি-নীরে নিরবধি, আছিস্ মগন্!
পেলি, সম্ভ্রম উপাধি, ক'রে খোসামুদী, নামে হ'লো ধী ধী, যশের্ ঘোষণ্!
লোকের্ কাছে, নামে হ'লো ধী ধী, যশের্ ঘোষণ্! ৩।
ল'য়ে বিনোদী প্রমোদী, ছিলি মন্ আমোদী, ইন্দ্রিয় জলধি, ক'রে মন্থন্!
এই সব্ বিষয়ের্ ভোগাদি, ক'র্লি যথাবিধি, কিন্তু কি তায় তৃপ্তি, হ'লো ঘটন্?
ভেবে দ্যাখ্ মন্, কভু কি তায় তৃপ্তি, হ'লো ঘটন্! ৪।

ও মন্, তাই তোরে সম্বোধি, তাই তোরে প্রবোধি, তাই তোমার্ বিরোধী,
আমি এমন্! ছি ছি এত অল্প বুদ্ধি, থা'ক্তে নিজ সাধ্যি, হ'তে শত্রুবৃদ্ধি,
দিস্ কি কারণ্? ষড়রিপুর্, হ'তে শক্তি বৃদ্ধি দিস্ কি কারণ্? ৫।
আয়্ মন্, হৃদে দৃঢ় ছাঁদি, বাঁধি সে অনাদি, তরি ভবনদী, জন্মের্ মতন্!
ও তোর্ পায়ে ধ'রে কাঁদি, হ'স্‌নে আর্ বিবাদী, মন্‌মোহন্‌কে আঁদি,
করিস্ নে মন্! কালের্ কাছে, মন্‌মোহন্‌কে আঁদি, করিস্ নে মন্ !৬।

৯

তারে ভুল্‌তে তাই, ননদী, ব'লো না!
সে যে মোর্ মনের্ মতন্, মাণিক্ রতন্, সাত্ রাজার্ ধন্,
তার্ কাছে সাত্ রাজার্ ধন্, কিছুই না!১।
সে যে মোর্ দেহের্ ভূষণ্, কটির্ বসন্, হৃদয়্ তোষণ্, মন্‌মোহন্—
সে যে আমার্ জীবনের্ জীবন্—কৃষ্ণ আমার্ জীবনের্ জীবন্!
কৃষ্ণকায়া, আমি ছায়া, চুম্বক লোহা—আকর্ষণ্ চুম্বক লোহায়্, জান না!২।
কৃষ্ণ মোর্ কেলে সোণা, চাঁদের্ কণা, আমি জোছ্‌না—কিরণ্ তার্!
চাঁদ্ কিরণে রয়্ কি স্বতন্তর্? চাঁদ্ কিরণে হয়্ কি স্বতন্তর্?
কৃষ্ণ তরু, আমি লতা; আছি গাঁথা, সে গাঁথা, জন্মের্ মতন্ বুঝ্‌লে না!৩।
কৃষ্ণ মোর্, জলনিধি, আমি নদী, তায়্ বিরোধী হ'য়ো না—
সাগর্-পথ্ বৈ নদী চলে না! খাল্ বিলের্ পথ্ নদী চলে না!
কৃষ্ণ মণি, আমি ফণী; মাথার্ মণি, হারালে, ভুজঙ্গিনী বাঁ'চ্‌বে না!৪।
কৃষ্ণ মোর্, প্রেমের্ গুরু, কিবা চারু, কল্পদারু তরু প্রায়্—
প্রফুল্ল ফুল্ আমি যেন তায়্! ফুটন্ত ফুল্ আমি গো তায়্ হায়্!
কৃষ্ণ অঞ্জন্, আঁখি-রঞ্জন্; আমি নয়ন্; হয়্ না তাই, আমার্ শোভন্ সে বিনা!৫।
কৃষ্ণ প্রেম্-সরসীর্ জল্, কিবা বিমল্; তায়্ শতদল্—কমল্ রাই—
সে জল্ বৈ আর্ গতি যে তার্ নাই! সে জল্ বৈ আর্ বাঁচবার্ যো তার্ নাই!
কৃষ্ণ যথা, রাধা তথা; ছাড়্‌বার্ কথা, ননদি, তুলে ব্যথা দিও না!৬।

(সতী নাটক হইতে উদ্ধৃত—বাউলের সুরে শান্তিরামের গান)

১

ভবে কুহক্-জালের্ বড়ই ভয়্!
ও ভাই, ঘাই-কাটা দাঁত্ আছেরে যার্, তার্ কেবলি নয়্!
ও ভাই, অগাধ্ জলে, যে মাছ্ চলে, তার্ কি মরণ্ হয়্?
পেলে, চিংড়ি পুঁটী, মায়ার্ কাঁটি, অম্নি বেঁধে লয়্! ১।
ও ভাই, ভোগ্-সাগরে, লোভের্ চারে, যার্ লোভানি হয়্;
সেই তো, ব'ড়্শী ফোঁড়ে, বাঁধা প'ড়ে, নাকাল্ গাঁথা রয়্! ২।

২

হুঁ হুঁ হুঁ, তা না না না, আর্ তো ভয়্ করিনে!
আমি আঁধার্ পথে আর্ ঘুরিনে!
সা রি গা মা পা ধা নি সা, আমি যমের্ ধার্ তো আর্ ধারিনে!
তিড়িক্ তিড়িক্ তিড়িক্, ভবের্ কি ভাই হিড়িক্!
ঘুচ্‌লো যমের্ হিড়িক্, রে ভাই, ঘুচ্‌লো যমের্ হিড়িক্!
এখন্ মরি তো তবু মরিনে!

৩

শা'স্তে! হ'স্‌নে যেন কাপ্!
ভালমা'নুষি-ভড়ং-চাপায়্, ম'র্ব্বি পেয়ে হাঁপ্!
ও ভাই, জলে কুমীর্, ড্যাঙায়্ বাঘ্, কোথা যাইরে বাপ্!
ও তাই, ভজন্-গাছের্ পূজন্-ডাল্, ধ'র্ল্লে'ম্ দিয়ে লাফ্! ১।
(হায়্‌রে) ডাল্ ধ'র্ব্বো কি, ডালে দেখি, ভণ্ড যোগী সাপ্!
সেই, বেত্‌আছ্‌ড়া গায়্ জড়ালে, একি বিষম্ পাপ্! ২।

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সুকবি বিপ্রদাস যে মনসা-পুথি রচনা করিয়াছিলেন, বোধ হয়, প্রচলিত সকল মনসা-পুথি অপেক্ষা তাহা সর্ব্বাংশেই সুন্দর; ছোট জাগুলীয়া গ্রামে বহুকালাবধি সেই পুথি

প্রতিবৎসর শ্রাবণের নাগ-পঞ্চমীর দিন আরম্ভ হইয়া নানা সুরে ও সঙ্গীত সহকারে অষ্টাহ পালামত পঠিত হয়। মনোমোহন বাবু আবাল্য তাহার একজন প্রধান পাঠক। সেই পুথির নিমিত্ত তিনি অনেক নূতন সুর ও গান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। নিম্নে তাহারই কয়টী গান প্রকটিত হইতেছে।

১

রাগিণী বিভাস—তাল ঢিমা তেতালা।

চল, যাই সবে যমুনার্ জলে! *
জলে যদি জুড়ায়্ জ্বালা, ডাক দেখি কৃষ্ণ ব'লে!
চল গো কদম্ব তলে, চল সেই রাসস্থলে,
ভ্রমিব আ'জ্ জলে স্থলে, কাজ্ কি সই থেকে কুলে?

২

রাগিণী রামকেলি—তাল আড়খেম্টা।

কেঁদে বলে বেহুলা—(আমার্ প্রাণনাথ্!)
আমায়্ অনাথিনী ক'রে প্রভু, আগে পলাইলা!
যদি সতী হই, তবে প্রভু না মরিবে;
আমি জলে ভাসি দেখিব গে, কেমন দেব-লীলা!

৩

(চাঁদ রাজার উক্তি-গান—কীর্ত্তনের সুরে)

ওরে আমার্ প্রাণ্‌ধন রতন্‌মণি রে! ওরে আমার্ জীবন্‌ধন যাদুমণি!
কেন রে এমন হ'লে, এ শোক-সাগরে ফেলে, কোথা পলালে?
এতদিনে মনোসাধ পূরাইল কাণী!
হেন পুত্র মরিবে মোর্, স্বপনে না জানি!

---

* প্রতি পয়ারের সময় দোহারগণ কর্ত্তৃক এইরূপ ধুয়া সকল গাওয়া হয়; পাঠক তদবসরে পয়ার পড়িয়া যান।

৪

(রাজরাণী সনকার উক্তি-গান)

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

লখাই! গা তোলো, বাপ্! শুয়ে কেন আ'জ্ ধরাসনে?
মা ব'লে বাপ্ ডাক একবার্, বিধুবদনে—তোমার্ চন্দ্রবদনে!
রাজারে কুবুদ্ধি হ'লো, মনসারে না পূজিল, সর্ব্বনাশ্ বুঝি ঘটিল,
তাই এত দিনে—হায়্ সেই গর্ব্ব কারণে! ১।
ছয় পুত্র কেড়ে নিল, কাঁদিয়ে জীবন গেল; সে শেল বুকে সহিল,
তোমার্ কারণে—হেরে ঐ চন্দ্রাননে! ২।
সে নিধি যদি হরিল—সোণার্ লখাই ছেড়ে গেল—রাখিয়া আর কি ফল,
এ ছার প্রাণে—রে বাপ্! এ পাপ্ জীবনে? ৩।

(১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে আত্মীয় কেহ কেহ তারকেশ্বর গমন করেন—তৎকালের গান)

রাগিণী মুল্‌তানী—তাল একতালা।

যোড় করি হাত্, করি প্রণিপাত্, বাবা তারক্‌নাথ্ তব চরণে!
ওহে দেব বাম্! হ'য়ো না হে বাম্—পূরাও মনস্কাম্—অধীনে!
সিদ্ধি-আশে সিদ্ধি দুধ্ গঙ্গাজল্, সিদ্ধিদাতা-শিরে ঢালিব কেবল্,
অর্পিব চরণে অর্ঘ্য বিল্বদল্, ববম্বম্ রব বদনে! ১।
রোগ শোক পাপ হর মহেশ্বর্, করুণা সাগর্ ওহে গঙ্গাধর্,
আমি, ভজন-পূজন-বিহীন পামর্, তরি যদি তার স্বগুণে! ২।
পুত্র সহ কাশীমণি, যাদম্বিনী, যান্ তব পাশে হ'য়ে উন্মাদিনী,
নিজ দাসী জেনে রক্ষ শূলপাণি, এই ভিক্ষা দেও মনোমোহনে! ৩।

কলিকাতা নগরে মকর-সংক্রান্তির দিন বহু বহু পাঠশালার ছাত্রেরা দলবদ্ধ হইয়া ইংরাজী-ব্যাণ্ড-বাজনা ও নিশানাদি সহিত গঙ্গার স্তব গাইতে গাইতে গঙ্গাস্নানে যায়। নিম্নলিখিত গান

তিনটী সেই উদ্দেশে কাঁশারী পল্লীস্থ বিভিন্ন পাঠশালার নিমিত্ত ১২৯৩ সালে রচিত।

১

রাগিণী বাহার—তাল দোলন।

এ মা, জহ্নু-কন্যা জগৎ মান্যা, তব গুণে ধরা ধন্যা, পতিত পাবনি!
ত্রিপুরারি-জটা হ'তে, ত্রিধারা রূপে ত্রিপথে, ত্রিপুর তারিণি!
করুণাময়ি মা! ত্রিতাপ হারিণি!

২

তাল ঢিমা তেতালা।

ত্বমি গো মা কাল-ভয়-বারিণি—তারিণি!
শমন দমন, কারণ পাবন জীবন রূপিণি!
প্রবল বিমল জল চপল তরঙ্গে, সুরঙ্গে মিলিতাঙ্গ জলনিধি সঙ্গে,
সগর-সন্ততি উদ্ধার প্রসঙ্গে, তারিলে ত্রিলোক হ'য়ে সুরধুনী! ১।
হিমাদ্রি-নন্দিনি সুরবন্দিনি জননি! দ্বিরদ-ঐরাবত-মদ-প্রভঞ্জনি!
সর্ব্বজীবে, মাতঃ! মোক্ষপ্রদায়িনি! স্মরণে মননে ধ্যানে ধন্য প্রাণী! ২।

৩

(তেওট)

তার মা তারিণি!
সুখদা, মোক্ষদা, জ্ঞানদা, ত্বংহি বরদা; ভক্তিপ্রদা, মুক্তিপ্রদা, সুরধুনি!
ভাসি ভবার্ণবে, গো শিবে, কি হবে কিছুই না জানি;
কেবল্, ভরসা চরণ্ তরী, গো জননি! ১।
শুনি পুরাণে কয়্, শমন্ ভয়্ দমন্ হয়্; সর্ব্ব পাপ ক্ষয়্, নাম্ নিলে মা!
আহা মহা পাপী, যত সন্তাপা, স্পর্শে যদ্যপি, তব বিমল্ জল্,
তবে তখনি সশরীরে অমি মুক্ত প্রাণী! ২।
তব নীরে তীরে, সঞ্চরে বিহরে, অথবা যে বাস করে,
যম-কিঙ্করে, রয়্ তার্ অন্তরে, সাধ্য কি স্পর্শিবে তারে?
তোমার্ অসীমা মহিমা মা আমি কিবা জানি? ৩।

(পঞ্চম সওয়ারি)

পঞ্চানন পঞ্চাননে গুণগানে মগন যখন্,
নারায়ণ্ তা করি শ্রবণ্, দ্রব হ'য়ে হ'লেন্ জীবন্,
সেই পাবন্ বারি মা তুমি আপনি! (ও মা ব্রহ্মময়ি!)

(ঝাঁপতাল)

ব্রহ্মা কমণ্ডলু পূরি, রা'খ্‌লেন্ করুণা জীবে করি;
ভবে উরিলে শুভঙ্করি, তরঙ্গ ভঙ্গী ধরি!

(তেওট–মেল্‌তা)

কাল-ভয়-হরা, গো তারা, সারাৎসারা, ত্রিধারা রূপিণি!
দেহি অন্তিমে চরণে স্থান্ ওমা তরঙ্গিণি! ৪।

(নিম্নলিখিত গান দুইটী কি উদ্দেশে কাহার নিমিত্ত রচিত, তাহা স্থির নাই)

১

রাগিণী কেদারা—তাল রূপক।

কালী করাল বদনা; রবি-শশী-বিভূষণা;
করে নর-শির অসি; ষোড়শী লোল-রসনা।
সুধাপানে ঢল ঢল, অট্ট হাসি খল খল,
বিনাশিতে দৈত্য দল; ভৈরবী দিগবসনা!

২

কেন রে নিমাই, তোমার এ বাসনা? এ নবীন্ বয়সে তুমি সন্ন্যাসী হ'য়ো না!
তুমি হবে দণ্ডধারী; এ দুখ কি সৈতে পারি?
মার্ প্রাণে কি গৌর হরি, দিবি এ বেদনা?
হায়্! দেশ বিদেশে ফির্‌বে তুমি ক'রে নাম্ ঘোষণা? ১।

নবম স্তবক।

সামাজিক ও রাজনৈতিক গান।

১

(১২৮০ সালে বারুইপুর-হিন্দুমেলার নিমিত্ত গোবিন্দ অধিকারীর সুরে রচিত)

তাল রূপক।

তাই বলি, বল ভাই, হিন্দুমেলার্ জয় জয়্!
দেশের্ দুর্গতি দেখ চেয়ে, যত সব পুরুষ্ মেয়ে, একি হ'লো হায়্,
ক্রমে বিলাতির্ গোঁড়া হ'লো সমুদয়্! ১।
জুতো কাপড়্ ছাতি, সকল্ বিলাতি, অনেক্ ঘুচেছে খাওয়া বসার্ সাবেক্ রীতি!
আম্‌রা সভ্যতার্ গ্যাদার্ চোটে, হায়্ মরি কদম্ ফুটে, একি হ'লো হায়্!
তবু আপ্‌নাদের্ নিজের্ বস্তু কিছুই নয়্! ২।
তাঁতি কামার্ সবার্, অন্ন মেলা ভার্, করে হাহাকার্,
এ দুখে আর্ কে করে পার্?
ও ভাই, আ'জ্ যদি ইংরেজ্ রাজা, ছেড়ে যায়্ ভারত্ প্রজা, দশা হবে কি?
তখন্ থান্ বিনে লজ্জা শরম্ কিসে রয়্? ৩।
বুদ্ধি তাজা রাখে, হুঁকো তামাকে, হায়্ রে, তা ছেড়ে,
চুরোট্ এখন্ লাগায়্ মুখে!
ঘরে প্রদীপ্‌টী জ্বা'ল্‌তে হ'লে, বিলিতি বা'ক্স খুলে, জ্বা'ল্‌তে হয়্ গো হয়্!
আবার্ বিলিতি ছুঁচ্ সুতো বৈ সেলাই নয়্! ৪।
গেল সকল্ ম'জে, হিন্দুসমাজে, পেয়ে আদেখ্‌লে ভুলিয়ে খেলে ইংরেজ্‌রাজে!
দেখে দুখে তাই মেলার্ ঠাটে, ভাই বন্ধু সবাই জুটে, এস এস হে,
খুলি সুখের্ হাট্, দিশী ঠাট্ যায়্ বজায়্ রয়্! ৫।*

* এস্থলে বলা উচিত ইহার পরবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ "দিনের দিন, সবে দীন" গানটী হরিশ্চন্দ্র নাটকের নিমিত্ত প্রণয়নের পূর্ব্বেও মনোমোহন বাবু বারুইপুরের মেলা স্থলে তদধ্যক্ষ মহাশয়

২

রাগিণী সোহিনী-বাহার—তাল আড়াঠেকা।

মিলন বিনা জীবন, সদত মলিন ছিল।
পাইয়া আনন্দ-মেলা, সে দুখ আজি ঘুচিল॥
ত্যেজিয়ে অনৈক্য-মরু, পাব ঐক্য-কল্পতরু,
তাহে প্রেম-পুষ্প চারু—কিবা মধুময়্;
সুখ-ফল সুধা রসে, রসনারে সদা তোষে;
সে বনে চল উল্লাসে, ভাগ্যে বিধি মিলাইল! ১।
এ মেলা—মিলন্-কাননে, ভ্রমিতে উৎসাহ মনে,
গলাগলি জনে জনে, সবে তাই আসি মিলিল! ২।

৩

(হরিশ্চন্দ্র নাটক হইতে উদ্ধৃত)

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

দিনের দিন্ সবে দীন্, হ'য়ে পরাধীন্!
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ্!
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে, পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'লো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে, লজ্জা-রাহু মুখে লীন্! ১।
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল, যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল, এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন্! ২।
তুঙ্গ দ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে, সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের্ লোকের্ ভাগ্যে খোসা ভুষি শেষে, হায়্ গো রাজা কি কঠিন্! ৩।
তাঁতি কর্ম্মকার্, করে হাহাকার্, সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার্—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায়্ নাকো আর্, হ'লো দেশের্ কি দুর্দ্দিন্! ৪।

গণের অনুরোধে উপস্থিত মতে এই ভাবের ঐ গান প্রথম উদ্ভাবন করেন। পরে সেই ভাবকে আরো সংস্কৃত করিয়া ভাল সুরে ভালরূপে সাজাইয়া নাটকের মধ্যে দেন। আমরাও তন্নিমিত্ত সে গান পরে প্রকটন করিলাম।

আ'জ্ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ্, কলের্ বসন্ বিনা কিসে রবে লাজ্?
ধ'র্ব্বে কি লোক্ তবে দিগম্বরের্ সাজ্—বাকল্, টেনা, ডোর্, কপিন্? ৫।
ছুঁই সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে; দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে;
প্রদীপ্‌টী জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে; কিছুতেই লোক্ নয়্ স্বাধীন্! ৬।

৪

(হরিশ্চন্দ্র নাটক হইতে উদ্ধৃত)

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

নরবর নাগেশ্বর-শাসন কি ভয়ঙ্কর!
দে কর, দে কর, রব নিরন্তর;—করের্ দায়্ অঙ্গ জর জর!
সিন্ধু-বারি যথা শুষে দিনকর, শোণিত শোষণ করে শত কর,
কর-দাহে নর নিকর কাতর, রাজা নয়্ যেন বৈশ্বানর! ১।
ভূমি-কর মাত্র ছিল দেশে কর, কে জানিত এত কর দুখাকর?
কর বিনা রাজা করে না বিচার—ধর্ম্মে নয়, ধনে জয়ী নর! ২।
বাড়ী-ঘর-আলো-শান্তি-জল-কর, স্থল পথে আরো সেতুর উপর,
জলে গেলে তরী ধরে রাজচর; শূন্য বৈ গতি নাহি আরো! ৩।
গো-অশ্ব-শকট-কর বহুতর—পশু, নর, কারো নাহিক নিস্তার!
নীচ কর্ম্মে * খাটে, তাদের্ ধরে কর—নীচাশয়্ এম্নি রাজ্যেশ্বর! ৪।
আয়্-কর শুনে গায়্ আসে জ্বর, অস্থিভেদী রথ্যাকর কি দুষ্কর!
লবণ্‌টুকু খাব, তাতেও লাগে কর!—কত আর কব মুনিবর! ৫।
মাদকতা-কর-ছলে রাজ্যময়, মদ্যের বিপণি নিত্য বৃদ্ধি হয়;
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়!—হাহাকার্ রব নিরন্তর! ৬।

৫

খৃঃ ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের অদ্বিতীয় বন্ধু গবর্ণর জেনারেল মহামতি লর্ডরিপণ বাহাদুর যৎকালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে রাজধানী কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, তখন

* সেই সময়ে বেশ্যা ও মেথরদিগের উপরও কর বসিয়াছিল।

এতদ্দেশবাসী সকল শ্রেণীর সকল লোক মহা ভক্তিযোগে মহা সমারোহে তাঁহাকে শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া ঘোর ঘটায় গবর্ণমেণ্ট হাউসে লইয়া যায়। অভ্যর্থনা-সমিতির কোনো কোনো সভ্য, বিশেষতঃ মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মনো-মোহন বাবুকে যথোপযুক্ত একটী গান রচনা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তখন সময় অতি নিকটবর্ত্তী, সুতরাং দুই এক দণ্ডের মধ্যে রাজবাটীতে বসিয়াই এই নিম্নলিখিত অপূর্ব্ব গানটী রচিত হইয়াছিল। মহারাজা এই গানে এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, কোনো বড় লোক তাঁহার নিকট আসিলেই এই গানটী শুনাইতে অনুরোধ করিতেন। অশীতি জন বাউল লইয়া অভ্য-র্থনা-গানের দল হয়।

(লর্ড রিপণের গুণ কীর্ত্তন—বাউলের সুর)

তাল একতালা।

রিপণের্ গুণের্ কথা, রৈল গাঁথা, জন্মের্ মতন্ হৃদ্‌মাঝারে!
সে গুণের্ নাইকো সীমা, তাঁর্ মহিমা, এক্ মুখে কে ব'ল্‌তে পারে?
দয়াতে জলদ্ যেমন্, জল্ বরিষণ্, সর্ব্বস্থানে সমান্ করে! ১।
বুদ্ধিতে সুরাচার্য্য, কি মাধুর্য্য, ধৈর্য্যগুণে ধরা হারে!
ঔদার্য্য কি আশ্চর্য্য—যত কার্য্য, আর্য্য জাতির শুভ তরে! ২।
লিটনের্ ভাবা-কলে, দাবানলে, কাবুল্ যখন্ জ্ব'লে মরে;
রিপণের্ শান্তি-বারি, তায়্ নিবারি, রক্ষা কৈল লক্ষ নরে! ৩।
নিদারুণ্ আইন্ সূত্রে, সংবাদ্ পত্রে, বাঁ'ধ্‌লে লিটন্ গায়ের্ জোরে;
রিপণ্ সেই বেড়ি কেটে, অকপটে, মুক্ত ক'রে দিলেন্ তারে! ৪।
লিটনের্ জোর্ ডঙ্কায়্, ঘোর্ শঙ্কায়্, ভা'স্‌ছিল সব নিরাশ্-নীরে;
খা'চ্ছিল হাবুডুবু, ভয়ে কাবু—যায়্ বা তরী পাতাল্ পুরে! ৫।
দয়াতে হ'লেন্ রাজি, রিপণ্ মাঝি, সেই বিপাকে হা'ল্‌টী ধ'রে;

করুণা-স্রোতের্ জলে, সুকৌশলে, ধীরে তরী আ’ন্‌লেন্ তীরে! ৬।
চিফ্ জজের্ অধিকার্, কার্ সাধ্য আর্, বাঙালীকে দিতে পারে?
ন্যায়েতে স্বয়ং ধর্ম্ম—এ সুকর্ম্ম, কোন্ ইংরেজে কবে করে! ৭।
ইল্‌বার্ট বিলের্ ছলে, দুষ্ট দলে, কষ্ট দিলে অবিচারে;
তাদের্ সেই পশুবৃত্তি, অপকীর্ত্তি, নিত্যি ভারত্ দগ্ধ করে! ৮।
নীচ্ লোকের্ কটু বচন্, মহৎ যে জন্, কভু কি তা গ্রাহ্য করে?
ভারতের্ হিতের্ তরে, সহ্য ক’রে, দেখালেন্ গুণ্ চরাচরে! ৯।
গবর্ণর্ কত এলেন্, কত গেলেন্; কার্ তরে লোক এত করে?
সালেমের্ কীর্ত্তিধ্বজা, দেখে প্রজা, রিপণ্-গুণে ঝুরে মরে! ১০।
কমা’লেন্ লুনের্ মাশুল্, কীর্ত্তি অতুল্, প্রতুল্ হ’লো চাষার্ ঘরে!
ফ্যানে ফ্যান্ অন্ন উঠায়্, খাবায়্ খাবায়্, লুন্ খেয়ে গুণ্ স্মরণ্ করে! ১১।
সব্ কাজের্ শিরোভূষণ্—আত্ম-শাসন্—রিপণ্ কীর্ত্তি ভুবন্ ভ’রে!
প্রজাদের্ বিনা যত্ন, এমন রত্ন, কোন্ রাজা আর্ দেয় বা কারে? ১২।
স্বদেশে যা’চ্ছো এখন্, ওহে রিপণ্! ভারত্ ভুবন্ শূন্য ক’রে;
দুঃখীদের্ রেখো স্মরণ্, এই নিবেদন্, কোটি নয়ন্ দেখ ঝুরে! ১৩।
তুমি হে আপ্‌নি যেমন্, তেম্নি রতন্, মনের্ মতন্ তোমার্ ঘরে—
শ্রীমতী লেডি রিপণ্—বিধির্ মিলন্—তেম্নি দয়া তাঁর্ অন্তরে! ১৪।
আশীর্ব্বাদ্ করি সবে, সুখে রবে, যশে ধরা যাবে পূরে—
যারা সব্ ঘোর্ বিপক্ষ, ষণ্ডামার্ক, রিষের্ বিষে ম’র্ব্বে জ’রে! ১৫।

৬

বেলগাছিয়ার উদ্যানে যে রজনীতে দেশীয় জনগণ দ্বারা লর্ডরিপণ মহাত্মাকে মহা সমারোহে বিদায়ী-ভোজ দেওয়া হয়, তথায় তাঁহাকে দেশীয় অন্যান্য সঙ্গীতের মধ্যে হাফ্-আখড়াই শুনাইবারও আয়োজন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে বাগবাজারের সৌখিন্ হাফ্-আখড়াই দলের নিমিত্ত মনোমোহন বাবু নিম্নলিখিত গানটী রচনা করেন।

মহড়া।

দেখে বিদায়্-সাজ্, হৃদয়্ বিদরে আ'জ্, জয়্ জয়্ রিপণ্ রাজ্, সবে গাও!

যা'চ্ছো স্বদেশে সুখে যাও, যশোমান্ নিত্য পাও,

নাথ্ হে, দীর্ঘজীবী হও!

এই দুঃখীদের্ রেখো স্মরণ্, ওহে লর্ড্ লেডী রিপণ্!

ঝুরিছে কোটি নয়ন্, দেখে যাও!

চিতেন।

ভারত্ আ'জ্ হ'লো রে শূন্য, প্রাণের্ রিপণ্ ধন্ গমনে!

এমন্ প্রজা-প্রাণ্ প্রতিনিধি প্রভু কভু, আর্ তো দেখি নাই নয়নে!

যখন্ বিনা দোষে, লিটন্ কাবুল্ দেশে, বিনাশে সব্ প্রচণ্ড বেশে;

দিয়ে করুণার্ শান্তি-জল্, নিভালেন্ সে অনল্, সব্ সব্ হে,

হ'লো শত্রুদল্ মিত্র শেষে সন্তোষে!

মুদ্রা-যন্ত্রের্ বন্ধন্ বিমোচন্— যন্ত্রণা— হ'লো নিবারণ্!

দিয়ে আশার্ আত্মশাসন্, অতুল্ কীর্ত্তি রা'খ্‌লেন্ রিপণ্, ভাই রে,

তাঁর্ গুণেই রাজ্‌ভক্তি এখন্, পেলে আবার্ জীবন্!

সব্ কাজেই দয়া তাঁর্, যে দিগে চাও!

৭

(১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে, সাবিত্রী লাইব্রেরির সাম্বৎসরিক সভার নিমিত্ত রচিত)

রাগিণী মুল্‌তানী—তাল একতালা।

কি ছলে, কে এলে, মা ব'লে ডাকিলে, দহিলে বিজাতী স্বরেতে?

চেন চেন করি, চিনিতে না পারি, নিতে শঙ্কা করি কোলেতে!

যে পুত্রের্ তরে চিন্তা নিরবধি, সেই হারানিধি তুমি বাছা যদি,

তবে কেন হেন সমাজ-বিরোধী বেশেতে আইলে দেশেতে! ১।

আমি অভাগিনী ভারত দুখিনী; পরে ঘৃণা করে হেরে পরাধিনী,

সে দুখ না মানি, যদি যাদুমণি, মিলে থাক ভায়ে ভায়েতে! ২।

যবে যাত্রা ক'রে গেলে দেশান্তরে—জ্ঞান্ শিখিবারে, মহাসিন্ধু পারে,

বড় আশা ছিল ফিরে এলে ঘরে, সুখী হব তব গুণেতে! ৩।

সে সাধেতে বাদ্! সাধিলে বিষাদ্—ভ্রাতৃ-সমাজ্ ত্যেজে সাহেব্ হ'তে সাধ্!
পদে পদে তাতে লভ্য পদাঘাত্! তথাপি যাও পদ পূজিতে! ৪।
সজ্জা দেখে তোমার্, লজ্জা পেলেম্ আ'জ্—ফেলে জামাজোড়া এমন্ সোণার্ তাজ্,
গলাসি আর কুর্ত্তি—সেই কি বড় সাজ্—খুচ্‌নীর্ মত টুপি মাথাতে! ৫।
পোষাক্ তুচ্ছ কথা, ভেবোনা বাপ্ মনে—তুচ্ছ হ'তেই উচ্চ মনোবাদ্ আনে,
প্যাকম্ ধরা কাকের্ দশা কে না জানে—পড় নাই কি নীতি-গল্পেতে? ৬।

৮

(১২৯২ সালের ২৮শে বৈশাখে ঐ লাইব্রেরির ষষ্ঠ বাৎসরিক অধিবেশনে গাওয়া হয়)

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

"উন্নতি উন্নতি"—উল্লাস-ভারতী, কেন দিবারাতি বল রে?
কিসের্ উন্নতি? দেশের্ দুর্গতি, দেখে শুনে তবু ভোলো রে!
বটে জলে স্থলে, ভারত-মণ্ডলে; যেন মন্ত্রবলে, ধোঁয়া-যন্ত্র চলে—
একই দিবসে কাশী যাও চ'লে!—তাই কি উল্লাসে গল রে? ১।
চঞ্চলা-দামিনী—বিমান-চারিণী, তব বার্ত্তা বহে আসিয়া অবনী;
এ নব বিভব অদ্ভুত কাহিনী;—তাই কি বিস্ময়ে টল রে? ২।
কিন্তু একবার্ ভেবে দেখ সার্—এত যন্ত্র দেশে, যন্ত্রী কেবা তার্?
স্বত্ব-অধিকার্, তাহে কি তোমার্? মিছা আশা-দোলে দোল রে! ৩।
নদী-সিন্ধু-নীরে, পোত থরে থরে—গর্ভে গুরু ভার্, চলে গর্ব্ব ভরে!
তা দেখে পুলকে ভাব কি অন্তরে, দেশের্ দারিদ্র্য গেল রে? ৪।
কিন্তু রে অবোধ্! সে পোত্ কাহার্? স্বত্ব-অধিকার্, তাহে কিতোমার্?
যাদের্ বাণিজ্য, তাদের্ ব্যাপার্—ব্যাপারী ধবল-দল রে! ৫।
চিনির্ বলদ্ তোমরা কেবল্—কেরাণী, মুহুরী, সর্‌কারের্ দল্!
কাকের্ কি লাভ, পাকিলে শ্রীফল্?—উচ্ছিষ্ট খোসা সম্বল রে! ৬।

৯

খৃঃ ১৮৮৬ সালের প্রথমে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কোনো কোনো প্রসিদ্ধ হিন্দুবংশজ কমিস্যনারদের দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটী

কর্ত্তৃক দুইটী কসাই-কালী স্থাপনের প্রস্তাব হয়। অর্থাৎ সাহেবদের ও মুসলমানদের যেমন "শ্লটার হাউস" নামা কসাইখানা আছে, হিন্দুপল্লী-বাসীদের নিমিত্তও তেম্নি একটা—বাড়ার ভাগ, সেই দুই কসাইখানায় এক একখানি কালী মূর্ত্তি স্থাপন করিবার কল্পনা শুনিয়া অধিকাংশ হিন্দু মহা ভয় পাইয়া সভা ও দরখাস্ত প্রভৃতি উপায়ে তাহা এবং সেই সঙ্গে সহরে ছুট্‌লে কসাই-কালীর দোকান যত ছিল, তৎসমুদয় রহিত করিতে সমর্থ হইয়া সিমুলিয়া ভট্টাচার্য্যের বাগান (যেখানে উহা প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব ছিল) হইতে উক্ত সালের ২৪শে মে অথবা ১২৯৩ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ দিবসে মহা সমারোহে নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির করিয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইহা লইয়া প্রস্তাবক ও রোধক দুই দলে তুমুল কাণ্ড চলিয়াছিল। মনোমোহন বাবু তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত গানটী বাঁধিয়া দেন।

বাউলের সুরে—তাল একতালা।

আয়্ রে ভাই সবাই মিলে, বাহু তুলে, হরি ব'লে নাচি চল!
সহরে কসাই-কালী—জবাই-বলি—চলাচলি যত ছিল;
শ্রীহরির্ কৃপা-বশে, এক্ বাতাসে, তুলার্ মতন্ উড়ে গেল! ১।

যত সব্ ষণ্ডামার্ক, ঘোর্ বিপক্ষ, কুতর্ক জাল্ পেতেছিল;
তারা সেই কসাই-কালী—কলির্ চেলা—চুণ্‌কালী লাভ্ তাইতে হ'লো! ২।

শুভ জন্মদিন্ আ'জ্ মহারাণীর্, নাম্ গেয়ে জয়্-নিশান্ তোলো!
ওরে ভাই, তাঁর্ রাজত্বে, ধর্ম্মের্ পথে, কার্ সাধ্য গোল্ বাঁধায়্ বল? ৩।

ওহে, এই ক'রো দয়াল্ হরি! রাজ্যেশ্বরী কুইন্ মাকে রেখো ভাল!
আর্ যারা হিঁদুর্ ছেলে, যায়্ কুচেলে, তাদের্ মন্ সুপথে চালো! ৪।

১০

১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে ভারত-সভার সাম্বৎসরিক উৎসব উদ্দেশে রাজনৈতিক ক্ষুদ্র নাটক একখানি রচনা করিবার ভার মনোমোহন বাবুর প্রতি অর্পিত হয়; তিনিও তাহা লিখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আরম্ভের পরেই তিনি পীড়িত হইলেন; সুতরাং নাটকখানি হইল না; কেবল তন্মধ্যে সন্নিবেশার্থ যে একটী অনুপম সুদীর্ঘ গান রচনা করিয়াছিলেন— যাহা ভারতবাসী সংবাদ পত্রেও প্রচারিত হইয়াছিল—তাহা এই—

ভিক্টোরিয়া-গীতি।

(ঐ বাউলের সুরে)

কোথায়্ মা ভিক্টোরিয়া, দেখ্ আসিয়া, ইণ্ডিয়া তোর্ চ'ল্‌ছে কেমন্!

(অন্তরা)

ছিল মা সুখের্ রাজ্য, ধরা পূজ্য, আর্য্যধাম্ এই ভারত্ ভুবন্।
বাণিজ্য ধন্ ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য বীর্য্য, আশ্চর্য্য সব্ ছিল তখন্! ১।
তার্ পরে জোর্ প্রভুত্ব, ঘোর্ দৌরাত্ম্য, সত্য বটে ক'র্ত্তো যবন্;
কিন্তু মা এমন্ ক'রে, অন্নের্ তরে, কাঁ'দ্‌তো না লোক্ এখন্ যেমন্! ২।
সে দায়ে ঠেক্‌তো তারা, ধনী যারা—আমীর্ ওম্‌রা জমীদার্‌গণ্;
যারা মা সাধারণ্ লোক্, পেতোনা শোক্, সুখে কা'ট্‌তো তাদের্ জীবন্! ৩।
মা লক্ষ্মী অবতীর্ণ—চিন্তাশূন্য—ধান্য-পূর্ণ থা'ক্তো ভবন্;
কে কখন্ রাজত্ব পায়্, তাদের্ কি দায়্—হ'লেই হ'লো উদর্ পূরণ্! ৪।
ক'র্ত্তো যে লড়াই ঝক্‌ড়া, রাজা রাজ্‌ড়া, রাজ্য নিয়ে হিঁদু যবন্;
না হ'লে ফসল্ নষ্ট, চাষের্ কষ্ট, তাদের্ তাতে দায়্ কি এমন্! ৫।
জা'ন্তো না উকীল্ মোক্তার্, জজ্ ব্যারিষ্টার্, আইন্ কানুন্ রসুন্ শমন্;
ছিল না ছল্ চাতুরী, জুয়াচুরি, পাজুরি ফোর্জরি এমন্! ৬।
প্রবীণ্ লোক্ গাঁয়ে গাঁয়ে, পঞ্চা'ৎ হ'য়ে, বিচার্-দণ্ড ক'র্ত্তো ধারণ্;

নিখর্চ্চায় ঘরে ব'সে, অনায়াসে, মিট্‌তো বিবাদ্ মনের্ মতন্ ! ৭।
এখন্ এই পোড়া দেশে, কপাল্ দোষে, হ'য়েছে সব্ উল্টো ঘটন্—
ছার্‌পোকার্ বিয়েন্ মতন্, নিত্যি নূতন্, আইনে দেশ্ হয়্ জ্বালাতন্ ! ৮।
জেলাতে রন্ মাজিষ্টর্, ইনিস্পেক্টর্, পুলিসের্ চর্ সাক্ষাৎ শমন্ ;
জোরে কেউ হাইটী তুল্লে, গান্‌টী ধ'ল্লে, ঢোল্‌টী পিট্‌লেও করে বন্ধন্ ! ৯।
পেনাল্‌কোড্ কথায় ২ বেত্ লাগায় গায়, ঘানি টানায় গরুর মতন্—
বংশ-মান্ যার্ মা যেমন্, জন্মের্ মতন্, দাগ্ চড়ে তায়—হয়্ না মোচন্ ! ১০।
দেওয়ানি বিচার্ বিক্রী—পেতে ডিক্রী, খর্চ্চাতেই খায় সর্ব্বস্ব ধন্ !
আবার্ তায় রাক্ষস্ আম্‌লা, বাঁ'ধ্‌লে মাম্‌লা, সাম্‌লানো ভার্ ভিটে আপন্ ! ১১।
তাই বলি সোণার্ দেশে, শাসন্ দোষে, ধনে মানে প্রজার্ মরণ্—
একে তো রোগে জরা—ট্যাক্সে মরা—মাম্‌লায় সারা, সারা জীবন্ ! ১২।
দেশে নাই লাঠালাঠি, কাটাকাটি, চোর্ ডাকাতি আগের্ মতন্ ;
শাসক্ জা'ত্ করেন্ গর্ব্ব—"তাঁরা সভ্য !"—তবু পর্ব্ব কেন এমন্ ? ১৩।
ব'ল্‌তে মা শঙ্কা করে—পাছে ধ'রে, জেলে পোরে চোরের্ মতন্ !
কিন্তু মা তোরে ভিন্ন, কারে অন্য, ব'ল্‌বো মোদের্ হিদের্ বেদন্ ? ১৪।
দিশী লুট্ গেছে উঠে, সত্য বটে, তার্ বদলে ইংলিস্ ফ্যাসন্—
অসাড়ে জোঁকের্ মতন্, রক্ত-শোষণ, বিলিতি লুট্ চ'ল্‌ছে এখন্ ! ১৫।
দিশী লুট্ চ'ল্‌তো যখন্, ভুগ্‌তো তখন্, বড় জোর্ তায় বাছা কজন্ ;
বিলিতি জালের্ কাঁটি, কাত্‌লা পুঁটি, সব্ বাঁধে—নাই কারোর্ মোচন্ ! ১৬।
প্রধান্ লুট্ দম্‌কা কলে—যারে বলে, "হোম্-চার্জ্জ"আর্ "কণ্ট্রিবিউসন্ !"
তা ছাড়া যোজন্-যোড়া, লম্বা তোড়া, সাহেব্ পাড়ার্ পেন্সন্ বেতন্ ! ১৭।
ম্যাঞ্চেষ্টার্ ধ'ল্লে আব্‌দার্, কাপড় সুতার্, ডিউটি অম্নি হয় রেমিসন্ !
তাদের্ পেট্ পূরিয়ে তখন্, দেখ্‌ছি এখন্, আয়্-করের্ দায় মোদের্ মরণ্ ! ১৮।
দুঃখী লোক্ নীল্ দাদনে, জোর্ বাঁধনে, ঘোর্ রোদনে কা'ট্‌ছে জীবন্ !
খা'ট্‌ছে মা চার্ বাগানে, আকুল্ প্রাণে, কুলিগণে দাসের্ মতন্ ! ১৯।
ফুর্‌সৎ নাই হাঁফ্ ছা'ড়্‌তে, ঘাম্ মুছ্‌তে, প্যায়্‌দা ফেরে পেছন্ পেছন্ ;
আ মরি ঘড়ি ঘড়ি, মা'চ্ছে ছড়ি, গরু তাড়ায় রাখাল্ যেমন্ ! ২০।

পাঁচ্ টাকা মাস্‌মাইনা, তাও পায়্‌না, জরিমানায়্ অর্দ্ধ হরণ্—
রোজের্ যে কাজ্ নিশানা, অসুর্ বিনা, কেউ পারে না মা'নুষে তেমন্! ২১।
ব'ল্‌তে গা শিউরে উঠে, ঘর্ম্ম ছুটে, পতির্ সাম্‌নেই পত্নী হরণ্!
ক'রে এই ভীষণ্ কাণ্ড, তবু ষণ্ড, পায়্‌না দণ্ড, পাপের্ মর্ত্তন্! ২২।
হাকিম্ তার্ ফ্রেণ্ড ডিয়ার্—হোয়াট্ ফিয়ার্! ডোণ্টো কেয়ার্ ড্যাম্ নিগার্‌গণ্!
স্বজাতি-পক্ষপাতী, বিচার্‌পতি, ধর্ম্মের্ প্রতি অন্ধ-নয়ন্! ২৩।
ডিসিসন্ আগেই ধার্য্য—ফল্‌সো চার্জ্জ—ডিস্‌চার্জ্জ তাই ডিয়ার্ বুল্‌জন্!
বাদিনীর্ সব্ ফিরিবি—বেয়াদুবী—উল্টে তাই তার্ বেড়ি খাটন্! ২৪।
ধলো পার্ লাথির্ চোটে, রক্ত উঠে, কালো আদ্‌মি মরে যখন্,
ব'লে মা পীলে ফাটা, চুকোয়্ ল্যাঠা, সাক্ষী স্বয়ং সিবিল্ সার্জ্জন্! ২৫।
আবার্ মা, কথায় কথায়, ছুতোয় নতায়, গুলি চালায় যখন্ তখন্—
নেটিভ্‌কে পশু জ্ঞানে, ট্রিগার্ টানে, তিলেক্ প্রাণে হয়্ না বেদন্! ২৬।
বিচারে বহ্বারম্ভ, অশ্ব ডিম্ব, দণ্ড পেয়ে হাস্য-বদন্!
খুনের্ প্রুফ্ ধুনে ফেলে, জুরির্ কলে, য়্যাক্সিডেণ্ট হয়্ নিরূপণ্! ২৭।
নয়্ তো হয়্ সাফাই জারি—"টেম্পোরারি ইন্‌স্যানিটির্ ঝোঁকে তখন্,
ছিল সে ইন্সেন্সিবল্—রেস্‌পন্সিবল্, আইন্‌মতে নয়্ তো সে জন্"! ২৮।
অপূর্ব্ব এই বিচারে, জামাই-আদরে, করে তারে ঘরে প্রেরণ্—
সর্‌কারী খর্চ্চায় রঙ্গে, সেবক্ সঙ্গে, দেশে যায় সে রাজার্ মতন্! ২৯।
দিন্ কতক্ ম্যাড্ হাউসে, রেখে শেষে, ছেড়ে দেয়্ তায় দিয়ে পেন্সন্!
এইরূপে ক্রীশ্চ্যান্-ধর্ম্ম—বিচার্-মর্ম্ম—দয়ার্ কর্ম্ম, হয়্ সমাপন্! ৩০।
এক-চ'কো এমন্ কার্য্য, অনিবার্য্য, রাজ্যময়্ মা নিত্য ঘটন্!
আর্ যে মা হয়্‌না সহ্য, রয়্‌না ধৈর্য্য, যে কদর্য্য হ'চ্ছে শাসন্! ৩১।
পক্ষপাত্ জবর্‌দস্তি— লজ্জা নাস্তি— মত্ত হস্তীর্ মতন্ ধরণ্!
মানীর্ মান্ খাম্‌খেয়ালে, পায়ে দলে, ধরা দেখে সরার্ মতন্! ৩২।
এমন্ যে অসামান্য, দয়া পূর্ণ, তোর্ আটান্ন সালের্ ঘোষণ্;
জন্‌কত ষণ্ডা মিলে, খ'ণ্ডে দিলে, স্বজা'ত্-স্বার্থ ক'র্ত্তে সাধন্! ৩৩।
ভেবো না, এই সব্ কীর্ত্তি, ক'চ্ছে নিত্যি, ছুট্‌লে দলের্ বিট্‌লে কজন্।

দেখ্‌তে পাই, তারাই কানাই, তারাই বলাই, তারাই গোঠে চরায়্‌ গোধন্‌!৩৪।
যাঁরা তোর্‌ প্রধান্‌ নায়েব্‌—কর্ত্তা সাহেব্‌—কে দেখ্‌তে পায়্‌ তাঁদের্‌ বদন্‌?
কেবল্‌ মা রিপণ্‌ ছাড়া, তাঁদের্‌ সাড়া, কখনই মা পাইনি তেমন্‌! ৩৫।
তাই বলি, রাজ্যের্‌ মাথা, হ'য়ে হেথা, আসেন্‌ যাঁরা ক'র্ত্তে পালন্‌,
কৈতে মা তাঁদের্‌ কথা, পাই গো ব্যথা, মুণ্ড মাথা যেরূপ্‌ শাসন্‌! ৩৬।
কেবল্‌ মা স্বার্থপোরা, সুখের্‌ পায়্‌রা!—সখের্‌ ফয়্‌রা তাঁদের্‌ জীবন্‌!
ক'ল্‌কাতার্‌ নামে ত্যক্ত, পাহাড়্‌-ভক্ত—প্রজার্‌ দুখ্‌ আর্‌ দেখ্‌বেন্‌ কখন্‌?৩৭।
একটু যেই গর্ম্মি ফুটে, অগ্নি ছুটে, সবাই জুটে সিম্‌লে গমন্‌;
সঙ্গে লোক্‌ হাজার্‌ হাজার্‌, উর্দ্দু বাজার্‌, ব্যাপার্‌ যেন বাদ্‌শার্‌ মতন্‌! ৩৮।
প্রজাদের্‌ রক্ত শুষে, রঙ্গ রসে, ঘোর্‌ বিলাসে তথায়্‌ মগন্‌!
এদিগে "দে কর্‌, দে কর্‌" রব্‌ ভয়ঙ্কর্‌, কন্‌ নিরন্তর্‌, কলেক্টর্‌গণ্‌! ৩৯।
অষ্ট মাস্‌ কৃষ্ণ-লীলায়্‌—রসের্‌ খেলায়্‌—সিম্‌লে যেন শ্রীবৃন্দাবন্‌!
সঙ্গে সব্‌ বিড়ালাক্ষী, ধবল্‌-মুখী, রাস্‌-লীলায়্‌ মন্‌ করেন্‌ হরণ্‌! ৪০।
অপূর্ব্ব কুঞ্জকানন্‌ বিহার্‌-ভবন্‌—মর্ত্ত্যে যেন ইন্দ্র ভুবন্‌;
বঁধুয়া বধূ সনে, মধু পানে, নিধুবনে, মধুর্‌ মিলন্‌! ৪১।
হর্স-রেস্‌, ক্রিকেট্‌ খেলা, দিনের্‌ বেলা; নাট্‌মন্দিরে নিশি যাপন্‌!
ফুঁড়ে এই রং তামাসা, আর্‌ কোয়াশা, উঠ্‌তে পার্‌ না মোদের্‌ রোদন্‌!৪২।
উঠ্‌লেই বা কি ছাই হবে—কে তা শুন্‌বে? শোন্‌বারি বা ফুর্সৎ কখন্‌?
যদিই বা পান্‌ ফুর্সৎ, সকল্‌ হজ্‌রৎ, রুস্‌-কেরামৎ দেখেন্‌ স্বপন্‌! ৪৩।
রুস্‌ যেন ক'রে হোর্ম্মৎ, লোক্‌ জমায়ৎ, হিমাবত্‌ পার্‌ আ'স্‌ছে তখন্‌;
এই ভাবে সোর্‌ সরাবৎ, জোর্‌ জরাবৎ, হয়্‌ তরিবৎ—ফৌজের্‌ চালন্‌!*৪৪।
যদ্দিন্‌ এই মহা-প্রস্থান্‌—সিম্‌লা-পয়ান্‌—সঙ্গে সৈনিক্‌-আফিসার্‌গণ্‌,
তদ্দিন্‌ মা, রুসের্‌ জন্যে, তাঁরা হ'য়ে—হাইড্রোফোবির্‌ রোগীর্‌ মতন্‌! ৪৫।
সেই রোগে উঠে ঝোঁকে, থেকে থেকে, আফ্‌গানিস্থান্‌ হয়্‌ আক্রমণ্‌!
বৈজ্ঞানিক্‌ সীমানার্‌ ভান্‌, কান্দাহার্‌ চান্‌, হিরাট্‌ পক্ষেও বিরাট্‌ মনন্‌!৪৬।

* গানের রচনা কালে রুস্‌-গোল অত্যন্ত বেশী—ফৌজ চালনা পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

তারা নয়্ জোর্-কাঙালী—ক্ষীণ্ বাঙালী—নীচ্ উমিচাঁদ্ কুত্তার্ মতন্!
তারা সব্ বীরের্ বাচ্ছা—স্বাধীন্ সাঁচ্চা—হয়্ না তথায়্ দন্ত স্ফুটন্! ৪৭।
কিন্তু মা, সেই হিড়িকে, লাখে লাখে, ধনে প্রাণে প্রজার্ পতন্!
সে কথা ভা'ব্বে বা কে?—ওদিগে যে, রিওয়ার্ড আর্ পান্ প্রোমোসন্! ৪৮।
মাগো আর্ কত ব'ল্বো, কোন্ দিগ্ ধ'র্ব্বো—যেটী তুল্বো সেইটীই ভীষণ্!
বণিক্দল্ লেলিয়ে দিলে, বর্ম্মা নিলে, খর্চ্চা জোগায়্ অভাগাগণ্! ৪৯।
ধর্ম্ম নাই বুঝ্লেম্ ধরায়্, নৈলে কি হায়্, ভক্তের্ মর্ম্ম পোড়ায়্ এমন্!
আম্রা মা শান্ত শিষ্ট—অল্পে তুষ্ট—অদৃষ্টে তাই কষ্ট লিখন্! ৫০।
যারা মা দ্রোহী দুষ্ট, ঘোর্ অশিষ্ট, স্পষ্ট দেখায়্ রুষ্ট বদন্;
ক'র্ত্তে তায়্ অসন্তুষ্ট, দিতে কষ্ট, সাহস্ পায়্ না শাসকের্ মন্! ৫১।
তোরে মা ভোগা দিয়ে, শুনায়্ গিয়ে, "রেল্ওয়ে আর্ শান্তি-স্থাপন্;
বিদ্যালয়্; কল্; কার্খানা; ব্যব্সা নানা; তাইতে ভারত্ স্বর্গের্ মতন্"! ৫২।
"ভারতের্ খুব্ উন্নতি!"—এই ভারতি, নিতি নিতি করায়্ শ্রবণ্;
কিন্তু সেই কল্ কার্খানার্, কে মালিক্দার্? তাই কেন মা কর্না স্মরণ্! ৫৩।
পঙ্গপাল্ শ্বেত্ পুরুষে, হেথায়্ এসে, গ্রাসে দেশের্ সকল্ সার্ ধন্;
প'ড়ে রয়্ যে খোসা ভূষি—আগ্ড়া ঘাসি—তাই খেয়ে রয়্ মোদের্ জীবন্! ৫৪।
হয়্ কি নয়্ সত্য কথা, এসে হেথা, এক্বার্ কর্ মা নিজে দর্শন্;
নয়্ তো কেউ তোর্ বিশ্বাসী, দেখুক্ আসি, গুপ্তভাবে ক'রে ভ্রমণ্! ৫৫।
"কমিস্যন্" বসা'স্নে মা!—তায়্ কাঁপে গা!—লোক্ ভুলাবার্ ফাঁদ্ কমিস্যন্!
আম্রা তোর্ দুঃখী সন্তান্, কর্ পরিত্রাণ্, অভয়্ দে মা ধরি চরণ্! ৫৬।

১১

(১২৯৩ সালের পৌষ মাসের বীণায় প্রকাশিত হইয়াছিল—মধু কা'নের "কে সে ভুবন্মোহিনী—রমণী-মণি" এই সুরে)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

হায়্! দেশের্ হ'লো কি?—সব্ দেখি মেকি!
প্রবল্ ধলোর্ নকল শিখে, দুর্ব্বল্ কালোর্ বুজ্রুকি!

সেই, কালোর্ গায়্ ধলোর্ পোষাকে, ময়ূর্-পাখ্ যেন দাঁড়্-কাকে!
সেই, বিট্কেল্ জন্তু দেখে তাকে, বিজ্ঞলোকে হয়্ দুখী! ১।
দেখে, কেউ বা হাসে, কেউ বা দোষে, কেউ রোষে দেয় গালি!
ঘৃণায়্, কেউ বা ভাষে "মরণ্ আর্ কি"—কেউ বা দেয়্ হাত্তালি!
ও তার্, হাজার্ গুণ্ থা'ক্, তবু লোকের্ যায়্ না মনের্ কালী!
কালো পৈতৃক্-দলে এই তো গতিক্, ধলো পাড়াতেও ততোধিক্,
"ইম্পুডেণ্ট ড্যাম্ নিগার্ নিক্—কিক্ হিম্ আউট্" কয়্ রুকি! ২।
এখন্, "ন্যাসন্যাল্টি" আর্ "লিবার্টি", কথায়্ কথায়্ কয়্!
কিন্তু কাজের্ বেলা বিজাতী চা'ল্—স্বজা'ত্ ঠেলা রয়্!
যাদের্ নকল্ করে, তাদের্ ঘরে এমন্ কি কেউ সয়্?
তোদের্! নেসন্ কৈ তার্ ন্যাসন্যাল্টি!—তোরাই তো মজালি ঘরটী—
ভ্যাজাল্ দে খাঁটিকে মাটি, ক'ল্লি রে ঘরের্ ঢেঁকি! ৩।
রাজ্যে, রাজকীয় লিবার্টি খাঁটি, পাবার্ জো তো নাই!
কাজেই, সখ্টী তার্ মিটাবার্ পথ্টী, ঘরেই করা চাই!
অন্তে সবে না হাঁপ্, গরিব্ মা বাপ্, আছে ফেল্তে ছাই!
ও তাই, বুড়ো বাপ্ মার্ বুকে ঘাড়ে, লিবার্টির্ নিশান্টী গাড়ে!
তাদের্ সাধ্য নাই যে ঘাড়্টী নাড়ে—স্নেহে হায়্ বাঁধা টিকি! ৪।
সে তো, লিবার্টি নয়্, লাইসেন্স ঘোর্, আর্ নেমক্হারামি!
আসল্ স্বেচ্ছাচার্, অত্যাচার্ সে সব্—ভণ্ডামি, ষণ্ডামি!
মা বাপ্ মর্ম্মে দহে, তবু সহে, কহে, "বাছার্ এ পাগ্লামি!"
একবার্, ভাবে না কার্ অপার্ স্নেহে, মানুষ্ হ'লো রৈল দেহে;
সেই মা বাপ্কে হায়্ কি মোহে, (জ্যান্তে) দহে নব্য পাতকী! ৫।
এখন্, গুরুলোক্কে গরু ভাবে, সমাজ্-ঘুঘু যারা!
ছুটো, বক্তিতা ক'রেই ভাবে, (দেশের্) গ্যারিব্যাল্ডি তারা!
ধরে, নাম্ পেট্রিয়ট্, কাজে প্যারট্, পেটে স্বার্থ পোরা!
বাহ্য সভ্যতার্ মত্ততায়্ মাতি, বিদ্যার্ গ্যাদায়্ ফুলিয়ে ছাতি,
কোলা ব্যাং যায়্ হ'তে হাতী, চাঁদ্ হ'তে চায়্ জোনাকি! ৬।

আবার্, সমাজ্-শোধন্ আস্থা যাদের্, (তাদের্) গতিক্ বাতিক্ প্রায়্—
কেবল্, অস্বাভাবিক্ নূতন্ এনে, (সাবেক্) সব্ ঘুচাতে চায়্!
ফাঁপা উন্নতির্ দাস্, ভড়ংবিলাস্, (নিরেট্) দলে না মিশ্ খায়্!
দলে, জোটায়্ তাই সব অপোগণ্ড, (তথায়্) জ্যেঠা হয়্ তারা প্রচণ্ড,
তাদের্ ভবিষ্যৎ হায়্ ক'চ্ছে পণ্ড, (শিখে) ছুঁচড়্পাকা চালাকি!৭।
দেখ্‌ছি ভালর্ মধ্যে ইন্দ্রিয়-দোষ্, নাইকো আর্ তেমন্;
এখন্, সত্য কথা কয়্ অনেকে; জ্ঞান্-প্রচারেও দেয়্ মন্;
আর্ ঐ কেঁউ-বনে আক্ জ'ন্মে কজন্, ক'চ্ছে'ও হিত্ সাধন্।
যদি, না ঝুকে নকলের্ ঝোঁকে, ভাল মন্দ তলিয়ে দেখে,
আর্, ভড়ঙের্ রং গায়্ না মাখে, (তবেই) জন্মভূমি হয়্ সুখী! ৮।
সর্ব্ব শুভঘাতক্ মাদক্ পাতক্, (যদি) তার্ সাধক্ না হয়্;
গুরুজনের্ অধীন্, পরাধীন্ নয়্, (এইটী) বুঝে বশে রয়্;
রিপুর্ অধীন্ থাকাই অধীনতা, (যদি) তারে করে জয়্;
আর্, বাক্য ছেড়ে ঐক্য ভরে, (যদি) জন্মভূমির্ কর্ম্ম করে;
দ্বেষ্ ছাড়ে দেশ্-হিতের্ তরে; (আহা!) তবেই তো গোল্ যায়্ চুকি!৯।

দশম স্তবক।

টপ্পাদি বিবিধ গান।

টপ্পা।

১

রাগিণী সুরট-মোল্লার—তাল মধ্যমান।

ওলো, তোরে না দেখি রে যতক্ষণ্; নয়ন কাতর অতি—মন উচাটন্!
যতন্ হ'তেই যাতনা হয়্, প্রেমিক্ লোকে এই তো কয়্,
তোর্ অযত্নেও মোর্ প্রেমোদয়্—একি অকারণ্! ১।

আসিবার্ কালে কোনো জন্,   যদি রে করে সম্ভাষণ্,
শত বজ্র হয় যেন শিরেতে পতন্ !
কি জানি কি মন্ত্র-গুণে,   বেঁধেছ আমার প্রাণে,
কোনো বাধা নাহি মানে—(দীপে) পতঙ্গ যেমন্ ! ২।

২

রাগিণী কাফি-সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

শরদিন্দু-সরসী-বয়ান্ ! ওরে প্রাণ্ ! তোজ অভিমান্ !
কমলিনী হ'য়ে তব কোমলতা কোথা রে প্রাণ্ ?
যদি থাকি অপরাধী,   দণ্ড দেহ যথা বিধি—
হৃদি-দুর্গে রাখ বাঁধি,   চাপায়ে বুকে পাষাণ্ !

৩

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

তোমার্ এ দোষ্ নয়্ রে, তোমার্ বয়সের্ দোষ্ বুঝ্‌লেম্ মনে !
অকারণে, মিছে মানে,   অভিরোষ্ তাই ক্ষণে ক্ষণে !
কলিকা ঝরিবে যবে,   প্রণয় শিখিবে তবে,
অনুরাগে বশে রবে—   মিশিবে তুষিবে প্রাণে ! ১।
তরুণ্ কালে তরুলতা,   তরুতে কি হয়্ সংগতা ?
বাড়িলে এত জড়িতা,   ছাড়ে না তারে জীবনে ! ২।

৪

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

এই কি তোমার্, উচিত বিচার্, আশ্রিত নিজ অধীনে ?
তৃষিত জনে বঞ্চিত করিবে কোন্ প্রাণে ?
প্রবাসী এলো নিবাসে,   সরস মিলন আশে,
নিরাশ করিলে দাসে,   বিরস বিধানে ! ১।
অলি ঝঙ্কারিলে পাশে,   নলিনী কি নিরুল্লাসে,
বদন ঝাঁপিয়া বাসে,   রয়্ অভিমানে ?

দেখনি তখনি হাসে, কত সুখ রসে ভাসে,
হৃদয়ে রাখি সন্তোষে, তোষে মধুদানে! ২।

৫

রাগিণী মিশ্র-ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

আরো কি তোমারে আমি সাধিব ক'রেছ মনে?
মরমে দহিব তবু, প্রকাশিব না বচনে!
না করিব মনান্তর, কিন্তু রব স্বতন্তর—
নয়নে হ'য়ে অন্তর—অন্তরে ওরূপ ধ্যানে! ১।
অন্তর্ হ'তে করি অন্তর্, সাধ্য নাই বিনা দেহান্তর্!
তবু রহিতে স্থানান্তর্, নিরন্তর্ শেখাব প্রাণে! ২।

৬

রাগিণী মুলতানী—তাল আড়াঠেকা।

মিছে মানে ম'জে—
ও তার্, মিছে দোষে, মিছে রোষে, না বুঝে মানিনী সেজে!
তারে করিয়ে বিমুখ, পেতেছি যে দুখ, অসহ্য যাতনা সে যে! ১।
সই! বিধিমতে সাধি মোরে, তথাপি বিরূপ হেরে,
আহা! গেল যবে ফিরি, কি মালিন্য মরি, হেরিলাম্ মুখ-সরোজে! ২।
হায়্! হৃদয়্ কত নিষেধিল, হৃদয়ে নিতে কহিল;
মন্, দুরাশায়্ মাতিল, লুটাতে চাহিল, পদরজে হৃদয়্-রাজে! ৩।

৭

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

প্রিয়ে! কি হ'লো আমায়্, প্রেমদায়্, প্রাণ্ যে যায়্, কিসে হায়্,
তাই, বুঝাই তোমায়্?
যখনি তোমায়্ নিরখি, বিধুমুখি, মম আঁখি, পলক না চায়্—
(পাল্টা) তিলের্ তরে, পলক-পতন নাহি চায়্! ১।
যে ভাব-প্রভাব এ হৃদে উদ্ভব, সে ভাব সম্ভব কোমল্ প্রাণেও তব!

তবে কেন অন্য ভাব, মিছে ভাবো, মনোভব, পরাভব যায়্—
(পাল্‌টা) ভাবান্তর ভেবে, সেই প্রেম-দেব, পরাভব যায়্! ২।

৮

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

এত ক'রে মন্ জোগালাম্, মন্ পেলাম্ না তোমার্, প্রিয়ে!
কিছুতেই সুখ্ হয়্ না আমার্—ঐ খেদে বিদরে হিয়ে!
"ভরায়্ মেনে—সরায়্ শোধা"—বাঁ'চ্‌তেম্ পেলেও আশার্ আধা!
ভেলা রা'খ্‌লে হৃদয়্ শাদা—প্রেমের্ আঁক্ মুছে ফেলিয়ে!

৯

রাগিণী টড়ী-ভৈরবী—তাল জৎ।

তথাপি অসুখী দেখি, কি লাগি বিধুমুখি?—কেন লো বিধুমুখি?
সঁপেছি তো মনঃপ্রাণ, দিতে বাকী আছে কি?
(পাল্‌টা) তোমায়্ প্রিয়ে, দিতে আরো বাকী কি?
অনুগত জন মত, কাছে কাছে তো থাকি;
না বলিতে বুঝে চিতে, ইঙ্গিতে মন রাখি—
(পাল্‌টা) সদাই প্রিয়ে, প্রাণ্‌পণে তো মন্ রাখি! ১।
না বুঝে দোষ্ ক'রে যদি হ'য়ে থাকি পাতকী;
এ পাপের্ যা প্রায়শ্চিত্ত, ক'র্ব্বে তা প্রেম্‌ঘাতকী—
(পাল্‌টা) প্রিয়ে, এই কলঙ্কী প্রেম্‌ঘাতকী! ২।
আর্ যদি এ দগ্ধ বদন্, দেখ্‌লে এখন্ হও দুখী;
আভাস্ পেলে, নিবাস্ ফেলে, চ'লে যাই গায়্ ছাই মাখি—
(পাল্‌টা) তীর্থে তীর্থে, বিভূতি অঙ্গে মাখি! ৩।

১০

রাগিণী সিন্দূরা—তাল ধামাল।

দহিল দহিল সখি রে! আর না সহে!
এ দাহ সমান্ কিছু নহে!
পর কি আপন হয়?—চিরকাল পর রয়—নহিলে বিরহে কেন দহে?

১১

রাগিণী আশা-ভৈরবী—তাল পোস্তা।

অসার সংসারে সার্, কি আছে আর্ প্রেম্ বিনা ?
কি নিধি গ'ড়েছে বিধি, তুলনা তার্ আর্ দেখি না !
সুখময় আর্ যত বস্তু, এর্ কাছে সিদ্ধি রস্তু !
গোছে গাছে শুভমস্তু (মুখে তারা শুভমস্তু), বলে তা কাজে ফলে না ! ১।
ভক্তি শ্রদ্ধা দয়া বৃত্তি, করুণা স্নেহের স্ফূর্ত্তি,
{ সকলি প্রেমেরি কীর্ত্তি (নাম্ ভেদে সব্ প্রেমের্ কীর্ত্তি)—
সেনানী প্রেম্, তারা সেনা ! ২।
ভাক্ত প্রেম্ সে অপবিত্র—স্বার্থময় আসক্তি মাত্র !
আত্মত্যাগ্ (স্বার্থ-ত্যাগ্) যার্ না হয়্ যোত্র, সে সুধার্ পাত্র সে হয়্ না ! ৩।

১২

(নীচের গানটী প্রকৃত টপ্পা না হইলেও প্রায় সেই ধাতুর গান বলিয়া এখানে স্থান পাইল)

রাগিণী ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—তাল খেম্‌টা।

আমার্ প্রাণ্-বঁধু সই মত্ত সুধু কুল্-ঝরা-ফুল্-কুলের্ মধু-পানে !
লোকে আদর্ ক'রে দুকাণ্-কাটা ফ্যান্-চাটা কয়্ তাই শুনে !
খাঁটি প্রেম্-মধু ফেলে, উড়ে বেড়ান্ ক্যা-ফুলে—কপট্ সৌরভে ভুলে !
এই মর্ম্ম-পোড়ায়্ জন্ম গেল, ধর্ম্ম ভেবে সই প্রাণে ! ১।
জ'রে, কুতেষ্ণা-জ্বরে ; ফেরে, কুচেষ্টা ক'রে ; হেরে বিতেষ্ণা ধরে !
ও তাই, শেষ্‌টা এখন্, চেষ্টা মনে, দেশ্‌টা ছেড়ে যাই বনে ! ২।

বিবিধ ধাতুর গান।

(অতি তরুণ বয়সে কোনো বন্ধুর ঘরের সত্য ঘটনা লইয়া পরিহাসচ্ছলে রচিত)

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

যদি, দাসীর্ প্রতি প্রাণনাথ, থাক হে সদয়্ ;
দু এক্ টাকা আমায়্ আ'জ্, দিতে হবে রসময়্ !

যতেক সঙ্গিনী মিলে, চড়ি-ভাতি ক'র্ব্বে বলে;
চাঁদা তাতে নাহি দিলে, বল হে নাথ্ কেমন্ হয়্? ১।
ভাবি যেন ছেলে খেলা, ক'রো না নাথ্ অবহেলা;
তোমা বিনা এ অবলার্, বল কে আর্ আবদার্ সয়্? ২।

(নীচের গান দুইটী প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে হাজারিবাগে কবির অবস্থান কালে রচিত; তথায় বাঙ্গালীর খাদ্যোপযুক্ত মৎস্য তরকারীর অপ্রতুল; তথাপি ব্রাহ্মণ হরবাবু নানা স্থান হইতে দ্রব্যাদি আনাইয়া কবিবরের ইচ্ছানুরূপ ব্যঞ্জনাদি করাতে এবং অতি উৎকৃষ্ট পাক হওয়াতে আচমন কালেই গান বাঁধা ও গাওয়া হয়)

১

রাগিণী সিন্ধু—তাল খেম্‌টা।

হর বাবুর্ ঘরে গিয়ে প্রসাদ্ পেয়ে তুষ্ট হ'লেম্—
এই, হাজা দেশে, দেশের্ মতন্, নানা রসের্ খানা খেলেম্!
শুক্তকে কে তিক্ত বলে— এমন মিষ্ট নিমের্ ঝোলে!
সুধামাখা কলা-ফুলের্ ঘণ্ট খেয়ে প্রাণ্ জুড়ালেম্! ১।
অরহর্ ডা'ল্ ডা'লের্ রাজা; শাকের্ ঘণ্ট আলু ভাজা;
খেতে সাধ্ যায়্ ফেলে থাজা! পেঁপের্ ডান্‌লায়্ মজা পেলেম্! ২।
ত্যাগ্ ক'রে ভাই মৎস্য অম্বল্, আপ্‌শোষেতে ম'লেম্ কেবল্;
পরের্ মুখে ঝাল্ খেয়ে তাই, লাল্ ফেলে থাল্ ভাসিয়ে দিলেম্! ৩।
কবি কহে ধন্য ধন্য— সুধা সম পরমান্ন!
রাঁধুনী নহেন্ সামান্য, চরণে তাঁর্ প্রণাম্ হ'লেম্! ৪।

২

রূপচাঁদ পক্ষীর সুর (সিন্ধু)—তাল পোস্তা।

হাজারিবাগেতে যত বাবু ভাই;
এঁরা সখের্ বাবু, সুখের্ পায়্‌রা—ফাঁকে ফাঁকে আমোদ্ চাই!
সখের্ মধ্যে তাসের্ খেলা, হাত্ চলে খুব্ পাশের্ বেলা!
খেঁড়ে খেঁড়ে নয়ন্ ঠারা! দেখে লাজ্ পাই, কাজ্ কামাই! ১।

(পিট্) গোন্‌বার বেলা ঠিক্ পাঠ্‌শালা—ফোঁটায় ফোঁটায় আঙুল্ ফেলা!
নথ্-পরা আর্ কাছা-খোলা, হ'লেই জ্বালা থা'ক্‌তো নাই! ২।

(১২৭৬ সালে কলিকাতার কোনো সদাগর হাউসের হইয়া কুসুম-ফুল খরিদ জন্য ঢাকায় অবস্থান ও সেই কার্য্যে মফঃস্বলে নানা স্থান ভ্রমণ-কালে নীচের গান দুইটী রচিত)

১

রাগিণী মোল্লার—তাল একতালা।

বাণিজ্য ব্যাপারে, অকূল পাথারে, ভাসিয়ে এবারে যাই! ও ভাই!
মন-মাঝি জোরে আছে ধ'রে হা'ল্, সাহস-পবনে তুলে আশা-পা'ল্;
লোভ-দাঁড়ি দাঁড় টানিতেছে ভাল্—বাহিছে সদাই! ১।
হায়! শয়ন, ভোজন, বসন, ভূষণ, কিছুরি নিয়ম নাই—
ভ্রমি দেশে দেশে, পদব্রজে ক্লেশে, কৃষকেরি বেশে, ভাই!
সমস্ত দিবস পাড়িয়ে ধান্না, ভাতে পোড়া ভাত্ সায়াহ্নে রান্না,
খেঁসারি শর্ম্মা সুসিদ্ধ হন্ না, টিপে টিপে তবু খাই! ২।*

২

(তুফানের সময় রচিত)

রাগিণী ভীম-পলশ্রী—তাল আড়খেম্‌টা।

এ মা ধলেশ্বরি নদি!—তুমি বুড়ী-গঙ্গার্ বুড়ো দিদী!
চিরকাল্ গুণ্ গাব তোমার্, এইবারে পার্—তরঙ্গিণি!—
আ'জ্ আমায় পার্ কর যদি!
দেখিয়ে তোমার্ তরঙ্গ, ভয়েতে কাঁপিছে অঙ্গ,
আর্ ক'রো না রঙ্গ ভঙ্গ, ক্ষান্ত হও পায়্—তরঙ্গিণি!—
ক্ষান্ত হও পায়্ ধ'রে সাধি! ১।
তোমার্ জলে অপাক্ সারে, তবে কেন মা বিপাক্ করে,

---

* এস্থলে বলা উচিত, ইহার অল্প পরেই বর্ষার আবির্ভাবে পদব্রজে গমন ও শয়ন ভোজনাদির সমস্ত ক্লেশের অবসান হয়। সৎসঙ্গী ও সুপকার সেবকাদিরও কিছুমাত্র অভাব ছিল না।

পবন্ বেটা চক্র ক'রে, আ'জ্ তোমারে—তরঙ্গিণি—
আ'জ্ তোমায়্ ক'রেছে আঁদি ! ২।

সন ১২৮১ সালে গোলাপ নাম্নী বঙ্গ-নাট্যশালার জনৈক বেশ্যা-অভিনেত্রীর সহিত সুবর্ণ-বণিক জাতীয় কোনো সমাজ-শোধক যুবকের রেজিষ্ট্রী-মূলক বিবাহ-আইনানুসারে শুভ বিবাহ সংঘটিত হইলে মনোমোহন বাবু স্বসম্পাদিত "মধ্যস্থ" পত্রে শ্লেষাত্মক নিম্নলিখিত পরিহাস-ময় নগর-সঙ্কীর্ত্তন গানটী প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(আ'জ্ বৃন্দাবনে, কে এক সন্ন্যাসী আসি, ভ্রমে রাধাকুণ্ডে, ইত্যাদি গানের সুরে ও অনুকরণে)

আ'জ্ বঙ্গদেশে, কে এক্ যুবতী এসে, লীলা উদ্দেশে, ভ্রমে সতী বেশে,
উন্নতি উন্নতি মুখে ঘোষে, রঙ্গভূমে রঙ্গে নাচে হাসে!

আহা মরি! কি আশ্চর্য্য হাব্, চাতুর্য্য-ভাব্ হেরি!
যুব-জন-মন মোহিতে গো, এ মহীতে নাই হেন নারী!
হেন জ্ঞান হয়্, সামান্যা নয়্, ভূতলে উদয়্, বুঝি গো—
নারী রূপ ধরি, স্বর্গ-বিদ্যাধরী, উর্ব্বশী সুন্দরী,
কলির্ পুরুরবা পতি-আশে ! ১।

আছে সঙ্গে ক-জন্ ভক্ত গো বঙ্গ-বাবুগণ্ !
মাখি পদ রেণু, ভাবে ভোর্-তনু!—তাদের্ সহায়্ নিজে ফুলতনু—
এই কুল্-নাশা ফুল্ ফুটাবার্ মুল্ সেই ফুল্ধনু!
ভক্তি-ভরে, নাম্ করে, প্রেম্সে কহ গোলাপ্ ধন্!
সদা সুধাপানে মাতোয়ারা!—প্রেমের্ মধুপানে দিশে হারা!
তারা নিজে যেমন্, তাদের্ দেবী তেমন্!

লোক্মুখে শ্রুত, এক অদ্ভুত; দেয়্ তায়্ গায়্ কাঁটা!
যারা সঙ্গে আছে, তারা ব'ল্ছে সেই পতিব্রতার্ কাছে—
দেবি! দেখ গো, এই সেই লীলার্ স্থান্ শ্রীগরাণ্হাটা!

বসিতে নাগর-দলে—যোগিনী-চক্রে যামিনী কালে!
যত নব্য সভ্য মেলি, পাত্রে সুধা ঢালি, চন্দ্রমুখে দিয়ে খেতো প্রসাদ্ হ'লে!
সতি গো! বারবধূ যখন্ ছিলে গো—শত-পতি-বধূ যবে ছিলে গো!

আবার্ যশকীর্ত্তিমান্, যথা দীপ্তিমান্, তোমার্ এই সেই নাচিবার্ স্থান্ গো—
বঙ্গ-রঙ্গালয়ে—যত নব্য কাব্য-গব্য-কার্ ল'য়ে!
ঐ সেই মধুর্ গ্রিন্‌রুম্ (Green Room)—
যথা পতি-নিধি বিধি মিলিয়ে দিলে!
ঐ মধুর্ ধাম্, মধুর্ নটী নাম্, বঁধুর্ তরে যথা সমাধান্! (ক'ল্লে!)
(মেল্‌তা)
অনুতাপ করি, জন্ম পরিহরি, হ'লে সতীশ্বরী, এ ভাব্ ধরি গো!
বণিক-সুবর্ণ, তোমার্ প্রেম্ জন্য, হ'লো গণ্য মান্য—
পিতৃপুণ্য ধন্য প্রকাশে! ২।

(নীচের তিনটী গান ছোট জাগুলীয়ার বাটীতে অবস্থান কালে রচিত)

১

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

এই দুখে দহে মন্; ওরে নিদ্রা শোন্!
গৃহিণী থাকিতে গৃহে, একাকী করি ভোজন্!
ওরে, নিমে কাণার্* খাবার্ কাছে, লোকে তবু দু বার্ যাচে;
হায়্! কথার্ দোসর্ সবার্ আছে—বঞ্চিৎ কেবল্ মন্‌মোহন্! ১।
ওরে কি বসন্ত, কি হেমন্ত, কি শরৎ কি বর্ষা;
আমার্ বার মাস্ হায়্ এম্নি দশা—কিছুতেই নাই ভর্সা!
এমন্ যে দুরন্ত গ্রীষ্ম, (যাতে) লোকের্ জেগে নিশি ফর্সা;—
তখন্ সারা রা'ত্ সাধনা ক'রে, তবু নিদ্রা পায়্ না তোরে;
তবে কি দোষে এ দাসের্ ঘরে, (হয়্) সন্ধ্যা বেলাই তোর্ পদার্পণ্? ২।*

---

* নিমে কাণা নামে এক দরিদ্র অন্ধ বৃদ্ধ কাওরা গ্রামে অনেকের বাড়ীতে পালাক্রমে এক এক দিন খাইয়া বেড়াইত। এই গান পড়িয়া কবির গৃহিণীকে অত্যন্ত নিদ্রাতুরা

২

(একদা ডুমুরের ব্যঞ্জন অতি চমৎকার খাইয়া তৎক্ষণাৎ এই গান হয়)

রাগিণী কালাংড়া—তাল আড়খেমটা।

পাই যদি ডুমুরের্ ডান্‌লা, আর কিছুই না চাই!
তাজা ডুমুর্ ভাজা পেলে, [illegible] ফেলে খাই!
রাঁধে যদি কচি কচি, অরুচির্ হয়্ সদ্য রুচি—
বামুন্, শূদ্র, হাড়ী, মুচি, ভক্ত তার্ সবাই!
গরিব্ লোকের্ এমন্ মেওয়া, ভারতে আর্ নাই!
কেবল্ নয়্ হবিষ্যে শুচি—শাস্ত্রের্ মুখে ছাই! ১।

৩

(গ্রামে "কেঁড়ে কেশে" নামে অভিহিত জনৈক জ্ঞাতির মৃতাশৌচ বাধা নিমিত্ত সে বৎসর বাটীতে মকরসংক্রান্তিতে পিঠা হইতে পারে নাই; কিছু দিন পরে অকালে তাল পাইয়া রাত্রিকালে তাহার বড়া খাইতে খাইতে এই গান হয়)

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

অকালের্ তাল্ বড় রসাল্, বড়া ক'রে খেলেম্!
দুধে জুব্‌ড়ে, চুষে কা'ম্‌ড়ে, কত মজা—আহা আমি—কতই মজা পেলেম্!
মাঘ্ ফাগুনে এমন্ মেওয়া, ভাগ্যবল্ বৈ কঠিন্ পাওয়া!
চিনির্ রসে ডুবিয়ে দেওয়া, ঘি-ভাজা তায়্—বড়া নয়্ তো—
সুধা খাওয়াই বুঝ্‌লেম্! ১।
কিন্তু খাওয়ায়্ সুখ্ হ'লো না—কথার্ দোসর্ কেউ জুট্‌লো না—
ঘরে নারী সে উঠ্‌লো না! (পাল্‌টা) গুণের্ নারীর্ ঘুম্ ভাংলো না!
ডেকে সারা—কেবল্ আমি—ডেকেই সারা হ'লেম্! ২।

বলিয়া সাধারণের সংস্কার জন্মিতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার নিতান্ত অপরাধও নাই; যেহেতু নিজের লেখা পড়া লইয়া কবিবর যেরূপ অধিক রাত্রি জাগরণে অভ্যস্ত ছিলেন; তাহাতে তাঁহার ভোজন অপেক্ষায় ততক্ষণ পর্যান্ত জাগিয়া বসিয়া থাকা, এক প্রকার অসম্ভব ও ভয়ানক ব্যাপার!

জ্ঞা'ত্ শত্রু কেঁড়ে কেশে, ম'লো সে পৌষড়া ঘেঁসে,
পিঠে পুলি পেট্‌টা ঠেসে, যথা কিঞ্চিৎ—এবারে তাই—খেতে রঞ্চিৎ ছিলেম্!৩।
হায়্ রে আ'স্কে কোথা রৈলি—মুগ্‌সা'ম্‌লি আর্ ছানার্ পুলি—
পরমান্ন সরুচা'কৃলি, নাহি পেলেম্—আ'জ্ আমি তাই—
বড়ায়্ [illegible]র্ শোধ্ নিলেম্! ৪।
(এই গানের গুণে সেবারে পাড়ায় বিস্তর পিঠে খাইতে পাইয়াছিলেন)

(নাতি নাতিনীদের সহিত পরিহাস কালে মনোমোহম বাবু অনেক ছড়া ও গান বাঁধিয়া থাকেন, তন্মধ্যে দু তিনটা লিখি)

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল আড়খেম্‌টা।

দাদা! বেছে আনো বর্! ভর্ সয়্ না, শ্বশুর্‌বাড়ী ক'র্ব্বো গিয়ে ঘর্!
এম্নি বর্‌টী দিতে হবে, মনের্ মতন্ গয়্‌না দেবে;
রকম্ রকম্ বাজ্‌না বা'জ্‌বে; সুখাসনে বর্—
সিঁদূর্ প'রে দোলায়্ ক'রে যাব শ্বশুর্-ঘর্! ১।
সাত্‌টী ব'ন্ হ'য়েছি ঘরে— চৌদ্দ হাজার্ অল্প ক'রে!
পার্ কর দোজ্‌ব'রে বরে, নৈলে হবে বড় খর্—
বৃদ্ধকালে দেনার্ জ্বালায়্ হবে জরজর্! ২।

(নাতিনীর পিতামহীর উক্তি-গান)

রূপচাঁদ পক্ষীর সুর (সিন্ধু)—তাল খেম্‌টা।

(নূতন্) না'ত্-জামাই আ'জ্ আ'স্‌বে ঘরে, নাতিনি!
ও তোর্ ছোট্‌ঠা'কৃমার্ কাছে, শিখে নে লো কথার্ বাঁধুনি!
আমি লো তোর্ বুড়ো ঠা'কৃমা, সেকেলে সব্ মনে হয়্ না!
তোর্ ছোট্-ঠা'কৃমা জানে নানা গতি—পতি-ভুলুনি!

(নাতিদের সম্বোধনে গান)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়খেমটা।

দাদা ধন্, তোদের্ করি বারণ্—দৌরাত্ম্য ক'রো না!
ছল্ ক'রে কল্তলায়্ গিয়ে, জল্ ছেনে রোগ্ এনো না!
আঁ'চাতে ছোঁচাতে যাবে, খপ্ খপ্ কাজ্ সেরে নেবে,
বিদ্ঘুটে ম্যালেরা নৈলে কা'ম্ড়ে ধ'র্ব্বে—ছা'ড়্বে না!

(কলিকাতার বাসভবনের পার্শ্বস্থ বাটী গুরুদাস বাবু কর্তৃক ক্রীত ও স্থিত হওনের পর)

রাগিণী জংলা—তাল জৎ।

চাঁদের্ হাট্ পেতেছেন্ পাড়ায়্ গুরুদাস্!
সোণার্ ছেলে মেয়ে আপ্নি গিন্নী, তেম্নি শ্বশুর্ তেম্নি শ্বাস্!

কিবা শান্ত ছেলে হরি—মরি মরি কি মাধুরী!
ও তায়্ দেখ্লে সাধ্ যায়্ কোলে করি; কথা শুন্লে হয়্ উল্লাস্! ১।

নন্দিনী তাঁর্ নন্দরাণী—ফুল্ল কমল্ বদন্খানি!
যেন, আনন্দময়ী ঠাকুরাণী এসেছেন্ ছেড়ে কৈলাস্! ২।

সুবালা মেয়েটী হায়্, যেন, কলের্ পুতুল্ নেচে বেড়ায়্!
ও তার্ ফুট্ফুটে রং, লুট্পুটে ঢং, বিধু মুখে মধুর্ হাস্! ৩।

ছেলের্ মামা প্রভাস্ রায়্, চালাক্ চাম্বা লেখা পড়ায়্,
কপাল্ দোষে কেবল্ গো, হায়্, সুবচনীর্ খোঁড়া হাঁস্! ৪।

("শুধু গৌর্ নয়্ গো আমার্ গৌর্ হরি!" এই সুরে)

নন্দরাণীর্ খোপাখানির্ কি বাহার্!
কি বাহার্! চমৎকার্! কি বাহার্! এমন্ দেখি নাই আর্!
মরি, খোপার্ কিবা জেল্লা, যেন ফতেগড়ের্ কেল্লা,
ঠিক্ হর্ত্তনের্ টেক্কার্ মতন্ আকার্! ১।

মরি, কিবা কালো চুল্, তাহে বকুল্ফুল্, হেরে প্রাণাকুল্, বুড়ো ঠাকুর্দ্দাদার্!
হবু বরের্ লা'গ্‌বে ধাঁধা, ফাঁদে প'ড়্‌বে বাঁধা—
নড়ন্ চড়ন্ ভেড়োর্ থা'ক্‌বে না আর্! ২।

(এই পরিহাস-ব্যঞ্জক অথচ প্রীতি মূলক গানটী যাঁহার সম্বোধনে, তাহা আর বলিয়া দেওয়া বাহুল্য)

রূপচাঁদ পক্ষীর সুর (সিন্ধু)—তাল খেম্‌টা।

এই, ড্যাংডেঙিয়ে চ'লে যায়্ তোর্ মন্মোহন্—রাজার্ মতন্!
বুড়ি! রাঁড়ী হ'য়ে থা'ক্‌বি প'ড়ে, বুঝ্‌বি তখন্ স্বামী কি ধন্!

যদি, বৌ বেটা সব্ ক'রে ভক্তি, সেবে তোরে ধ'রে নিক্তি;
খেতে দেয়্ রোজ্ বাদাম্‌তক্তি, তবু তায়্ যাবে না বেদন্—
(পাল্‌টা) ওরে জানিস্ যে এ শিবের্ উক্তি, ঘুচ্‌বে না তায়্ মনের্ বেদন্! ১।

তখন্, তোর্ নামে সঙ্কল্প হবে—কত পুকুর্, পুরাণ্ তুলা দিবে;
ধন্যি মেয়ে লোকে কবে, তবু ক'র্ত্তে হবে রোদন্—
(পাল্‌টা) তোরে, রত্নগর্ভা সবাই কবে; তবু ঝুর্‌বে দুটী নয়ন্! ২।

সমাপ্ত।